পরশুরামের মাতৃহত্যা

বা

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন বধ

গীতাভিনয়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ব্রহ্মলোক।

(ব্রহ্মার প্রবেশ।)

ব্রহ্মা। (স্বগত) তাইত দুর্দ্ধর্ষ ক্ষত্রিয়গণের অত্যাচারে ধরাতল রসাতলে যাবার উপক্রম হ'য়েছে। ক্ষত্রিয়গণ রজ ও তমো গুণে সমাচ্ছন্ন হ'য়ে নিয়ত যোগী ঋষি ও মুনিদিগের যাগ, যজ্ঞ ও তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন ক'র্‌ছে। সেই পাপে পৃথিবীও ভারাক্রান্তা হ'য়ে উঠেছে। অচিরকাল মধ্যে সৃষ্টি ছারখার হ'বার সম্ভব। অমরমণ্ডলী নিজ নিজ মনোদুঃখ জ্ঞাপন ক'র্‌তে আমার নিকট আস্‌ছেন। কিন্তু আমারও সাধ্যাতীত দেবদুর্গতি নিবারণ। মহাবীর্য্য-শালী ক্ষত্রিয়গণের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ দমন ক'র্‌তে আমিও

অক্ষম। উপায় এখন নিরুপায়ের উপায় হরি। নারায়ণের নরদেহ ধারণ ভিন্ন উপস্থিত বিপদ বারণের অন্য উপায় নাই। এই যে, ঘোর চিন্তাক্লিষ্ট বদন, অনাহারে ক্ষীণকায় অমরগণ আগমন কর্‌ছে।

(ইন্দ্র, চন্দ্র, পবন ও বরুণের প্রবেশ।)

দেবগণ। পিতামহ! দেবগণ প্রণমে চরণে।

(প্রণামান্তর কৃতাঞ্জলিপুটে সকলের স্তব।)

ইন্দ্র। প্রণমামি বৈশ্বানর, তব তেজ অনশ্বর,
সর্ব্বভুক তুমি সর্ব্বদহ।

চন্দ্র। প্রলয়কালেতে স্বামী, অংশুবৃষ্টি কর তুমি,
ভবভার হর অহরহ॥

পবন। কিবা জল কিবা স্থল, কিবা স্বর্গ রসাতল,
সকলই তোমার তাপে লয়।

বরুণ। জানিয়া তোমার শক্তি, শক্তিপতি করি শক্তি,
দিয়াছে ললাটে আশ্রয়॥

ইন্দ্র। শূলশক্তি বজ্রপাশ অষ্টবজ্র স্বপ্রকাশ,
তুমি সর্ব্ব তেজের নিদান।

চন্দ্র। ভীমরূপী সিন্ধু মাঝ, বিহরহ তেজরাজ!
সূক্ষ্মরূপে হয়ে অধিষ্ঠান।

পবন। তব তত্ত্ব জানিব কি, তত্ত্বময় দেহে থাকি,
স্বগুণ সম্বর সত্বগুণে।

বরুণ। তোমার অর্চ্চনা করি, যোগসিদ্ধ ব্রহ্মচারী,
পঞ্চতপে ভাবে পঞ্চাননে॥

ইন্দ্র। বনদেবী সখী সনে, চিরদিন থাকে বনে,
দাবানল রূপে হে অনল !

চন্দ্র। গ্রহ নও গ্রহরূপী, সর্ব্বময় সর্ব্বব্যাপী,
সতী স্বাহা পতি মহাবল।

পবন। ক্ষণপ্রভা মধ্যে থাকি, নিরদে গগণে ঢাকি,
দেখাও প্রকৃতি বিনোদন।

বরুণ। দেখে বিশ্ব আঁখি মেলি,নীলাকাশে ঘনাবলী,
তমোরূপে ব্যাপিছে গগণ।

ইন্দ্র। চিতানল রূপে তুমি, দহিছ হৃদয় ভূমি,
বাহ্য নীরে নাহি নিবারণ।
শতবর্ষ নদ নদী, নিরবধি সিঞ্চে যদি,
নির্ব্বাপিত না হও কখন।
পড়িয়ে ঘোর সঙ্কটে, এসেছি তব নিকটে,
রক্ষাকর সঙ্কট হরণ।

গীত।

এই নিবেদন করি শ্রীচরণে।
নাই ভজন ভকতি বল, কেমনে তুষিব বল,
তব কৃপাবল, ভরসা কেবল,
নইলে আর উপায় দেখিনে।
কিবা জল কিবা স্থল, স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল,
তলাতল অতল তল, বিরাজ তুমি,
তোমার কৃপাবলে, ভীষণ জঙ্গল স্থলে,
অকূল জলধি জলে, যোগী যোগ বলে,
সাধক সাধন ফলে,
অনায়াসে পায় ত্রাণ বোসে যোগাসনে।

ব্রহ্মা। দেবগণ! স্তবে তুষ্ট হইলাম আমি।
কিন্তু কি হেতু হেন মলিন বদন,
বিমলিন বসন ভূষণ?

ইন্দ্র। পিতামহ! অগোচর কি আছে তোমার,
সকলি ত জান অন্তর্য্যামী,
যে দুঃখে মলিন বাস,
বিষণ্ণ বদন সবাকার?

চন্দ্র। পিতামহ! বলিব কি আর?
ধরাতলে ক্ষত্রিয় দুর্জ্জয়,
অনুক্ষণ পীড়ন করিছে দ্বিজগণে।
যাগ, যজ্ঞ, জপ, তপ না আছে ধরায়,
অনাহারে ক্ষীণ দেহ জীবন সংশয়,
ক্ষুধানলে জ্বলি মোরা দিবস বিভাবরী।

পবন। ক্ষত্র ভয়ে দ্বিজগণ যাগ যজ্ঞ ছাড়ি,
কে কোথায় গিয়াছে নাহিক উদ্দেশ,
ধরাতলে ধর্ম্মকার্য্য হ'য়েছে রহিত,
দ্বিজ দত্ত হব্য কব্য অন্ন ব্যঞ্জনাদি,
ভক্ষণ করিয়ে করি জীবন ধারণ।
তাহাতে বঞ্চিত করি ক্ষত্রিয় মণ্ডলী,
ক্ষুধানলে জ্বালাইছে দেবের জীবন।

বরুণ। তিষ্ঠিতে না পারি আর ক্ষুধার জ্বালায়,
কি করি উপায় দেব বড় নিরুপায়।

ব্রহ্মা। তোমাদের যে দশা ঘটেছে অনশনে,
আমারও সেই দশা দেখ দুনয়নে।

দ্বিজাহুতি দত্ত হবি না করি ভক্ষণ,
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর তাপিত জীবন।
কি বলিব বল দেবগণ ?
ভবিতব্যতার নিগূঢ় লিপি
কার্ সাধ্য করে তা খণ্ডন।
যত দিন ভোগ আছে
ভুগিতে হইবে ততদিন।

ধৈর্য্য ধর সুসময়ের অপেক্ষা কর,দ্বিজ ভাগ্যাকাশে ক্ষত্রিয়াপমান রূপ দণ্ড রাশি বিদূরিত করে সুনির্ম্মল সৌভাগ্য সূর্য্য অবশ্যই উদয় হবে, বিধি লিপি অখণ্ডনীয়, যা ঘটবার্ তা ঘট্‌বেই।

ইন্দ্র। বিধিত আপনিই, আপনারই ত লিখন।

ব্রহ্মা। তা সত্য, কিন্তু আমারও খণ্ডন করিবার সাধ্য নাই, তবে সেই বিধির বিধি গোলোকনাথ হরি খণ্ডন ক'র্‌ত্তে পারেন।

ইন্দ্র। পিতামহ! তবে আর কাল বিলম্বে আবশ্যক নাই, আমরা সকলেই ক্ষুধানলে অত্যন্ত কাতর, চলুন সকলে মিলে গোলোকে গিয়ে গোলোকনাথের চরণে দুঃখ জানাইগে।

ব্রহ্মা। তোমাদের যাবার কোন আবশ্যক নাই, তোমরা স্ব স্ব স্থানে গমন কর, আমি ব্রাহ্মণগণ সহ গোলোকে গিয়ে মর্ত্ত ও স্বর্গধামের সমস্ত সম্বাদই তাঁহাকে জানাব।

দেবগণ। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

ব্রহ্মা। (স্বগতঃ) না, আর আমার নিশ্চিত থাকা বিধেয় নয়, দ্বিজগণ সমভিব্যাহারে গোলোকে যাই।

[প্রস্থান।

—০—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গোলোকপুরী।

(লক্ষ্মী ও নারায়ণের প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। লক্ষ্মীকান্ত! কি জন্য বিষণ্ণ বদন,
হেরি সজল নয়ন? ব্যাকুল আমার মন,
কিবা নব ভাব তব হইল উদিত।
অন্তরের অন্তর্য্যামী বল প্রকাশিয়া,
তুমি নির্ব্বিকার,
জগৎ সংসার তোমার কটাক্ষে চলে।
কোন্ চিন্তাকীট,
দংশিতেছে মানস কমল?
কি বিকার পশিল হৃদয়ে আজি,
রাখ নাথ দাসীর মিনতি,
বল চিন্তামণি!
কি হেতু বদন তব বিমলিন হেন।

নারায়ণ। শুন কমলিনি! যে জন্য চঞ্চল মতি মোর
ভূতলে দুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়জাতি

মদগর্ব্বে মাতি,
দ্বিজাতি জাতির প্রতি ক'রিছে পীড়ন।
ধর্ম্মদ্বেষী দ্বিজদ্বেষী মহাপাপীগণ,
করিছে সদা তারা বিঘ্ন উৎপাদন।
দ্বিজকুল আকুল ভূতলে।
ধরণী ধরিতে নারে ভার,
হেয় ক্ষত্রতাপে তাপিত অন্তর,
আসিছে ধরণী মোর পাশে।

(গান করিতে করিতে ধরণীর প্রবেশ)

গীত।

কোথায় হে দীন দয়াময়, চাও করুণা নয়নে।
বিপদ সাগরে পড়ে, এলাম তব সদনে।।
কি কব বিপদবারি, পাপভার আর সহিতে নারি,
পাপে অঙ্গ হলো ভারি, ভার আর ধরি কেমনে॥
সদা মদগর্ব্বে মাতি, যত সব ক্ষত্রজাতি,
নাশিছে দ্বিজাতির জাতি,
এত সয় কি মায়ের প্রাণে।।

ধরণী। দীন দয়াময় হরি! কিঙ্করীর প্রতি একবার কৃপানেত্রে চাও। দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয়গণের দারুণ ভার যে আর ধারণ করিতে পারিনে। তাদের সদম্ভপদ-বিক্ষেপে দিবা-নিশি আমার অন্তর ব্যাকুলিত হ'চ্ছে। তাদের ভৈরব হুঙ্কার মেঘগর্জ্জন সম ধনুক টঙ্কার আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে!

হরি হে! ধরার ভার হরণ করিতে আর কে আছে? আর কার কাছে যাব, কার কাছে গিয়ে মন ব্যথা জানাইব? পাপাচারী দেবদ্বিজে ভক্তিহীন দুর্ম্মতি ক্ষত্রিয়গণের নিধন সাধন ক'রে পরিতাপিতা ধরণীর দারুণ ভার মোচন কর! হে গোলোকনাথ! হে ত্রিলোকপালক! হে বিশ্বরূপ! হে অগতির গতি পতিতপাবন! দাসী আজ রাজীব চরণে মনের ব্যথা ব্যক্ত ক'চ্ছে। হে আর্ত্তের দুঃখহারি হে ব্যথিতের ব্যথাহারি! কল্পতরু মূলে এসে যেন বাঞ্ছিত ফললাভে বঞ্চিত হইনা, সদয় হ'য়ে মধুসূদন! দাসীকে দারুণ বিপত্তে উদ্ধার কর।

নারায়ণ। ধৈর্য্য ধর ধরা!
দুঃখ নিশি অবসান প্রায় তব,
অল্পকাল বাকি আর।
কালপূর্ণ হ'লে
দম্ভ অভিমান সকলি ফুরাবে ক্ষত্রিয়ের।
বিধির লিখন লিখা অক্ষয় অক্ষরে জীব ভাগ্যে,
সে লিখন খণ্ডাবার সাধ্য আছে কার?
সহিয়াছ বহুক্লেশ সহ কিছু দিন আর,
সত্বর ঘুচিবে তব ভার।
বিধির বিধানে ক্ষত্রিয় নিধন হবে,
যাবে তাপ না কর বিষাদ

ধরণী। হায়! কত দিন আর
এ দারুণ পীড়া সহিতে হইবে?
যবে যুদ্ধ মদে মাতি

বিপুল ক্ষত্রিয়কুল ভয়ঙ্কর রবে
ভীষণ হুঙ্কার ছাড়ে,
ঘন ঘন ধনুক টঙ্কারে,
অশনি সম্পাত সম রবে,
দাপে কাঁপে জলস্থল চরাচর আদি,
ত্রাসে মম হৃদয় কম্পিত হয় ঘন।
দয়াহীন দুরন্ত ক্ষত্রিয়,
ব্রহ্মবধে গোবধে না করে ভয়,
সতীর সতীত্ব করে নাশ।
পীতবাস!
কতদিনে ধরণীর ত্রাস হবে দূর?

নারায়ণ। নাহি বহুদিন আর
সাধুদের পরিত্রাণ হেতু,
পাপীদের সংহার কারণ,
করিবারে ধর্ম্মরাজ্য ধরায় স্থাপন
যুগে যুগে হই অবতার।
নাহি বহুদিন আর,
নর দেহ ধরি, মর্ত্তে অবতরি,
সত্বর হরিব তব ভার।
দয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দিব জীবে,
যাও ধরা না কর রোদন।
সহিতে না হ'বে আর পাপীর পীড়ন,
শান্তি নিকেতন হ'বে ভূমণ্ডল,
অত্যাচারী নাহি র'বে ভবে,

শান্তির বিমল ক্রোড়ে
জীবকুল আনন্দে ভুঞ্জিবে।
ভৃগুরাম রূপে ভৃগুকুলে জনমিয়ে,
নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ধরণী,
দ্বিজের দুর্গতি আমি করিব মোচন।

ধরণী। দীন দয়াময়! না হ'লে সদয়,
দাসীরে কে দিবে পদাশ্রয়?
ক্ষত্রভয়ে
দিবানিশি কম্পিত হৃদয় মোর,
শান্তিদাতা কর শান্তিদান।
শান্ত কর ধরণীর অশান্ত জীবন।

[প্রণামানন্তর প্রস্থান।

(দ্বিজগণ সহ ব্রহ্মার প্রবেশ।)

ব্রহ্মা। প্রভো! শ্রীচরণে করি প্রণিপাত।

(প্রণামানন্তর কৃতাঞ্জলি পুটে)

স্তব।

দেহি গতি শ্রীপতি দীন জনে,
কর ত্রাণ কৃপাবান নিজগুণে।
জানি কি তব মাধব মহিমা হে,
কর অজ্ঞানে স্বগুণে তারণ হে।
হরি মুরারি কংশারি বংশীধর,
ভব বন্ধন মোচন ত্রাণ কর।
শ্যাম সুন্দর কিশোর নব ঘন,
পীতবাস শ্রীবাস গোপীমোহন।

রাস বিহারী শ্রীহরি রসময়,
রমানাথ শ্রীনাথ হে গুণময়।
রাধা রঞ্জন রঞ্জন গোপীমোহন,
গুণ ধারক ধারক গোবর্দ্ধন।
হরি গোপাল গোপাল পালক হে,
সখা দাম সুদামাদি বালক হে।
জয় নন্দ শ্রীনন্দকি নন্দন হে,
যমলার্জ্জুন ভঞ্জন কারণ হে।
শ্যাম মোহন মোহন চূড়া ধারী,
যমুনা পুলিনে বিপিন বিহারী।
গোলোক ভূলোক ত্রিলোক পালন,
যমলোক জনে কর হে তারণ।
তুমি অক্ষয় অব্যয় নির্গুণ হে,
দেহি অভয় আশ্রয় নির্গুণে হে।

গীত।

চরণে নিবেদন।

ওহে নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল মোহন হরি ব্রহ্মসনাতন।
বাড়াতে ব্রাহ্মণের মান, ভৃগুপদ হৃদয়ে স্থান,
দিয়েছ হে ভগবান,করিয়ে যতন।
কি কব হে কৃপাবাণ, হয়ে ক্ষত্র বলবান,
সেই ব্রাহ্মণের অপমান, করে অনুক্ষণ।

নারায়ণ। পিতামহ! তোমার স্তবেতে তুষ্ট হইয়াছি আমি
কিন্তু হেরি তব ভাবান্তর,
ভাবান্তর হইল আমার।

পদ্মযোনি! ভুবন কুশল কথা কহ বিস্তারিয়া
দ্বিজকুল কেন হেরি বিষণ্ণ বদন?
হিমসিক্ত পদ্মসম
কেন বা মুখ মণ্ডলে মলিন শশাঙ্ক রেখা?
কেন জ্যোতিহীন?
ব্রহ্মতেজ কোথা এবে?
আহা কোন জীব আজ ভীষণ পীড়নে
আকুল করিল সবে?
ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব মোর।
কেন দ্বিজকুল দুঃখ ভুঞ্জে অবিরাম?
কি ভীষণ ব্যথা, চতুর্ম্মুখ যারে নারে নিবারিতে

ব্রহ্মা। জনার্দ্দন! সকলিত বিদিত তোমার,
এ তিন ভুবনে কে কোথায় দুঃখ পায়,
কেবা আছে সুখে সকলি গোচর তব।
ক্ষত্রকুল প্রবল হইয়ে,
পীড়িতেছে অবিরাম ব্রাহ্মণ সকলে!
তুমি বিনা দয়াময়!
কে বল রক্ষিবে ব্রাহ্মণগণে?
সৃজন আমার ভার
রক্ষা ভার তবকরে, বল হরি কি উপায় করি?

নারায়ণ। সম্বর মিলাপ, বিদূরিব তাপ, বিধিগুরু দ্বিজচয়,
পাবে শান্তিপুন,হবেসবে শুন,পাষণ্ড পাতকী লয়
বেদে বিপ্রে বাড়াইতে, অবতরি অবনীতে,
রাম নামে ভৃগু গেহে হইব উদয়।

কৃপাণ কুঠার ধার, বিনাশিবে পাপ ভার,
নতুবা কে লবে নাম বিপদ সময়ে ?
রাখিব অক্ষয় কীর্ত্তি করি ক্ষত্রকুল ক্ষয়।

(স্তব)

দ্বিজগণ

মুরহর মাধব বিপন্ন বান্ধব,
মধুরিপু কেশব পাপ হর,
অনন্ত শয়ন খগেশ বাহন,
ত্রিভুবন পালন পদ্মবর,
কৌস্তুভ ভূষণ ভৃগুপদ রঞ্জন,
ভুবন বিমোহন পরাৎপর,
অম্বুজ লোচন কৈটভ সূদন,
নৃসিংহ বামন দয়াকর।

নারায়ণ। হে ভূদেবগণ! আমাকে আর স্তব ক'র্তে হবে না। আমি আপনাদের পদরজ মস্তকে ধারণ ক'রে ভুবনে ভগবান নামে বিখ্যাত। ব্রাহ্মণের দেহ মন্দিরে আমার অধিষ্ঠান সেই জন্য ব্রাহ্মণ সর্ব্বলোক পূজ্য। ত্রিলোকস্থ যে কোন জীব ব্রাহ্মণের অপমান ক'র্বে, সে নিশ্চয় নরকগামী হ'বে। আপনারা এক্ষণে গমন করুন, আমি অচিরকাল মধ্যেই আপনাদের অভীষ্ট পূর্ণ ক'র্বো।

দ্বিজগণ। যে আজ্ঞা।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

শ্বেতদ্বীপ রাজসভা।

(রাজা শ্বেতকেতু ও মন্ত্রী গুণসিন্ধুর প্রবেশ।)

শ্বেতকেতু। অমাত্য! আমি কখনই বশ্যতা স্বীকার ক'র্‌বো না, ক্ষত্রিয় হ'য়ে ক্ষত্রিয়ের বশ্যতা, অধীনতা, দাসত্ব ছি! ছি! কি নিন্দা, কি অপমান তুমি আর পুনঃ পুনঃ ও লজ্জাকর ঘৃণিত বাক্য উচ্চারণ ক'রো না, তুমি নিশ্চয় জেনো, যদি আমার সৈন্য সামন্ত, রথ রথী, হয় হস্তী, রাজ্য'ধন, রাজরাণী, নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত যায়, সেও স্বীকার, তত্রাচ ক্ষত্রিয়াধম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের অধীনতা স্বীকার ক'রবো না। যতক্ষণ আমার শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, বিন্দুমাত্র ক্ষত্রিয় রক্ত প্রবাহিত হ'বে, ততক্ষণ আমি কিছু-তেই অধীনতা স্বীকার ক'র্‌বো না। রাজ্য ভ্রষ্ট হ'য়ে যদি বনে গিয়ে বাস কর্‌তে হয় তাও কর্‌বো, তবু নিদারুণ দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী হ'ব না।

মন্ত্রী। মহারাজ! যা বল্লেন সত্য কিন্তু তা হ'লেও, অগ্রে দেশকাল পাত্র ও বলাবল বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। হৈহয়াধিপতি মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য যে সে রাজা নন, সসা-

শিরে তাঁকে কর প্রদান করেন। বলীগণাগ্রগণ্য ক্ষত্রিয় কুল চুড়ামণি রাজা কার্ত্তবীর্য্য নারায়ণ অংশ। মহাতপা মহর্ষি দত্তাত্রেয়কে সেবায় সন্তোষ করে তাঁর নিকট সহস্র বাহু, শক্রুগণের অজেয় অক্ষুণ্ণ ইন্দ্রিয় সামর্থ, প্রাণ সামর্থ, শ্রী তেজ, বীর্য্য, বল,যশ,যোগৈশ্বর্য্য অর্থাৎ যাতে অণিমাদি অষ্টগুণ আছে সেই ঐশ্বর্য্য লাভ করেছেন। তিনিই পশুপাল, ক্ষেত্রপাল শব্দে অভিহিত। তিনিই পর্জ্জন্য রূপে বারিবর্ষণ করেন। তিনিই যোগ পরায়ণতা নিবন্ধন জগতে অর্জ্জুন নামে প্রথিত। শারদীয় দিনকর যেমন রশ্মি সহস্র দ্বারা বিরাজমান, চক্রবর্ত্তি কার্ত্তবীর্য্যও সেইরূপ ভুজ সহস্র দ্বারা শোভমান,তিনি যখন বাহুসহস্র দ্বারা শরাশনে শর সন্ধান করেন তখন যুগান্তকালীন সহস্র জলদ গর্জ্জন অশনি নিপাতের ন্যায় ভীষণ আস্ফোট ধ্বনি সমন্বিত হয়ে মেদিনীমণ্ডল বিকম্পিত ও নিনাদিত করে। তাঁর পুত্রেরা সকলি মহারথী, মহাবল, কৃতাস্ত্র, বীর্য্যশালী, রণ কৌশলি, সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত অর্জ্জুন, দোর্দ্দণ্ড কোদণ্ড প্রভাবে সসাগরা বসুন্ধরা জয় করে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন ক'র্‌ছেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান কোরে সেই হরিভক্ত পরম বৈষ্ণব অর্জ্জুনের নাম স্মরণ করে, তার নষ্ট সম্পত্তি করতলগত হয়। যে ব্যক্তি তাঁর জন্ম বিবরণ কীর্ত্তন করে, তার পাপ রাশী অগ্নিকণাস্পর্শ তুলারাশীর ন্যায় ভস্মীভূত হয়ে যায়। সুরলোকেও সে সম্মান লাভ করে থাকে। মহারাজ! তাঁর অসাধারণ বলবীর্য্য ও গুণের বিষয় আপনাকে আর অধিক কি বলিব।

শৌর্য্যে বীর্য্যে কি ঔদার্য্যে বিক্রমে প্রতাপে
তাঁর সমকক্ষ বীর নাহিক ভূতলে।
জলে স্থলে কি জঙ্গলে পর্ব্বত পাহাড়ে
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল কিম্বা তলাতলে,
অব্যাহত গতি তাঁর নাহি নিবারণ।

অতএব মহারাজ! শায়িত সিংহকে উত্তেজিত না করে ক্ষান্ত থাকাই কর্ত্তব্য।

শ্বেতকেতু। অমাত্য! তুমি যতই বল, যতই ভয় প্রদর্শন কর আমি কিছুতেই অধীনতা স্বীকার ক'র্ব না। এতে আমার ভাগ্যে যাহা হয় হ'বে। তুমি বারম্বার ওরূপ বিরক্তি জনক বাক্য বলে জ্বালাতন ক'রো না।

(মহাশ্বেতার প্রবেশ।)

মহাশ্বেতা। মহারাজ! অবজ্ঞা ক'র্বেন না, হিতান্বেষী মন্ত্রীর হিতবাক্য অবজ্ঞা ক'র্বেন না, ক্ষান্ত হন, ক্ষান্ত হন, দাসীর কথা রাখুন ; সমর আশা ত্যাগ ক'রে সেই হরিপরায়ণ ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুনের সহিত সখ্যতা স্থাপন করুন, তবেই সকল দিক বজায় থাকবে, নচেৎ কিছুতেই রক্ষা নাই।

গীত।

ওহে প্রাণকান্ত ধরি পদ প্রান্ত, হওহে ক্ষান্ত আজ সমরে।
করিলে রণ যাবে জীবন, বলিলাম তোমারে।
শুনেছি সেই কার্ত্তবীর্য্য নরপতি, মহাবীর্য্যশালী বলবান অতি,
ত্রিলোক বিজয়ী রাবণ দুর্ম্মতি, করেছে জয় তাহারে।
বিশেষতঃ রাজা বিষ্ণু পরায়ণ, কার সাধ্য করে তাহার নিধন,
বিষ্ণুভক্ত জন বিজয়ী শমন, ভয় করে তারে অমরে।

শ্বেতকেতু। রাজ্ঞি! তুমি বীরাঙ্গনা বীরপত্নী, তোমার মুখে কি ওরূপ কথা শোভা পায়? ছি! ছি! তুমি আর ওকথা উল্লেখ ক'রো না। প্রিয়ে! তুমি কি জান না, যে ক্ষত্রিয় সন্তান রমণীর কথায় রণে ভঙ্গ দিয়ে রমণীর অঞ্চল ধ'রে অন্তঃপূরে ব'সে থাকে, তার মৃত্যুই মঙ্গল। তুমি ক্ষত্রধর্ম্ম বিশেষরূপ জেনে কিজন্য ভীত হোচ্ছ, আর তুমি এও ত পরিজ্ঞাত আছ, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই দেহের অমূল্য-ভুষণ, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই মোক্ষ ভবন, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই জীবন রতন, যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের অমূল্য নিধি আর কিছুই নাই। যে ক্ষত্রিয় সে নিধি উপার্জ্জনে অনুৎসাহী তার কলঙ্কিত প্রাণ রাখা না রাখা তুল্য। প্রাণাধিকে! আমি যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিই, তাতে আমার অপমান নাই, বরং মানই বৃদ্ধি হ'বে, যশ-কুসুম-সৌরভে ত্রিলোক আমোদিত ক'র্‌বে, আমার বীরত্ব প্রতিভা অনন্ত কালের জন্য প্রকৃতির শোভায় শোভিত থাক্‌বে, সেই শোভা দেখে ক্ষত্রিয়কুল পরমানন্দে নৃত্য ক'র্‌বে। মহিষি! সে অনুপম সুখ ত্যাগ ক'রে যদি যুদ্ধ ভয়ে ভীত হ'য়ে, ঘরে বোসে থাকি তাহ'লে নরকেও আমার স্থান হ'বে না, নরকও আমাকে দেখে লুকাইত হ'বে।

(কার্ত্তবীর্য্য প্রেরিত জনৈক দূতের প্রবেশ।)

শ্বেতকেতু। কে তুমি! কোথা হ'তে আস্‌ছ?

দূত। আজ্ঞা আমি হৈহয়াধিপতি মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের দূত।

শ্বেতকেতু। তিনি কোথায়?

দূত। আজ্ঞে আপনার রাজধানীর অনতিদূরে শিবির স্থাপন ক'রে সসৈন্যে শিবিরে অবস্থান ক'র্‌ছেন।

শ্বেতকেতু। সম্বাদ কি ?

দূত। আজ্ঞে আমাকে দিয়ে এই সম্বাদ পাঠিয়েছেন, আপনি যদি তাঁর অধীনতা স্বীকার না করেন, তাহ'লে আজই তিনি সমর সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'বেন।

শ্বেতকেতু। আচ্ছা তুমিও তোমাদের রাজাকে বল গিয়ে, যে আমিও সমর সজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে, আজই সমরে উপস্থিত হ'য়ে, তাঁর সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌বো।

দূত। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

শ্বেতকেতু। অমাত্য! আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে, তুমি এই মুহূর্ত্তেই আমার আদেশ মত সৈন্যগণকে যথা স্থানে সন্নিবেশিত, হয়, হস্তী, রথ, রথী ও পদাতিক সৈন্য সকলকে সুকৌশলে সুসজ্জিত, যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ সেনাপতি সকলকে সৈন্যগণের ভারার্পণ কর গিয়ে। শিবির রক্ষা সম্বন্ধীয় কৌশল আমি গিয়ে স্থির ক'র্‌বো।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

মহাশ্বেতা। মহারাজ! আমি এখনও আপনাকে বলিতেছি, আপনি সমর আশা ত্যাগ করুন, সমরে ক্ষান্ত হন, সেই ত্রিলোকবিজেতা দুর্দ্দান্ত দশানন দর্পহারী রাজা কার্ত্তবীর্য্যের অধীনতা স্বীকার করুন।

শ্বেতকেতু। প্রিয়ে! বল কি, খগরাজ হ'য়ে সামান্য ভূজঙ্গের অধীনতা স্বীকার ক'র্বো। শিবাভয়ে সিংহ শাবক কখন গিরিগুহা মধ্যে লুক্কাইত থাকে না। প্রাণাধিকে! তুমি বীরাগ্রগণ্য রাজা শ্বেতকেতুর সীমন্তিনী, তোমার মুখে কি ওরূপ কথা শোভা পায়? আমি গমনমাত্র কার্ত্ত-বীর্য্য সমরে জয়লাভ ক'রে এসে, তোমাকে প্রেমালিঙ্গনে সন্তোষ ক'রবো, এখন আমি চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

মহাশ্বেতা! আমিই বা আর এখানে থেকে কি ক'রবো, মা সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্বেতদ্বীপ—রণস্থল।

(সমর সজ্জায় রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের প্রবেশ।)

কার্ত্তবীর্য্য। (স্বগতঃ) আজ দেখ্‌ব, ক্ষত্রিয়াধম শ্বেত-কেতু কি ক'রে আত্মজীবন রক্ষা করে, সেকি জানে না যে ত্রিলোকবিজয়ী ভীমপরাক্রম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সমরে প্রবৃত্ত হ'লে, দুরন্ত কালও তার সমকক্ষ হ'তে পারে না। শ্বেতকেতু ত একটা সামান্য ক্ষত্রিয়। হাঃ হাঃ হাঃ বিহ-গাধম বায়স কি না পক্ষীরাজ গরুড়ের প্রতিযোগীতায় প্রবৃত্ত। দেখুক মূর্খ, বিষধর বিবরে হস্ত প্রদান করলে কি ফললাভ

হয়। আজ অগ্নিকণাস্পর্শ তুলারাশীর ন্যায় সমরানলে তাকে ভস্মীভূত ক'র্‌বো।

(ইতস্তত পরিক্রমণ।

(রণবেশে রাজা শ্বেতকেতুর প্রবেশ।)

কার্ত্তবীর্য্য। নাহিক নিস্তার তোর শোনরে দুর্ম্মতি,
ঘুচাব সমর সাধ সম্মুখ সংগ্রামে,
সাধ:করে শমনে যখন আনিলি শিওরে,
তখন নিশ্চয় নিশ্চয় তোর মৃত্যু এতদিনে।

শ্বেতকেতু। কি মৃত্যু!
তোর হস্তে আমার,
একথা বলিতে ভয় হ'ল না কি মনে?
অনলে পতঙ্গবৎ পড়িলি যখন,
আমার ভীম কোপানলে,
তখন হ'বি ভস্মরাশি বলিনু নিশ্চয়।

কার্ত্তবীর্য্য। ওঃ বুঝেছি আমি,
একান্তই আজ তোর নিকট মরণ।

শ্বেতকেতু। যুদ্ধ বিনা কিরূপে তা হ'বে নিরুপণ।

কার্ত্তবীর্য্য। তোর পক্ষে অর্জ্জুন আজ অনল দুর্জ্জয়।

শ্বেতকেতু। শ্বেতকেতু জলসিন্ধু জানিও নিশ্চয়।

কার্ত্তবীর্য্য। গরুড় সহ সমতুল্য হয় কি বায়সে।

শ্বেতকেতু। করি পৃষ্ঠে চড়ে ভেক সময় বিশেষে।

কার্ত্তবীর্য্য। এখনও বলি দুষ্ট ছাড় উচ্চ বাণী।

শ্বেতকেতু। সতর্কে কথা ক নইলে বধিব পরাণি।

কার্ত্তবীর্য্য। কার্ত্তবীর্য্য রণে তোর নাহি পরিত্রাণ।

শ্বেতকেতু। আচ্ছা তবে দেহ রণ কর বাণ সন্ধান।

(উভয়ের বাণ যুদ্ধ।)

শ্বেতকেতু। এইত কাটিনু দুষ্ট তোর শরজাল।

এইবার কর রক্ষা আপন জীবন।

(মুহুর্মুহু বাণ ত্যাগ।)

কার্ত্তবীর্য্য। (বাণ ব্যর্থ করতঃ)

এইত ফুরাল তোর বাণ যুদ্ধ আশা,

আত্মরক্ষা কর এইবার।

এই যে দেখিতেছিস্ বাণ

এইবাণে নিশ্চয় তোর নাশিব পরাণ! (বাণত্যাগ

শ্বেতকেতু। (বাণ ব্যর্থ করিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ

একি হ'লো বীরবর?

বাণ ব্যর্থ হইল কি কারণ?

কৈ, হইল না জীবন নিধন?

কার্ত্তবীর্য্য। দৈবাৎ বাণ

ব্যর্থ সন্ধান কারণে।

কিন্তু তা বলিয়া,

প্রাণ পেলাম হেন আশা

না ভাবিস্ মনে,

রক্ষ এইবার প্রাণ,

এই এড়িলাম সহস্র

স্বর্ণ পুঙ্খ বাণ। (বাণ ত্যাগ)

শ্বেতকেতু। (বাণ ব্যর্থ করিয়া)

কোথা গেল স্বর্ণ পুঙ্খ সহস্রেক বাণ?

অর্জ্জুন ! আজিকার রণে তোর নাহি পরিত্রাণ,
এখনও এখনও বলি প্রাণ ল'য়ে ক'রূরে প্রস্থান।

কার্ত্তবীর্য্য। আর তোর বাক্য সহ্য নাহি হয়,
চেয়ে দেখ দুরাচার আয়ুধ ভীষণ,
এই আয়ুধে আজি তোরে ক'রে বিনাশন,
শোণিতে তুষিব
শোণিত পিপাসী যত জীব জন্তুগণ।

(হংসমুখ ব্রহ্মাস্ত্র তূণ মধ্য হইতে বাহির করণ।)

শ্বেতকেতু। (বাণ দেখিয়া সবিস্ময়ে)
একি ? একি ? তেজোময় বাণ,
বাণ পানে চাহিয়া মোর উড়িল যে প্রাণ।
ভীষণ হংস মুখ বাণ
উগরিছে অনল রাশী,
দশদিশি কাঁপিতেছে বাণের প্রকাশে,
ত্রাসে প্রাণ লুকাইছে
অন্তরের অন্তর প্রদেশে।
আহা ! অকস্মাৎ হেন ভাব কি হেতু জন্মিল,
মৃত্যুর দিন কি আজি উদয় হইল ?
হায় ! হায় ! কি হয় ! কি হয়।
মহাভয়ে কাঁপিল জীবন,
মন্ত্রী বাক্য করি উল্লঙ্ঘন,
বুঝি আজ হারাই জীবন।

কার্ত্তবীর্য্য। পামর। আজ তোর কোন ক্রমে নিস্তার নাই। আজ তোর জীবনের শেষদিন। এই সময় গুরুদেব,

পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব সকলকে জন্মের মত একবার স্মরণ করে নে। এই দ্যাখ আমার পরিত্যক্ত হংসমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আজ তোর জীবন বিনাশার্থে অগ্রসর হ'চ্ছে। (বাণ ত্যাগ।)

শ্বেতকেতু। (সভয়ে ব্যাকুলিতান্তঃকরণে) ওঃ ওঃ মোলাম, মোলাম, রক্ষা নাই, আর রক্ষা নাই, হায়! হায়! কি ভয়ঙ্কর বাণ! ওঃ বাণ মুখে স্বয়ং কৃতান্ত! কৃতান্ত গ্রাস ক'র্লে! মোলাম।

(ইতস্তত করণ বক্ষে বাণ পতিত ভূতলে পতন ও মৃত্যু।)

কার্ত্তবীর্য্য। কেমন, বশ্যতা স্বীকার ক'রবেনা ব'লে যে বড় স্পর্দ্ধা ক'রেছিলি, এখন তোর সে স্পর্দ্ধা কোথায় রহিল, এখন যে তোর সমস্ত রাজত্ব কার্ত্তবীর্য্যের করতলগত, আজ হ'তে শ্বেতদ্বীপ রাজ্য আমার আয়াত্তাধীন। স্বকার্য্য সাধন হ'ল আর বিলম্ব করা বিফল শিবিরে গমন ক'রে ছত্রভঙ্গ সৈন্য সামন্ত সকল গুছিয়ে নিয়ে স্বরাজ্যে গমন করাই বিধেয়।

[প্রস্থান।

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজ! আমি ত তখনই ব'লেছিলাম রাজা কার্ত্তবীর্য্যের সহিত সখ্যতা করুন, তখন আপনি কিছুতেই আমার কথায় কর্ণপাত ক'র্লেন না। (উপবেশন পূর্ব্বক) মহারাজ! আর আপনার এদশা দেখা যায় না, ধরা হ'তে উঠুন, উঠে বীরোচিত বাক্যে একবার আমাকে মন্ত্রী ব'লে সম্ভাষণ করুন। আপনার কি এবেশ শোভা পায়, মণিময় রত্ন শয্যায় যাঁর শয়ন ক'র্তেও কষ্ট বোধ হ'তো, তাঁর

কি ধূলি শয্যা যোগ্য। ওহোঃ! কালের কি বিচিত্র গতি, যে ব্যক্তি অহঙ্কারে উন্মত্ত হ'য়ে, ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হ'য়ে দীন দরিদ্র সামান্য লোক দেখ্‌লে ঘৃণা করে, তাকে একদিন সুখশয্যা পরিত্যাগ ক'রে, সেই সামান্য দীন জনের সহিত দীনভাবে শশ্মানক্ষেত্রে শয়ন ক'র্‌তে হ'বে। তখন তার ধন-মান গর্ব্ব দম্ভ কোথায় থাক্‌বে। তবে কেন বৃথা আর পরিতাপ করি, সকলি সেই একমাত্র বিশ্ব নিয়ন্তা জগতপাতার আয়ত্বাধীন। (উঠিয়া) হরি হে! সকলি তোমার ইচ্ছা।

(আলুলাইতা কেশে সখী বসন্তিকা সহ মহাশ্বেতার প্রবেশ।)

মহাশ্বেতা। নাথ! জীবিত স্বর্ব্বস্ব! এ হতভাগিনীকে পরিত্যাগ ক'রে কোথায় যাও? প্রাণেশ্বর! এ পাপিনীর প্রাণান্ত ক'রে কোথায় যাও? অধিনীকে অকূল শোক সাগরে ভাসিয়ে কোথায় যাও? প্রাণকান্ত! রাজবেশ পরিত্যাগ ক'রে আজ এবেশ ধারণ ক'রেছ কেন? গা তোল, এতক'রে ডাক্‌লাম উঠ্‌লে না, চিরসঙ্গিনীকে চিরকালের জন্য একেবারে নিরাশা ক'র্‌লে, দয়ামায়া সকলি ত্যাগ ক'রে চ'ল্‌লে। সকল ভালবাসা সকল শীলতা একেবারে ভুলে গেলে। আর আমি কার শরণ গ্রহণ ক'র্‌বো, কারে নাথ ব'লে ডাক্‌বো। হা হতবিধি! এই কি তোর বিধির বিধিমত কার্য্য হ'লো? সতীর একমাত্র গতি পতিধন, তাতেও বঞ্চিত ক'র্‌লি। প্রাণবল্লভ! তুমি যদি নিতান্তই প্রাণত্যাগ কর, তা হ'লে আমিও তোমার সঙ্গিনী হ'ব, তোমার চিতানলে শয়ন ক'রে

বির হানলকে অনলসাৎ ক'র্‌বো। পতিপ্রাণার বিরহে ভয় কি? অগ্নিদেবের অনিবার্য্য উত্তাপে বিচ্ছেনাগ্নি ক্ষণমধ্যেই বিনাশ ক'র্‌বো। পতিই সতীর গতি, পতিই সতীর একমাত্র ধর্ম্ম, পতিই স্ত্রীজাতির অমূল্যনিধি, পতিব্রতার পাতিব্রত্য ভূষণ ভিন্ন আর কি ভূষণ আছে? পতির প্রেমানুরাগে সতী জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। হা,—হৃদয়াকাশের চন্দ্র! তুমি একেবারেই অস্তাচলচূড়াবলম্বন ক'র্‌লে, সতীর চিতাশয্যা ভিন্ন অন্য উপায় কি? মণিহারা ফণিণী কি জীবনধারণ ক'র্‌তে পারে? চন্দ্র বিনা চন্দ্র-প্রমোদা কুমুদিনী কি বিকশিতা হয়? জল বিনা নলিনীর কি জীবনশক্তি থাকে? প্রাণেশ্বর! আমি তোমার মহা মঙ্গলকর সীমন্তের সিন্দুর কখনই জলসাৎ ক'র্‌বো নবা। অগ্নিদেবের জ্বলন্ত শিখায় প্রবেশ ক'রে, চির-সধবা থাক্‌বো।

গীত।

কোথায় গেলে চলে, অবলারে ফেলে,
শোকানল জেলে, জনমের মতন।
কি দোষে দাসীরে, চিরদিনের তরে,
অকূল পাথারে দিলে বিসর্জ্জন।
যখন সনাথারে নাথ কল্লে অনাথিনী,
জনম দুঃখিনী পথের ভিখারিণী,
তখন ওহে গুণমণি, এ চিরসঙ্গিনী,
কর হে সঙ্গিনী ধরি শ্রীচরণ।
জল বিনা যেমন নলিনীর দুর্গতি,
পতি বিনা সতীর সেইরূপ গতি,
পতি-শূন্য জীবন বিফল সে জীবন,
জ্বলে আজীবন ওহে জীবনধন।

বসন্তিকা। মহিষি! কেঁদে আর কি ক'র্‌বে বল? কপালে যাহা ছিল, তাহা হ'লো; বিধির লিখন খণ্ডাইবার যো নাই। পোড়া বিধি বিধিতে যা লিখেছে, তা ঘোটবেই ঘোটবে, কিছুতেই অন্যথা হ'বে না, জেনে শুনে মিছে কেন শোক কর? শান্ত হও, সতী স্ত্রী পতির সহগামিনী হয় সত্য, কিন্তু তোমার ত সহগামিনী হ'বার উপায় নাই। তুমি গর্ভবতী, গর্ভবতী সতী পতিসহগামিনী হওয়া: শাস্ত্রবিরুদ্ধ, বিশেষ তোমার গর্ভখনিতে যে অমূল্য রত্ন উৎপন্ন হ'য়েছে, তুমি অনলসাৎ হ'লে, সেই সঙ্গে তোমার গর্ভস্থ রত্নও ভস্মসাৎ হবে। কেন ইচ্ছা ক'রে ভ্রুণহত্যা পাপে পতিত হ'তে চাচ্ছ, শোক ত্যাগ ক'রে ধৈর্য্যধারণ কর।

মহাশ্বেতা। সখি! তোমার কথায় আমার চৈতন্য হ'লো। না,—আর আমি পতি সহগামিনী হ'ব না। গর্ভস্থ জীবকেও নষ্ট ক'র্‌বে না। অনাথিনী হ'লাম ব'লে পতিহন্তা কার্ত্তবীর্য্যেরও অধীনতা স্বীকার ক'র্‌বে না। আমি বীরপত্নী, বীরধর্ম্ম পালন ক'র্‌বই ক'র্‌ব।

(কার্ত্তবীর্য্য প্রেরিত জনৈক দূতের প্রবেশ।)

দূত। মহারাণি! মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের আদেশ, মৃত মহারাজের অশৌচান্তে যেন তাঁর কাছে রাজকর পাঠান হয়।

মহাশ্বেতা। রাজকর পাঠান সম্বন্ধে মতামত পরে জান্‌তে পার্‌বেন, তুমি এখন যাও।

দূত। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

মহাশ্বেতা। মন্ত্রি! মহারাজের মৃতদেহ শ্মশান-ভূমে ল’য়ে গিয়ে, শাস্ত্র বিধিমত সৎকার কর গিয়ে।

(মৃতবাহীদ্বয়ের প্রবেশ।)

মন্ত্রী। ওরে মৃতবাহি! তোরা দুজনে মহারাজের মৃতদেহ স্কন্ধে ক’রে শ্মশান-ভূমে নিয়ে চল্।

মৃতবাহী। যে আজ্ঞে।

[মহারাজের মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান ও তৎপশ্চাৎ মন্ত্রীর গমন।

মহাশ্বেতা। সখি! এতদিনের পর আমার সকল সাধ শেষ হ’লো, এখন আমাকে ধ’রে শোকাগারে নিয়ে চল।

[বসন্তিকার স্কন্ধে হস্ত দিয়া কাতরস্বরে গাইতে গাইতে প্রস্থান।

গীত।

এতদিনের পরে সখি সব আশা ফুরাইল।
এ জনমের মত আমার সাধে বিষাদ ঘটিল।
ছিলাম রাজার রমণী, হ’লাম পথের ভিখারিণী।
অনাথিনী কাঙ্গালিনী, অতি দুঃখিনী,
দুঃখ সিন্ধুনীরে আমার সুখতরী ডুবিল।
যতদিন থাকিবে জীবন, পতি-বিচ্ছেদ হুতাশন,
জ্বলিবে সদা সর্ব্বক্ষণ, না হবে নিবারণ,
প্রাণান্ত না হ’লে আমার হবেনা শীতল।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মাহেশ্বেতীপুরী—রাজপথ।

(কার্ত্তবীর্য্য ও বয়স্য দামোদরের প্রবেশ।)

দামোদর। (স্বগতঃ) টেঁকা ভার হ’লো। না,—আর চলে না। পোড়া বামুনের অদৃষ্টে কোথাও সুখ নাই,

ছেলেবেলা থেকেইত বিদ্যার জাহাজ হইটি। বিস্তর বু[illegible] কৌশলে, অনেক সুপারিসে রাজ-বয়স্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু বাবা ;—বরাতে সুখ না থাক্‌লে কি সুখ হয়? বুদ্ধির ফেরে এক জোড়া বিয়ে ক'রেই সর্ব্বনাশ হ'লো। কার মন রাখি,—আমার জ্যেষ্ঠটী কিঞ্চিৎ বলিয়সী। রাজবাড়ীতে যে দুদণ্ড আয়েসে থাক্‌বো, তা সে শালার বেটার জ্বালায় ত তিষ্ঠবার যোটী নাই। ওই যে নাম ক'র্‌তেই আস্‌ছে; চেপে যাই বাবা।

(কার্ত্তবীর্য্য শ্যালক বিশ্বম্ভরের প্রবেশ।)

আস্‌তে আজ্ঞে,—আস্‌তে আজ্ঞে মহাশয়! এদিকে কি মনে ক'রে?

বিশ্বম্ভর। দামোদর! তুমি দেখেছ,—এদিকে একটা লোক গেছে?

দামোদর। শ্যালক মহাশয়!

বিশ্বম্ভর। এত বড় স্পর্দ্ধা,—আমাকে ঐ রকম সম্বোধন

দামোদর। হাঃ—হাঃ—হাঃ—চটেন কেন? একটু তলিয়ে বুঝুন না, মহারাজের শালা আমার মত অনেক লোকের বোনায়ের ধাক্কা। এতো আপনার মর্য্যাদার কথা, কি ব'ল্‌বো আমি বামুনের ছেলে আর আমার ভগ্নী নাই, না হ'লে এত-দিন আমি এ মর্য্যাদা পেতে বাকি রাখ্‌তাম?

বিশ্বম্ভর। কোথাকার কথা কোথায় আন্‌লে? জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম এক কথা, আর পাঁচ কথা ক'য়ে সব গোল ক'র্‌লে। বলি, আমার কথার জবাব দাও? এপথে কোন লোক যেতে দেখেছো?

দামোদর। শ্যালক মহাশয়! ওঁ বিষ্ণু বোনাই মহাশয়! এটা ত মরুভূমি নয় যে, কখন কদাচ কালে ভদ্রে এক আধটা লোক এ পথ দিয়ে যাবে, আর আমি তাই দেখে আপনাকে সংবাদ দেব।

বিশ্বম্ভর। আহা! আমি তা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি না, বলি বিদেশী কোন লোক দেখেছ?

দামোদর। বিদেশী লোকের গায় ত নাম লেখা থাকে, না, পূর্ব্বে যদি অঙ্কুশে এ খবর পেতাম, তা হ'লে রাস্তা দিয়ে যে গিয়েছে তার নাম, তার বাপের নাম, তার বাড়ীর ঠিকানা, কত সংসার, কত বয়স সব জেনে শুনে আপনাকে ব'ল্‌তাম।

বিশ্বম্ভর। বলি বাপু! তুমি কি সোজা কইতে জান না?

দামোদর। আজ্ঞে, বামুনের ছেলে কখন বাঁকা কথা বলে না, দেখছেন না, হুড় হুড় ক'রে নর্দ্দামার জলের মতন বেরুচ্ছে, বাঁকা চোড়া হ'লে একটু কাঁটা খোঁচাও ত বাধ্‌ত।

বিশ্বম্ভর। না,—তোমাকে আমি পার্‌লাম না।

দামোদর। আজ্ঞে, জগত সংসারটা পেরে এলেন, আর আমাকে পার্‌লেন না?

বিশ্বম্ভর। বলি, শ্বেতদ্বীপের যে দূতটা এসেছিল, সেটা কি রাজবাড়ীর দিকে গিয়েছে দেখেছ?

দামোদর। আজ্ঞে, কম বেশ বছর একচল্লিশ কি তেয়াত্তর হ'লো আমার, এর ভিতর ত শ্বেতদ্বীপের বাপের নামও শুনি নি!

বিশ্বম্ভর। দূর হ'ক ছাই।

[প্রস্থান।

দামোদর। (স্বগতঃ) বাঁচলাম, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো, আজ দিব্য হবে এখন : একে রাস্তা ঘাটে পেছল, তাই প্রাতঃকালে অনর্থক কচকচি। যাই, ব্রাহ্মণীদের সঙ্গে ঝগড়া করিগে আর কি ? না,—একবার রাজবাড়ী হ'য়ে যাই। বিশ্বম্ভরটা শ্বেতদ্বীপ শ্বেতদ্বীপ ব'লে গেল, একবার খবরটাই নিয়ে যাই।

(সুমতির প্রবেশ।)

অ্যাঁ, এ কে ? সুমতি,—সুমতি তুমি কোথায় গেছিলে ?

সুমতি। আমাদের কি আর কাজ কর্ম্ম নাই, তোমাদের মত কি আমাদের ব'সে ব'সে মাইনে দেয় ? খাট্‌তে খাট্‌তে গতর আধখানা হ'য়ে গেল।

দামোদর। হুঁ ! তাই দেখ্‌ছি, কোনদিন একেবারে নির্ম্মূল হ'য়ে যাবে।

সুমতি। বালাই, আমার কেন নির্ম্মূল হ'তে যাবে, যে হাড়হাবাতে হতচ্ছাড়া মিন্সেরা, গতরখেগো মিন্সেরা চোকের মাতা খেয়েছে, তারাই নির্ম্মূল হ'ক।

দামোদর। তা হ'ক, তা কি জান সুমতি, একটা কথা ব'ল্‌তে পার্‌লাম না ব'লে, ফস্‌ ক'রে রাগ ক'রে ব'স্‌লে। আমি কিছু দুষ্য ভেবে বলিনি, আমার মুখটা কিছু বেয়াড়া হ'য়ে প'ড়েছে আর কেমন ভ্রমও হ'য়েছে; কি ব'ল্‌তে কি ব'লে ফেলি। এই মুখের দোষে দেখ্‌ছি, সকলের সঙ্গেই ঝগড়া হয়, আমার মতলব ভাল,

বে কি জান আমার মুখটা ভাল নয়, মনে ভাবি, ভাল কথাই ব'ল্‌ছি, ভুলে মন্দ বেরিয়ে পড়ে।

সুমতি। কৈ, ভুলে ত একদিনও ভাল কথা বল না।

দামোদর। থাক্‌, কোথায় যাচ্ছ এখন বল দেখি?

সুমতি। হ্যাঁ! তোমায় আমি বলি।

দামোদর। কেন, আমায় ব'ল্‌তে দোষ কি? প্রকাশ হ'বার ভয়ে ব'ল্‌ছ না? সে ভয় নাই! আমার আর যত দোষ থাক না কেন, কারও কথাটী আমি চেপে রাখ্‌তে পারি না, এইটী আমার একটী মহৎগুণ।

সুমতি। বেশ তবেত চমৎকার।

[প্রস্থান।

দামোদর। ও সুমতি শোন,—শোন,—আমি কাকেও কিছু বল্‌ব না,—বল্‌ব না,—ব'লে যাও,—ব'লে যাও,—ভয় নাই, প্রকাশ হবে না, কোথা যাচ্ছ ব'লে যাও।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রণা-গৃহ।

(কার্ত্তবীর্য্য ও মন্ত্রী শুকনাসের প্রবেশ।)

কার্ত্তবীর্য্য। শুকনাস! কৈ, এখনও ত এলনা, কাকে পাঠিয়েছ,—কে গিয়েছে?

শুকনাস। মহারাজ! অত উতলা হবেন না, রাষ্ট্রীয়

বিশ্বম্ভর স্বয়ং গিয়েছে, দূত আর কতদূর যাবে, এখনি ধ'রে ফেল্‌বে; এখনি তাকে ধ'রে নিয়ে আস্‌বে।

কার্ত্তবীর্য্য। যতক্ষণ না আনে, ততক্ষণ আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি না, দুরাত্মা আমার সমক্ষেই আমাকেই কটু ব'লে গেল, এত বড় স্পর্দ্ধা!

শুকনাস। মহারাজ! সে কটূক্তি তার নয়, তার অপরাধ কি? সে ভৃত্যমাত্র, যেমন আদেশ পেয়েছে, সেই-রূপ ব'লেছে।

কার্ত্তবীর্য্য। সে কথাত পরে, যার আদেশে ব'লেছে, সে ত দূর দেশে, যে আমার সম্মুখে আমায় কটু ব'লে গেল, তার কিছু ক'র্‌তে পার্‌লে না? যে দূরদেশে, তার প্রতিশোধ ত নেবই, শুদ্ধ তোমার ঔদাস্যে আজ আমায় এই সহ্য ক'র্‌তে হ'লো বইত নয়? তোমার অসাবধানতার জন্যই ত সে পলায়ন ক'র্‌লে।

শুকনাস। মহারাজ! দাসের অপরাধ ক্ষমা করুন, ক্রোধে আপনি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হ'য়ে পাছে নীতি বিরুদ্ধ কোন কাজ ক'রে ফেলেন, সেই জন্যই আমি নিশ্চেষ্ট ছিলাম, আমার অসাবধানতা বা ঔদাস্য রাজ কার্য্যে কেন হবে।

কার্ত্তবীর্য্য! নীতি ধর্ম্ম থাক, সে উপদেশ আমি চাই না, আমি রাজাধিরাজ হৈহয়বংশজাত, এ হেন লঙ্কেশ্বর রাবণ যে ইন্দ্রকে দিয়া মালা গাঁথায়, যমকে দিয়া ঘোড়ার ঘাস কাটায়, শশধর যার ছত্রধর, পবন যার পথ পরিষ্কারক, শনি যার বস্ত্র ধৌতক, যে হরপার্ব্বতীর সহিত কৈলাস পর্ব্বত তোলে, সেই রাবণ কতকাল আমার অশ্বশালে

বন্দী ছিল মনে আছে ত? সেই আমি, সেই আমার সব আছে, আজ কি না সামান্য একটা দূত এসে, রাজপুরীতে প্রবেশ ক'রে সভার মধ্যে সকলের কাছে, যথেচ্ছা কতকগুলো অশ্রাব্য কথা ব'লে গেল। এ অপমান, এ ঘৃণা, এ ক্রোধ, কিসে যায়? কি প্রতিশোধ নিলে, এর সমুচিত দণ্ড বিধান হয়, বল দেখি? নীতি শাস্ত্র নীতি শাস্ত্র ব'ল্‌ছো, কিসের নীতি শাস্ত্র; যদি একটা সামান্য লোক সম্মুখে এসে বা ইচ্ছা কতকগুলো কটু কথা ব'লে যায়, তবে রাজত্বেই বা দরকার কি? আর তোমার নীতি শাস্ত্রেই বা প্রয়োজন কি? আজ বাইরের লোক এসে পাঁচ কথা ব'লে গেল, কাল তোমরা দশকথা শুনিয়ে দেবে, তা হ'লেই আমার খুব রাজত্ব হ'লো, চারিদিকে যশের সৌরভ বেরুলো আর কি? আমি কোনো কথা শুন্‌তে চাই না, সে দূতের ছিন্নমুণ্ড অদ্যই চাই! যেরূপে হ'ক, তারে ধর, তাকে হত্যাকর, তার ছিন্নমুণ্ড দেখে কতকটা সুস্থ হই, তারপর শ্বেতকেতুর বিধবাপত্নী, তার সমুচিত দণ্ড বিধানের জন্য প্রাতেই সসৈন্যে যাত্রা ক'রে শ্বেতদ্বীপ অবরোধ ক'র্‌বো, তখন বুঝ্‌বে অপরাধের দণ্ড বিধান হয় কি না?

শুকনাস। মহারাজ! দুষ্টের দণ্ড বিধান সর্ব্বাগ্রেই কর্ত্তব্য, কিন্তু দূত অবধ্য।

কার্ত্তবীর্য্য। আবার ঐ কথা, তোমার বয়স অধিক হ'য়েছে এখন তোমার পদে পদে ভয়, এ অবস্থায় তুমি কার্য্য হইতে অবসর নিতে পার, তোমার মত

ভীরু মন্ত্রী থাকা না থাকা তুল্য। সমস্ত পৃথিবী যার করতল গত, সে কি সামান্য একটি দূতের কটুক্তি সহ্য ক'র্‌তে পারে, একটা বিধবা রমণীর কথা শুনে, অবসন্ন হ'য়ে থাক্‌বে, না, তোমার মত ভীরুর পরামর্শে মান সম্ভ্রম, রাজত্ব, সমস্ত শত্রু চরণে বিসর্জ্জন দেবে।

শুকনাস। মহারাজ!

কার্ত্তবীর্য্য। চুপ কর, আমি তোমার কোন কথা শুন্‌তে চাই না, কোন যুক্তি কোন পরামর্শ চাই না, চাই শ্বেতদ্বীপের দূতের ছিন্নমুণ্ড, বুঝেছ?

(বিশ্বম্ভরের প্রবেশ।)

বিশ্বম্ভর। মহারাজ! শ্বেতদ্বীপের দূতকে এ অধীন বন্দী ক'রে রেখেছে, অনুমতি হ'লে রাজ সমক্ষে নিয়ে আসে।

কার্ত্তবীর্য্য। বেশ, আমি তোমার কার্য্য তৎপরতায় বড় সন্তুষ্ট হ'লাম, আমি আর তার মুখ দেখ্‌তে চাই না, তার ছিন্ন মুণ্ড শৃগাল কুক্কুরের উদরসাৎ হ'ক।

বিশ্বম্ভর। যে আজ্ঞে মহারাজ।

[প্রস্থান।

শুকনাস। মহারাজ! আপনি গ্রাসাচ্ছাদন দাতা রক্ষাকর্ত্তা, দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা, আপনার সহিত আমার তর্ক করা কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু যে কার্য্য ভার গ্রহণ ক'রেছি তাতে শাস্ত্রসঙ্গত, জ্ঞানসঙ্গত উপদেশ দেওয়াই আমার কাযকাজটা। কি ভাল হ'লো, যদি এইরূপ দূতের হত্যা চলে, তা হ'লে রাজাদিগের রাজত্ব লোপ

হ'বে, অপরের কথা দূরে থাক, প্রয়োজন হ'লে আপনিও অন্য কোথায় দূত পাঠাতে সাহসী হবেন না।

কার্ত্তবীর্য্য। আমার স্থানান্তরে দূত পাঠাবার প্রয়োজন ?

শুকনাস। মহারাজ! রাগ ক'রবেন না, রাজাদের দূত পাঠানর ঢের প্রয়োজন আছে, শুধু সন্ধির প্রস্তাব ল'য়ে যাওয়া দূতের কার্য্য নয়, যাক্ সে কথা পশ্চাৎ হ'বে, আশ্রিতপালন রাজধর্ম্ম। যে ব্যক্তি নির্ভয়ে নিঃসহায়ে রাজপুরীতে প্রবেশ ক'রেছে, তাকে এরূপ ভাব বন্দী করা বা বধ ক'রা রাজধর্ম্ম নয়। দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপায় আপনি এখন রাজচক্রের কেন্দ্রস্বরূপ।সামান্য লোকের কলঙ্ক অতি গুরুতর হ'লেও সহজে লোকের কাণে ওঠে না অথবা শুনেও কেহ গ্রাহ্য করে না। কিন্তু আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির সামান্য দোষও বিস্তীর্ণ জলাশয়ে তৈলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যেই চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে প'ড়্বে। হৈহয়বংশের কীর্ত্তি শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল, তাতে আপনি কলঙ্ক অর্পণ ক'র্বেন না।

গীত।

হে রাজ কুল ভূষণ।
সুমন্ত্রণা বলি তোমায়, ক'রনা দূতের নিধন।
করিলে দূত বিনাশ, ভুবন ব্যাপিত যশ,
হইবে তব বিনাশ, অবশ হবে হে ঘোষণ।
জাননাকি মহীপাল, ব্যক্ত আছে মহীতল,
অবধ্য দূত চিরকাল, রাজার নিয়ম।
বিনা দোষে তারে ব'ধে, অকলঙ্ক কীর্ত্তি চাঁদে,
কেনহে নিন্দা নীরদে, করিবেহে নিমগন।

(দামোদরের প্রবেশ।)

দামোদর। মহারাজ জয়স্তু, জয়স্তু, মহারাজের কল্যাণ হ'ক!

কার্ত্তবীর্য্য। এস বয়স্য, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

দামোদর। আর মহারাজ সে কথা তুল্‌বেন না দুটী ব্রাহ্মণীতে বড় জ্বালাতন ক'রে তুলেছে, ঝকমারি ক'রেছিলাম, বুঝতে পারিনি, অর্থ লোভে দ্বিতীয়বার সহধর্ম্মিণী গ্রহণ ক'রে কাজটা ভাল করিনি, দিবা রাত্রি বাড়ীতে যেন সাঁড়াষাড়ির বাণ ডাক্‌ছে, আমি ত মহারাজ! একেবারে ত্রাহি মধুসূদন।

শুকনাস। মহারাজ! দূতকে কারাগারে নিয়ে গিয়েছে, মুণ্ডচ্ছেদের অনুমতি হ'য়েছে, এর পর আপনার অনুমতি হ'লেও ব্যর্থ হবে।

দামোদর। কার মুণ্ডচ্ছেদ গো?

কার্ত্তবীর্য্য। যার আছে।

দামোদর। বলি, আছেত আমারও।

শুকনাস। দামোদর মহাশয় আপনি একটু ক্ষান্ত হন। মহারাজ! সুঅনুমতি দিন।

কার্ত্তবীর্য্য। আচ্ছা যাও, আপাতত আমার দ্বিতীয় আদেশ প্রচার পর্য্যন্ত বন্দী, কারা মধ্যেই রুদ্ধ থাকে। আমি বিবেচনা করে যা হয় অনুমতি দেব।

শুকনাস। যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

দামোদর। মহারাজ! চেকা ভেকা লেগে গেল যে কি

রকমটা হ'লো, মুণ্ডচ্ছেদের হুকুম আবার তাও বাতিল হ'ল। কৈ? লোকটা কে?

কার্ত্তবীর্য্য। জান না? শ্বেতদ্বীপের রাজা শ্বেতকেতুর বিধবাপত্নী মহাশ্বেতা রাজদূত পাঠিয়েছে, গত যুদ্ধে শ্বেতকেতুর মৃত্যুর পর আমি জয়ী হ'য়ে রাজ্যে ফিরে আস্‌বার সময় কর দেওয়ার কথা দূতের দ্বারা তাকে জানিয়েছিলাম, এপর্য্যন্ত কর দেওয়া দূরে থাক, আজ কিনা তার প্রেরিত সামান্য একটা দূত রাজসভাতে এসে আমাকে কতকগুলো কটুক্তি ক'রে গেল।

দামোদর। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ! তার্‌পর্‌ তার্‌পর্‌ তার্‌পর্‌।

কার্ত্তবীর্য্য। মন্ত্রী শুকনাসের কথায় সে পালিয়ে যায়, রাষ্ট্রিয় বিশম্ভর তাকে ধ'রে নিয়ে এসে কারারুদ্ধ ক'রেছে, তারই মুণ্ডচ্ছেদের আজ্ঞা হ'য়েছিল।

দামোরে। তার্‌পর্‌?

কার্ত্তবীর্য্য। তার্‌পর্‌ মন্ত্রী ব'ল্‌লে, আশ্রিত পালনই রাজধর্ম্ম তাকে ছেড়ে দেওয়াই কর্ত্তব্য।

দামোদর। হাজার হোক মন্ত্রী বুড় মানুষ কি না, কথাটা বড় মন্দ বলেনি মহারাজ!

কার্ত্তবীর্য্য। সে বিবেচনা পরে হ'বে, আপাততঃ যে তোমাকে কালই, রওনা হ'তে হ'চ্চে।

দামোদর। কালই কেন আজই পারি, আমার যতক্ষণ বাহিরে থাকা ততক্ষণই মঙ্গল, তা কোথায় যেতে হ'বে মহারাজ?

কার্ত্তবীর্য্য। শ্বেতদ্বীপে।

দামোদর। ও বাবা! তারাও ত এর প্রতিশোধ নেবে, আপনি তাদের দূতের কাঁচা মাথাটী নিলেন, আর তারা বুঝি আমাকে রাজচক্রবর্ত্তি ক'রে দেবে।

কার্ত্তবীর্য্য। না, না, আমার সঙ্গে যাবে, কাল প্রাতেই সসৈন্যে যাত্রা ক'রে শ্বেতদ্বীপ অবরোধ করবো।

দামোদর। তবে ত আরও ভাল বল্লেন, যুদ্ধে! তা মহারাজ আমি নাই গেলাম।

কার্ত্তবীর্য্য। তাতে তোমার ভয় কি, তুমি আমারই সঙ্গে থাকবে, তোমাকে ত আর যুদ্ধ ক'র্‌তে হবে না।

দামোদর। তা বটে, তা বটে, আর যদি যুদ্ধ ক'র্‌তে হয়, তাতেই কোন পেছপাও।

কার্ত্তবীর্য্য। আজই বাড়ীতে বোলে কোয়ে বিদায় হ'য়ে এস গে। আজ রাত্রেই যাত্রা ক'রে থাক্‌তে হবে?

দামোদর। তা যাচ্ছি, ফিরে আসাটা কবে হ'বে?

কার্ত্তবীর্য্য! এই যে তুমি ব'ল্‌ছিলে বাড়ীর বাহিরে যতদিন থাকি ততদিনই ভাল।

দামোদর। সেটা মৌখিক, আন্তরিক কি ভাই। ঢু ঢুটা ব্রাহ্মণী আমার শোকেতে একবারে ভেসে উঠ্‌বে। যাক সে কথায় দরকার নাই। আজ রাত্রে আহারাদি ক'রে আসব, না এ কার্য্যটা রাজবাড়ীতেই হ'বে। কি জানেন উদর দেবের জ্বালাটা বড় প্রখর, বাড়ীতেই তিল কাঞ্চন গোছ হয় কি না, তাতে বড় সুবিধা হয় না, রাজ-বাটীতে হোলে বৃষোৎসর্গ মায় দান সাগর।

কার্ত্তবীর্য্য। আচ্ছা তাই হবে যাও, কিন্তু শীঘ্র এস।

দামোদর। সে কথা বল্‌তে হবে না, বাড়ী ঢুকবার সময় যা ভাবনা, যখন বেরিয়ে পড়্‌লাম তখন ত বুঝলাম আজকের দিনটা বাঁচলাম।

[প্রস্থান।

কার্ত্তবীর্য্য। (স্বগতঃ) দূতের বিষয় কি করি, মন্ত্রী মিছে বলে নি, তার অপরাধ কি? একের অপরাধে অপরের দণ্ড বিধান কর্ত্তব্য নয়, তাকে কারামুক্ত করাই কর্ত্তব্য। তাকে হত্যা কর্‌লে কিছু কটূক্তির প্রতিশোধ হ'বে না (মহাশ্বেতার উদ্দেশে) মহাশ্বেতা, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন যে কিরূপ পরাক্রমশালী তাকি তোমার স্বামীর মৃত্যুতে জানতে পার নি, কিসে তোমার এত দম্ভ, কিসে তোমার এত অহঙ্কার, আর তোমারই বা দোষ কি? স্ত্রীলোক স্বভাবতঃই বুদ্ধিহীনা, অতি অল্পদিনে স্ত্রীবুদ্ধির পরিণাম দেখ্‌তে পাবে, দূতের কারামুক্তির আদেশ দিই, আর শ্বেতদ্বীপ কল্যই অবরোধ করি এই সৎযুক্তি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তপোবন জমদগ্নির আশ্রম।

(জমদগ্নি শিষ্য শতানন্দ ও সত্যানন্দের প্রবেশ।)

সত্যানন্দ! ভায়া! আর ত চলে না, উনি আবার মুনি অত খিট্ খিটে স্বভাব হলে কি চলে গরুর স্নান থেকে ঠাকুর পূজা পর্য্যন্ত সব করা যাচ্চে, যা যখন বল্‌ছেন তৎক্ষণাৎ তথাস্তু বলিয়া তাই কর্‌ছি, কৈ খিট্ খিটিনি ত কোমলো না, না রেগেই আছেন, যেন অগ্নি শর্ম্মা।

শতানন্দ। কি জান ভায়া! একটু বয়স বেশী হলে ওরকমটা হয়, আমরা শিষ্য, আমাদের কি ওসব মনে কর্‌তে আছে, তাতে যে পাপ হয়।

সত্যানন্দ। পুণ্যটা কিসে হয় বল্‌তে পার? খেলে পাপ, ঘুমুলে পাপ, গোরু চরাতে না গেলে পাপ, মনে একবার ভাব্‌লেও পাপ, তা চুলোর পাপই যদি সব, তা পাপই হক, পুণ্যের দরকার নাই।

শতানন্দ। আহা! কি বল, গুরুদেব প্রাচীন হয়েছেন, তাঁর ও সব কথা কি মনে কর্‌তে আছে?

সদানন্দ। বলি জগৎ সংসারে কি আর প্রাচীন নাই, মহর্ষি পুলস্তের শিষ্য মহর্ষি গৌতমের সঙ্গে সে দিন দেখা

হ'য়েছিল, কৈ, তাঁর ত জাজ ও রকম নয়, তাঁরও বয়স আমাদের ঠাকুরটীর চেয়ে দুচার বছর অধিক বই কম নয়।

শতানন্দ। সকলের স্বভাব কি এক রকম হয়, গুরু চরিত্রের সমালোচনা ক'র্‌তে নাই, যাক, কুশ সমিধ এনেছ?

সত্যানন্দ। যাচ্ছি, কিন্তু ভাই! যেতে মন লাগে না গেলেও যা, না গেলেও তাই।

শতানন্দ। তুমি যাও গুরুদেবের আশ্রমে ফিরে আসবার সময় হ'য়েছে। আমিও পা ধুবার জল এনে রাখি, কিন্তু কপিলাকে এখনো খাবার দেওয়া হয় নাই!

সত্যানন্দ। সর্ব্বনাশ ক'রেছে, তবে আজ তোমার ঘাড়ের উপর মাথা থাক্‌বে না, আজ এক চোক রাঙ্গানতেই তোমার মুণ্ড ঘুরিয়ে দেবেন।

শতানন্দ। তা অপরাধ ক'র্‌লে শাস্তি দেবেন বৈ কি?

সত্যানন্দ। ভাল কথা, হাঁ ভাই! গুরুদেব কপিলাকে পেলেন কোথায়? বাবা এমন গোরুত কোথায় দেখিনি, যা চাও তাই পাওয়া যায়, সে দিন দশহাজার শিষ্য নিয়ে বশিষ্ঠ এলেন, তৎক্ষণাৎ চোব্য চোষ্য আহার ক'রে চলে গেলেন।

শতানন্দ। কপিলা যে কামধেনু, আমাদের গুরুদেবের তপস্যায় বোধ হয় সন্তুষ্ট হ'য়ে দেবতারা দিয়েছেন!

সত্যানন্দ। আর দেরি ক'রে কাজ নাই, আমি সমিধ কুশ আন্‌তে যাই। তুমি কপিলাকে খাবার দাওগে।

শতানন্দ। তা যাচ্ছি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, গুরুদেবের ত পাঁচটী পুত্র চারিটী ত গুরুদেবের নিকট

বেদ অধ্যয়ন করে দেখ্‌তে পাই, কনিষ্ঠ পুত্র ভৃগুরামকে দেখে্‌তে পাই না কেন ?

সত্যানন্দ। কি আশ্চর্য্য! তুমি কি তা জান না? গুরুপত্নী রেনুকা ক্ষত্রিয় কন্যা, তাই গুরুদেব ইচ্ছা ক'রে ভৃগুরামকে, অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য উতঙ্গ মুনির নিকট পাঠিয়েছেন।

শতানন্দ। তা হ'লে এইখানেই ইতি।

সত্যানন্দ। ইতি কি রকম ?

শতানন্দ। আশ্রম, তপোবন, তপস্যা, হোম, যজ্ঞ, গুরুদেবের এই পর্য্যন্তই শেষ।

সত্যানন্দ। কেন ? কেন ?

শতানন্দ। অস্ত্র শিক্ষা ক'র্‌লে কি এ সকল থাক্‌বে, দিন রাত্রি তীর ধনুক হাতে ক'রে নিয়ে মার্‌ কাট্‌ ক'র্‌বে।

সত্যানন্দ। কেন তা কেন ?

শতানন্দ। দেখ্‌তে পাওনা ক্ষত্রিয় বেটারা খুন জখম ভিন্ন কিছুই জানে না, একটা ফেসাদ নিয়ে আছেই।

সত্যানন্দ! অস্ত্রবিদ্যা শিখ্‌লে কি আর তপস্যা কর্‌তে নাই।

শতানন্দ। ভায়া! বোঝনা তপস্যটা হ'লো মোলায়েম, আর অস্ত্র শিক্ষা হ'লো কাট গোঁয়ারের কাজ, একাধারে জুটো কি হয়? সর্ব্বনাশ কর্‌লে, ঐ যে গুরুদেব মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় সমাগত,—পালা।

[প্রস্থান।

(জমদগ্নির প্রবেশ।)

জমদগ্নি। সত্যানন্দ! শতানন্দ সমিধ কুশ আন্‌তে গিয়েছে ?

সত্যানন্দ। আজ্ঞে এই গেল।

জমদগ্নি। তোমার কার্য্য হ'য়েছে ?

সত্যানন্দ। সমস্তই হ'য়েছে, কেবল এখনও কপিলা বন হ'তে প্রত্যাগত হয় নাই ব'লে, তার আহারের আয়োজন করা হয় নাই।

জমদগ্নি। আচ্ছা যাও, শোন, আজ আমার কনিষ্ট ভৃগুরাম উত্তঙ্গ মুনির আশ্রম থেকে অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা ক'রে প্রত্যাগত হবে এ সম্বাদ অগ্রে রেনুকাকে গিয়ে বলো, আর আমি সায়াহ্ণ স্নানান্তে হোমশ্রামে যাব, তিনি যেন গঙ্গা হ'তে এক কলসি জল এনে সন্ধ্যার পর সেখানে উপস্থিত হন। অমি সায়াহ্ণ স্নানে চল্‌লাম।

[প্রস্থান।

সত্যানন্দ। আমিও যাই মাকে সম্বাদ দিই গে।

(গমোনোদ্যত।

(রেনুকার প্রবেশ।)

সত্যানন্দ। (প্রণামান্তর) মা! গুরুদেবের মুখে শুন্‌লাম, ভৃগুরাম আজ অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা ক'রে প্রতি নিবৃত্ত হবে।

রেনুকা। আহা! বাছা আমার আজ আস্‌বে, আজ আমি অনেক দিনের পর বাছার চাঁদ মুখখানি দেখ্‌বো,। যাই মাঙ্গলিক আয়োজন করি গে।

সত্যানন্দ। মা! গুরুদেবের আর এক আদেশ শুনুন! তিনি সায়াহ্ন স্নানান্তে হোমাশ্রমে যাবেন, আপনি গঙ্গা হ'তে এক কলসি জল এনে সন্ধ্যার পর সেখানে উপস্থিত হবেন।

রেনুকা। আচ্ছা।

[প্রস্থান।

সত্যানন্দ। আমিও নিজ কার্য্যে যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাতীর।

নেপথ্য হইতে গান করিতে করিতে
(পদ্মগন্ধা, কুন্দগন্ধা, কেতকীগন্ধা, কুমুদগন্ধা সহ গন্ধর্ব্বরাজ
চৈত্ররথের প্রবেশ।)

গীত।

মরি কি সুন্দর মনোমুগ্ধকর, সুরধুনীর ধ্বনি শুনলো সই।
মধুর ধ্বনিতে গাইতে গাইতে চলিতে চলিতে চলিছে ঐ॥
সুচারু ভাব ভঙ্গি করি, দেখলো ঐ তরঙ্গোপরি,
নাচিছে নানা রঙ্গ করি,
মরি কিবা মাধুরি নিলে মন প্রাণ হরি,
আস্তে বারি ত্বরা করি, চললো চলো চলো জাই॥

পদ্মগন্ধা। নাথ! নৈশগগণে পূর্ণচন্দ্রের কি অপূর্ব্ব শোভা হ'য়েছে। চন্দ্রমা কেমন হেঁসে হেঁসে রজনীর নীল বসন

কেড়ে নিচ্ছে দেখ? সুধাকর সুধাস্রোত গগণ'মণ্ডল হ'ইতে শৈল-শিখরে, শৈল-শিখর হ'তে তরুশিখরে, তরুশিখর হ'তে পৃথিবীর বিশাল বক্ষস্থলে কেমন ঢলে পড়েছে। রজনীর মুখভরা হাঁসি ধরায় আর ধরে না, কিরণ-জালে গঙ্গার জলও কেমন বৈজয়ন্তী হার ধারণ ক'রেছে, আবার দেখ মৃদুমন্দ পবন হিল্লোলে, তরঙ্গ-সঙ্গমে চন্দ্র-মণ্ডল সহিত অনন্ত নাক্ষত্রিক আকাশ কেমন নৃত্য ক'র্ছে, ঠিক যেন প্রকৃতির নৈশ চন্দ্রাতপ স্বভাবে দুল্‌ছে। আহা! জাহ্নবী-গর্ভ যেন একটী শান্তি, নিকেতন। প্রাণেশ্বর! উপকুল ভাগে কুঞ্জ লতিকারও কি অনির্ব্বচনীয় মাধুরী, মধুপকুল কুসুম-লতিকায় সবলে আলিঙ্গন ক'র্ছে, সোহাগিনীলতিকা মনের আবেশে সহকার তরুতে হেলে পোড়্‌ছে, এদিকে শোনো নিশাবিহারী বিহঙ্গগণ আকাশভরে কণ্ঠমধু ছড়ায়ে বিরহী-কুলকে আকুল সাগরে ভাসাচ্ছে। প্রাণবল্লভ! বিশ্বনিয়ন্তার অদ্ভুত নিয়মের কি চমৎকার পরিবর্ত্ত, এই মাত্র জগৎ চন্দ্রহীন নিশাতিমিরে ডুবে ছিল, ক্ষণকাল মধ্যে চন্দ্রোদয়ে বিশ্ব-রঙ্গিনী শোভা ধারণ ক'র্‌লে।

চৈত্ররথ। প্রিয়ে! তা নয় নিশাদেবীর এই যে বিনোদ বেশভূষা, বনদেবীর এই যে নব কুসুমিত কবরী, তরঙ্গিনী দেবীর এই যে কলগণ্ঠ গীত এ সকলের পক্ষে প্রীতিপ্রদ নয়, যার নেত্র নাই তার চন্দ্রালোক কি? যার কর্ণ নাই, তার কোকিলের কূজন কি? যার বাকশক্তি নাই, তার রসশিক্ষা কি? প্রিয়তমে! যার সোহাগ আছে তার সকলই আছে, বিরহীর পক্ষে এ সকল আনন্দ নিরানন্দের কারণ।

কুন্দগন্ধা। হাঁলো পদ্মগন্ধা! আমরা সকলে নাথের সঙ্গে জলক্রীড়া ক'র্‌বো বোলে নানা বেশভূষা ক'রে গঙ্গাতীরে এলাম। তীরে এসে আকাশ পানে, জল পানে চেয়ে অত কথা কেন, সময় বয়ে যায় যে, এস সবে মিলি মনের সুখে করি জল কেলি।

পদ্মগন্ধা। হাঁলো কি খেলা খে'ল্‌বি জলে বল্‌লো ওলো রসবতী।

কুমুদগন্ধা। জলে ভেসে ভেসে বেড়াইব সব যুবতী।

পদ্মগন্ধা। আমি কুমির হোয়ে গা ডুবিয়ে ভাস্‌বো অগাধ নিরে।

কুন্দগন্ধ্যা। আমি ডুব মেরে পালিয়ে কলা দেখাব কুম্ভীরে।

পদ্মগন্ধা। আমি হাঁস হ'য়ে কাট্‌বো সাঁতার ভাস্‌বে কেবল মুখ।

কুমূদগন্ধা। তোর পিঠে যাব উড়ে সেজে চতুর্ম্মুখ।

পদ্মগন্ধা। আমি মাছ হ'য়ে খাবি খেয়ে ভাস্‌বো হেলে দুলে।

কুন্দগন্ধা! দেখিস যেন টোপ ধরিয়ে খেলায় না কেও আপন চারে ফেলে।

পদ্মগন্ধ। আমি ভেসে ভেসে হেলে দুলে হব গঙ্গাপার।

কুমূদগন্ধা। ওলো চল্‌বে কি তোর নূতন তরী বিনা কর্ণধার।

পদ্মগন্ধা। কান্তকে কর্ণধার করি তরিব গঙ্গা জল।

কুন্দগন্ধ। তবে আর বিলম্ব কেন তরী ভাসাইগে চল।

(গান করিতে করিতে মৃদুমন্দ গমনে সকলের জলে অবতরণ।)

গীত।

আয়লো চলে যাইলো জলে তরী ভাসাতে।
ভয় কি লো কাণ্ডারী আছে, সই লো, আমাদের সাথে ॥
কান্তকে করিয়ে কর্ণধার,
যৌবন তরীতে যাব পর পর,
কিম্বা জলে সবে মিলে দিব লো সাঁতার,
কমল কলি দেখে অলি, আসিবে মধু খেতে ॥

(রেনুকার প্রবেশ।)

রেনুকা। (স্বগতঃ) এমন মধুর গান ত কখন শুনিনি, এমন ভুবনমোহনরূপ ত কখন দেখিনি, সুমধুর গান শুনে কর্ণ জুড়াল, মনোহররূপ দেখে মন মুগ্ধ হইল, আহা! গন্ধর্ব্বরাজের কি কমনীয় কান্তি, কি ললিতলাবণ্য, কি সুভাব ভঙ্গি, কি সুন্দর গঠন, কি আকর্ণবিশালনেত্র, কি চারুচাঁচর চিকুরাবলী, কামোদ্দীপক ভ্রূযুগল যেন পঞ্চবাণের পঞ্চবাণ, বিধাতা বুঝি নির্জ্জনে ব'সে পূর্ণ সুধাকরের সার ভাগ দিয়ে গন্ধর্ব্বরাজের মুখ সুধাকর নির্ম্মাণ ক'রেছেন, গন্ধর্ব্বরাজের রূপলাবণ্য দেখে মনে হয় এখনি গিয়ে ওঁর দাসী হই। (ক্ষণেক চিন্তার পর) ছিঃ ছিঃ কি ঘৃণা! কি মহাপাপ! সামান্য একটা গন্ধর্ব্বের রূপে মুগ্ধ হ'য়ে পতিব্রতা ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত হ'য়েছি, ধিক্ আমার নারী জন্মে! আমি ভগবান্ মহাতপা মহর্ষি জমদগ্নির ধর্ম্মপত্নী! আমার, মন যখন পাপ পথে পদার্পণ কর্‌লে, তখন আজ আমার কিছুইতেই রক্ষা নাই। মনোভাব যে গোপন ক'রে রাখ্‌বো

তারও সাধ্য নাই, কেন না তিনি অন্তর্য্যামী, যোগবলে আমার অন্তরের ভাব সমস্তই জান্‌তে পার্‌বেন, বিশেষ হোম কাল অতিবাহিত হ'য়ে গিয়েছে, এ সময় জল নিয়ে গেলে, ব্যাভিচারিণী দোষে নিশ্চয় তাঁর কোপানলে পড়্‌বো সন্দেহ নাই। যা অদৃষ্টে আছে তা হবেই, ভেবে আর কি কোর্‌বো, যাই এখন আস্তে আস্তে জল নিয়ে যাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্বেতদ্বীপ—রাজান্তঃপুরে।

(মন্ত্রী সহ মহাশ্বেতার প্রবেশ।)

মহাশ্বেতা। মন্ত্রি! কার্ত্তবীর্য্য যেরূপ চরিত্রের লোক, তাতে বোধ হয়, দূত আর ফিরবে না, তাকে পাঠান ভাল হয় নি।

মন্ত্রী। সে কথা আপনি কেন ব'ল্‌বেন মা? যতক্ষণ রাজা কার্ত্তবীর্য্যের সুবুদ্ধি শুকনাশ মন্ত্রী আছে, ততক্ষণ কোন অনিষ্ঠের আশঙ্কা নাই, আর আপনি এও বেশ জান্‌বেন যে, শুকনাশের সুমন্ত্রণার জন্যই কার্ত্তবীর্য্য সর্ব্বত্রই জয়ী হচ্ছে। যে দিন শুকনাশের মন্ত্রণা বিফল হ'বে, যে দিন তার সুমন্ত্রণা সুযুক্তি কার্ত্তবীর্য্যের হৃদয়ে স্থান না পাবে, সেইদিনই কার্ত্তবীর্য্যের পতন হ'বে। কার্ত্তবীর্য্য যেপ্রকৃতির লোক তাতে

নিশ্চয় সে দূতের বাক্য শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠ্‌বে, হয় ত শুকনাশের মন্ত্রণা অগ্রাহ্য ক'রে তাকে বধ ক'র্‌তে পারে। জগদীশ্বরের কৃপায় যদি তাই হয়, তাহ'লে জান্‌বেন যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ অনিবার্য্য।

মহাশ্বেতা। যুদ্ধে জয়লাভ ত পশ্চাৎ, বিশ্বস্ত পুত্র সদৃশ প্রেরিত দূতের প্রাণ সংহারের হেতু ত আমিই হ'লাম।

মন্ত্রী। সত্য, কিন্তু একজন লোকের প্রাণ দিয়ে যদি সমস্ত রাজ্য রক্ষা হয়, আর স্বর্গীয় ভুবনপাবন শ্বেতকেতু কীর্ত্তি স্থাপন ক'র্‌তে পারা যায়, তাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই!

মহাশ্বেতা। না, মন্ত্রি! তুমি যত তর্ক করনা কেন, যত যুক্তি দেখাও না কেন, আমি কিছুতেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না যে দূত পাঠান ন্যায় সঙ্গত হ'য়েছে, সেও ত এক জনের পুত্র, আমি আমার গর্ভস্থ পুত্রের জীবন রক্ষার্থে একটী মাতাকে আজ পুত্র হীনা ক'র্‌লাম, ওই পাপে আমার কি ঘোরতর অনিষ্ঠ হবে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না?

মন্ত্রী! আচ্ছা, বুঝ্‌তে নাই পারুন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি যুদ্ধক্ষেত্রে যে শত শত বীর প্রাণত্যাগ ক'র্‌বে, তাতে ত পাপ হ'তে পারে?

মহাশ্বেতা। সে ত তারা মৃত্যু স্থির জেনে যুদ্ধে যাত্রা ক'র্‌বে কিন্তু এ যে নিশ্চয় ফিরে আস্‌বে জেনে গিয়েছে।

(সুচক্রের প্রবেশ।)

মহাশ্বেতা! কেও! সুচক্র?

সুচক্র। মহারাণি! অভিবাদন করি।

মন্ত্রী। সুচক্র সম্বাদ কি ?

সুচক্র। দূত, হৈহয়রাজ কার্ত্তবীর্য্যের কারাগারে বন্দী হ'য়েছে, প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'য়েছিল, কিন্তু কে জানে কেন রাজার মতি পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে, তাকে কারা মুক্ত করা হ'বে, কিন্তু একজনের প্রাণ রক্ষা হ'ল সত্য, আমাদের শ্বেতদ্বীপ রাজ্য বোধ হয় থাকে না।

মহাশ্বেতা। কেন কি হ'য়েছে ?

সুচক্র। মহারাজ কার্ত্তবীর্য অতিশীঘ্রই সসৈন্যে এসে শ্বেতদ্বীপ অবরোধ ক'র্‌বেন।

মহাশ্বেতা! তাত পূর্ব্ব থেকেই জানা আছে, তাতে আর ভয় কি ! সেনাপতি কোথায় ডাক, অথবা তাকে এখানে ডাক্‌বার প্রয়োজন নাই, মন্ত্রী ! তুমি যাও তাকে সসৈন্যে প্রস্তুত হ'তে বল গিয়ে।

মন্ত্রী। যুদ্ধ করাই কি স্থির হ'লো ?

মহাশ্বেতা। তা ভিন্ন ত উপায় নাই, আর একথা ত পূর্ব্ব হ'তেই স্থির করা আছে।

মন্ত্রী। কার্ত্তবীর্য্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে আমরা সমর্থ হব ?

সুচক্র ! রাজ্যটা উৎসন্ন গেল আর কি।

মহাশ্বেতা। মন্ত্রি ! সুচক্র ! তোমরা কি ব'লছ ? তোমাদের স্বর্গীয় রাজা যে মাতৃ-ভূমির জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছেন, চিরকালের জন্য পরিবারবর্গকে অনন্ত দুঃখ-সাগরে নিক্ষেপ ক'রে গিয়েছেন, পুত্রসম প্রজাবর্গকে পিতৃহীন ক'রে গিয়েছেন, সেই জন্মভূমি শত্রুর কবলিত ; সেই

জন্মভূমি আজ শত্রুপদে দলিত, তোমাদের জীবনে প্রয়োজন? পুত্র হ'য়ে জননীর দুঃখ কেমন ক'রে চক্ষে দেখ্‌বে? যদি স্বাধীনভাবে একদিন বিচরণ ক'র্‌তে না পার্‌লে, তবে তোমাদের অনিত্য জীবনে আবশ্যক? পরাধীন ও মৃত এ উভয়ে প্রভেদ কি? কোন্ সুখের কামনায় তোমরা জীবন ধারণ ক'র্‌তে চাও? অন্যদেশের রাজা এসে তোমাদের যথেচ্ছা উৎপীড়ন ক'র্‌বে, প্রতিপদে পদ-দলিত ক'র্‌বে, তোমাদের স্ত্রীপুত্রদের প্রতি অত্যাচার ক'র্‌বে, তোমরা সামান্য নশ্বর জীবনের জন্য তার প্রতিবিধানে বিমুখ হ'বে, ধিক্ তোমাদের জীবনে! আমি স্ত্রীলোক শত্রুর উৎপীড়ন মনে হ'লে, সে গর্ব্বিত যথেচ্ছাচার মনে প'ড়লে, হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়। আর তোমরা পুরুষ, তোমরা নিশ্চেষ্ট, যদি তোমাদের মৃত্যুর ভয়, জীবনের মায়া এতই প্রবল হ'য়ে থাকে, আমি জিদ ক'র্‌তে চাই না, উপরোধ ক'র্‌তে চাই না, যাও, আমার সম্মুখ থেকে যাও, আমি তোমাদের মত রণভীরু কাপুরুষের মুখ দেখ্‌তে চাই না। যাও ঘরে গিয়ে জননীর অঞ্চল ধ'রে ব'সে থাক গিয়ে, আমার অস্ত্র আছে, বল আছে, সাহস আছে, স্ত্রীলোক হ'লেও পৌরুষ আছে, যতক্ষণ দেহে বিন্দুমাত্র শোণিত থাক্‌বে, মাতৃভূমির জন্য পরলোকগত স্বামীর কীর্ত্তি স্থাপনের জন্য বংশ-গৌরব রক্ষার জন্য, আর তোমাদের মত কুলাঙ্গারদের কলঙ্ক ঢাকবার অন্য অনায়াসে হাস্যমুখে রণভূমিতে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বো। মরণ ক'বার হ'বে, যুদ্ধ না ক'র্‌লেই কোন্ মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারবে? আজ না হয় দুদিন পরে, যুদ্ধে না হয় রোগে

এত অনিত্য দেহের অবসান ত হ'বেই। তবে দুইদিন অগ্র পশ্চাৎ জন্য কেন অক্ষয়কীর্ত্তি লোপ কর। যুদ্ধে ম'লে পরলোকে অক্ষয় স্বর্গবাস হয়, তাও ত শুনেছ? যাও, আমি তোমাদের অনুমতি দিই না, অনুরোধ করি না, ইচ্ছা হয় যুদ্ধভূমিতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রো, প্রবৃত্তি হয় আমার সাহায্য ক'রো। যাও, নশ্বর দেহ রক্ষার জন্য তৎপর হও। আমি সেই ক্ষত্রিয়কুল শ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় রাজা শ্বেত-কেতুর অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী হ'য়ে কেমন ক'রে তোমাদের ন্যায় হীনজীবনের মায়ায় ক্ষত্রিয়ের চির-সঞ্চিত অবিনাশি যশরাশি বিলুপ্ত ক'র্‌বো!

গীত।

যাও হে মন্ত্রী যাও হে চলে ল'য়ে সৈন্যগণ।
সমর বিমুখ মুখ করিব না আর দরশন॥
আমি বীরের রমণী, হ'য়ে আজ রণরঙ্গিনী,
রণস্থলে একাকিনী, করিব শত্রু সনে রণ।
যতক্ষণ দেহেতে আমার থাকিবে জীবন,
প্রাণপণে করিব আমি শর বরিষণ,
যদি হই সমরে নিধন, সুরভি সুযশ কুসুম,
সৌরভে তুষিবে ভুবন, করিব গোলোক গমন॥

মন্ত্রী। মা! ক্ষমা করুন, পুত্রের অপরাধ গ্রহণ ক'র্‌-বেন না, আমি বুঝতে পারিনি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আবাল বৃদ্ধ বণিতাদের শরীরের এক বিন্দু শোণিত থাক্‌তে কার্ত্তবীর্য্য কখনই শ্বেতদ্বীপ অধিকার ক'র্‌তে পার্‌বে না, এখনই আমি যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন ক'র্‌ছি। স্বর্গাদপি

গরীসি জন্মভূমির জন্য প্রাণ পরিত্যাগে কেহই কুণ্ঠিত হ'বে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন যুদ্ধে নিশ্চয়ই আমরা জয়লাভ ক'র্‌বো, আমি যাই এখনই প্রস্তুত হইগে।

সুচক্র। মন্ত্রী মহাশয়! আমিও যাই চলুন যাতে কার্ত্তবীর্য্য শ্বেতদ্বীপ অধিকার ক'র্‌তে না পারে তার উপায় উদ্ভাবন ক'রে আমাকে শীঘ্র বলুন। আমি সেনাপতিকে সম্বাদ দিয়ে আসি।

মহাশ্বেতা। যাও বৎস! ক্ষত্রকুল গৌরব রক্ষা কর, আর আমার শেষ কথা শুন, যুদ্ধভূমিতে পশ্চাৎপদ হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে, বীরগণের অভিধানে ভয় শব্দ উল্লেখ নাই। ভয় কাপুরুষের সম্বল, ক্ষত্রিয় জন্মভূমির সুযোগ্য পুত্র, কখন কাপুরুষ হয় না, আশীর্ব্বাদ করি প্রতিপদে জয়লাভ কর। আর আমার শেষ আশীর্ব্বাদ শত্রুকে পৃষ্ঠদেশ দেখাবার পূর্ব্বেই যেন তোমাদের মৃত্যু হয়। আমার গর্ভে পুত্র হ'লে তার যুদ্ধ যাত্রা পর্য্যন্ত যদি আমি জীবিত না থাকি সেই ক্ষোভ মিটাবার জন্য আজ আমি তোমাদের এই আশীর্ব্বাদ, ক'র্‌লাম। কে কার্ত্তবীর্য্য। কে সে? সামান্য মনুষ্য বইত নয়? যদি তোমাদের দেহে বল থাকে, মনে সাহস থাকে, অন্তরে মাতৃভক্তি থাকে, যদি কখনও স্বর্গগত শ্বেতকেতু রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার ইচ্ছাও মনমধ্যে এসে থাকে, আমি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি নিশ্চয়ই জয়লাভ ক'র্‌বে। আজ ত আনন্দের দিন, হৃষ্টচিত্তে প্রফুল্ল বদনে সজ্জিত হ'য়ে এস।

মন্ত্রী। বালক, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, রাজপুরীতে কে কোথায়

আছ শীঘ্র সকলে সজ্জিত হও, আজ প্রবল শত্রু মুখে জন্মভূমি রক্ষা কর।

(সুচক্র সহ মন্ত্রীর প্রস্থান।

মহাশ্বেতা। (স্বগতঃ) ইষ্টদেব! মহারাজ শ্বেতকেতু!! প্রাণেশ্বর!!! যে দিন তোমার আত্মা স্বর্গে গিয়েছে, সেই দিনই দাসী তোমার অনুগমন ক'র্‌তো; কিন্তু তোমার প্রতিমূর্ত্তি, তোমার ক্ষত্রিয় কুলের ভাবী রক্ষা কর্ত্তা, আমার গর্ভে র'য়েছে, কি ক'রে তাকে তোমার রাজসিংহাসনে বসাব, তোমার বংশ গৌরব রক্ষা ক'র্‌বো, সেই জন্য এখনও জীবিত আছি। আমি অন্য দেবতা জানি না তুমি আমার দেবতা, আমার মনোরথ সফল কর। পদে পদে বিপদে রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

চতুর্থগর্ভাঙ্ক।

জমদগ্নির আশ্রম।

(সত্যানন্দ ও শতানন্দের প্রবেশ।)

শতানন্দ। ভায়া, ব্যাপারখানা কি? আজ মনের ভেতরটা এমন হাঁচড় পাঁচড় ক'র্‌ছে কেন বল দেকি?

সত্যানন্দ। তোমার মন আবার কবে সচ্ছন্দ, একটা না একটা নিয়ে আছেই ত?

শতানন্দ। উহু! আজ কিছু বেয়াড়া গোছের, আজ একটা বিভ্রাট ঘোট্‌বে, তায় একটু অঙ্কুশ পেয়ে ক্রমে—

সত্যানন্দ। কিসের অঙ্কুশ পেলে?

শতানন্দ। তোমার আমার মুখ দিয়ে সে সব কথা বেরিয়ে কাজ নাই কি ব'ল্‌তে কি হ'য়ে প'ড়বে চেপে যাওয়াই ভাল।

সত্যানন্দ। আহা! আমায় ব'ল্‌তে আর দোষ কি, কি হ'য়েছে ব'লেই ফেল না?

শতানন্দ। আর ব'লতে হ'বে না, ঐ দেখ গুরুদেব আস্‌চেন। ও বাবা!

(উদ্ধতভাবে ক্রোধভরে জমদগ্নির প্রবেশ।)

জমদগ্নি। শতানন্দ! আমার পুত্রেরা কোথায়? শীঘ্র তাদের ডেকে আন।

শতানন্দ। যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান।

সত্যানন্দ। গুরুদেব! আপনার স্বভাব-সৌম-মূর্ত্তি, আজ কেন মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দুলক্ষ দুর্দ্ধর্ষ্য হ'য়ে উঠেছে, কি হ'য়েছে গুরুদেব?

জমদগ্নি। চুপ কর, তোমার শুন্‌বার প্রয়োজন নাই, তুমি তোমার কার্য্যে যাও।

সত্যানন্দ। যে আজ্ঞে।

জমদগ্নি। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য! আমার পত্নীর চরিত্রে দোষ! আমার সহধর্ম্মিণী ব্যভিচারিণী! এতকাল তপস্যা ক'রে তাহার কি এই ফল? এ কি ধর্ম্মের প্রভাব, আমরাই আবার জনসমাজে ধর্ম্মোপদেষ্টা ব'লে পরিচয় দেই। হায়! কেন না বুঝে দার পরিগ্রহ ক'রেছিলাম। যদিও ক'র্‌লাম, ক্ষত্রিয় কন্যাকে কেন ক'র্‌লাম। ওঃ কি কষ্ট! কি পরিতাপ! এতকাল আমি যে অনাহারে অনিদ্রায় থেকে হৃদয়ক্ষেত্রে সাধনবীজ বপণ ক'রেছিলাম। অনিবারি প্রেমাশ্রু সিঞ্চনে সে বীজ অঙ্কুরিত, পল্লবিত, কুসুমিত ও ফলিত হ'য়েছিল। পাপিনী আজ সে ফলবান বৃক্ষ পাপ কুঠারে সমূলে উৎপাটিত ক'র্‌লে, না, আর আমি সে পাপিয়সী পিশাচীর মুখ দেখ্‌ব না, দেখ্‌ব না, কখনই দেখ্‌ব না, আজ কুলকলঙ্কিনীর সমুচিত দণ্ড বিধান ক'র্‌বই ক'র্‌বই।

(ক্রোধভারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ)

(জমদগ্নির পুত্র রুমোণ্বান, সুষেণ, বসু, বিশ্ববসুর প্রবেশ।)

রুমোণ্বান। পিতঃ! শ্রীপদে প্রণত হই। (সকলের প্রণাম)

জমদগ্নি। দীর্ঘায়ুর্ভব। রাম কোথায়?

কি জন্য আহ্বান ক'রেছেন?

জমদগ্নি। পিতৃ আজ্ঞা পালন জন্য।

রুমোণ্বান। কি আজ্ঞা করুন।

জমদগ্নি। আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে পার্‌বে?

রুমোণ্বান। সাধ্যায়ত্ত হ'লে আবশ্যই পা'র্‌ব, অসাধ্য

জমদগ্নি! আমার আজ্ঞা তোমাদের জননীর শিরশ্ছেদ!

রুমোদ্বান। পিতৃদেব! আপনার কথার মর্ম্ম ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। জননীর শিরশ্ছেদ কিরূপ কথা হ'ল।

জমদগ্নি। যেরূপ কথাই হ'ক, তুমি তোমার মাতার মস্তক ছেদন ক'র্‌তে পার্‌বে কি না বল?

রুমোদ্বান। পিতঃ! যদিও পিতার আজ্ঞা পুত্রের সর্ব্বতোভাবে পালনীয় সত্য, কিন্তু আমি আপনার ধর্ম্ম বিরুদ্ধ আজ্ঞা পালনে অসমর্থ।

জমদগ্নি। (সুষেণের প্রতি) সুষেণ! তুমি পা'রবে?

সুষেণ। আজ্ঞে না।

জমদগ্নি। (বিশ্ববসুর প্রতি) বিশ্ববসু! তুমি পা'র্‌বে?

বিশ্ববসু। আজ্ঞে না।

জমদগ্নি। (ক্রোধভরে) কি, পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন, পিতৃবাক্য অগ্রাহ্য, কুলাঙ্গার! কুপুত্র! দূর হ! আমার সম্মুখ থেকে দূর হ। আজ আমি তোদের এই অভিসম্পাৎ ক'র্‌লেম। তোরা জড়ত্ব প্রাপ্ত হ।

পুত্রগণ। পিতঃ! বিনা দোষে আমাদের অভিসম্পাৎ ক'র্‌লেন।

[প্রনামান্তর প্রস্থান।

(ভৃগুরামের প্রবেশ।)

ভৃগুরাম। পিতৃদেব! শ্রীপদে প্রণতঃ হই। (প্রণামান্তর উঠিয়া পিতাকে বিষাদিত দেখিয়া) পিতঃ! কেন আমায় এসময় ডেকেছেন? একি! আপনার আজ এরূপ উগ্রমূর্ত্তি

পিতঃ ! একি হেরি অভাবনীয় ভাব,
কি ভাবে ভাবান্তর ঘটিল তোমার,
কেহ কি ক'রেছে অপমান আসিয়া আশ্রমে ?
বাধা কি দিয়েছে কেহ যাগ যজ্ঞ তপে ?
কি হ'য়েছে বল পিতঃ ! বিলম্ব ক'রোনা,
পুত্রে কি দেখিতে পারে পিতার দুর্গতি ?
বিমলিন দেহ তব বিষণ্ণ বদন,
কে দিয়েছে অন্তরে বেদনা তোমার ?
সে যদি অমর হয়, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
যক্ষ, রক্ষ, ভুত, প্রেত, পিশাচ, দানব,
হয়, হস্ত, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার,
খেচর, ভূচর কিম্বা হয় জলচর,
নিস্তার নাহিক তার, আমার করেতে।

গীত।

পিতঃ অভাব ভাব কি কারণ ?
একি হে বিপরীত, শরতে মেঘ উদিত,
ভানু তাপে তাপিত জলধি জীবন ॥
ছিল যে তোমার সম সুধাকর,
শান্তি সুধাকর, ক্ষান্তি রত্নাকর,
দয়ার ভাণ্ডার, ধৈর্য্য ধনাগার,
এসব বিভব কেবা করিল হরণ ॥

জমদগ্নি। বৎস ! তুমি আমার বীরপুত্র, যা ব'ল্‌ে
তোমাতে সকলি সম্ভবে। সে যাই হ'ক, তোমাকে ে
জন্য ডেকেছি শোন। পুত্রের মধ্যে তুমিই আমার সুপু

তোমা হ'তে ভৃগুকুল উজ্জ্বল, আমার মুখ সমুজ্জ্বল হ'য়েছে। তুমি আমার নিকট বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, দর্শন, পুরাণাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র, অধ্যয়ন ক'রেছ। তাতে তোমার বিশেষ ব্যুৎপত্তিও জন্মেছে। জ্ঞান লাভও ক'রেছ, তুমি এখন নিতান্ত শিশু নও; হিতাহিত ভাল মন্দ সকলি বুঝ্‌তে পার, আজ তোমাকে আমার কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে।

ভৃগুরাম। আজ্ঞা করুন।

জমদগ্নি। পুত্রের কর্ত্তব্য কি?

ভৃগুরাম। কেন পিতঃ! আজ এরূপ কথা ব'ল্‌ছেন, কি হ'য়েছে ব'লুন?

জমদগ্নি। যা হ'য়েছে পরে শু'ন্‌তে পাবে, এখন আমি যা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম তার উত্তর দাও। পুত্রের কর্ত্তব্য কি শীঘ্র বল?

ভৃগুরাম। পুত্রের কর্ত্তব্য পিতৃ আজ্ঞা পালন করা, পিতৃ আজ্ঞা পালনই পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ধর্ম্ম।

জমদগ্নি। পিতৃ আজ্ঞা পালন, পুত্রের ধর্ম্ম স্বীকার ক'র্‌ছ ত?

ভৃগুরাম। কেন পিতঃ! আজ আপনি আমাকে সত্যে বাধ্য ক'র্‌ছেন? আমি কি কখনও আপনার আদেশ উল্লঙ্ঘন ক'রেছি, না, আপনার অবাধ্য হ'য়েছি।

জমদগ্নি। সেই জন্যইত বৎস! তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছি পিতৃ আজ্ঞা পালন ধর্ম্ম ত?

ভৃগুরাম। পিতঃ! সে কথা আবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন, পিতৃ আদেশে আমি অনায়াসে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে, অকূল

সিন্ধু-মধ্যে, ভীষণ ভুজঙ্গ বিবরে, প্রবেশ ক'র্‌তে পারি। অধিক কি আপনার মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য আমি আমার নিজের প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হই না।

জমদগ্নি। বৎস! তুমিই আমার যথার্থ পুত্র। তোমা হ'তেই আমার উদ্দেশ্য সাধন হ'বে! আমার আদেশ তোমার প্রসূতির শিরশ্ছেদ!

ভৃগুরাম। (বিস্মিত হইয়া কর্ণে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক) একি! একি! একি শু'ন্‌লাম! একি পিতৃ আদেশ! না, না, না, পিতৃ আদেশ নয়। পিতৃ আদেশ যে কোমলতা পূর্ণ, তাতে কঠিনতার লেশমাত্র নাই। আছে কেবল চতুর্ব্বেদ, চতুর্যষ্ঠি বিদ্যা, চতুর্ব্বর্গ ফল, দয়া, মায়া, সম, দম, শান্তি, তবে অকস্মাৎ অশনি সম আদেশ কোথা থেকে উচ্চারিত হ'লো। দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র হ'তে, না, ত্রিশূলের অজেয় ত্রিশূল হ'তে, না, হৃদয়ভেদী অব্যর্থ শক্তিশেল হ'তে, না, দাবানল বাড়বানল হ'তে, না, চক্রধারীর সুদর্শন চক্র হ'তে, তাই বটে, তাই সত্য, নইলে শান্তিময় তপোবনে এমন কে নিষ্ঠুর আছে যে, এরূপ নিষ্ঠুর আদেশ করে।

জমদগ্নি। বৎস্য! অন্য কেহ নয়, সে নিষ্ঠুর আমি, সে নিষ্ঠুর আদেশও আমার, আমিই তোমার সেই আদেশ দাতা পিতা জমদগ্নি।

ভৃগুরাম। (বিহ্বল হইয়া) আবার একি শুন্‌লাম! একি বাক্য! না, না, বাক্য নয়! কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া সংযুক্ত শব্দে নামত বাক্য, কৈ, তাত এ শব্দে কিছুই নাই। এ কখন বাক্য নয়। তবে কি মানব কণ্ঠ বিনির্গত স্বর! না, না,

তা নয়, স্বরেও মাধুর্য্য গুণ আছে, মনোমুগ্ধকারিণী শক্তিও আছে। এ স্বর, সে স্বর নয়, এ স্বর বোধ হয় কাল-কোদণ্ড-বিনিঃসৃত প্রাণহন্তা শাণিতস্বর।

জমদগ্নি। বৎস্য! উন্মত্তভাব ত্যাগ ক'রে আমার আদেশ পালনে সম্মত কি না বল?

ভৃগুরাম। আবার একি শুন্‌লাম! একি প্রলয়কাল রূপী কাল মেঘের, না ভীমকায় ভুজঙ্গের ভীষণ গর্জ্জন!

জমদগ্নি। এখনো ব'ল্‌ছি আমার আদেশ পালন ক'র্‌বে কি না বল?

ভৃগুরাম। আপনি কে?

জমদগ্নি। আমি তোমার পিতা জমদগ্নি।

ভৃগুরাম। সত্যই আপনি আমার পিতা জমদগ্নি, না, না, কখনই না, কখনই না, কখনই বিশ্বাস যোগ্য নয়। আমার পিতা ধার্ম্মিক, পরম দয়ালু, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, তাঁহার দেহে দ্বেষ হিংসা কিছুই নাই। আছে কেবল পরোপকারিতা দাক্ষিণ্যতা, নম্রতা প্রভৃতি গুণ সমুহ, তপস্যাই তাঁর ব্রত, ধর্ম্মই তাঁর যাজন, ধর্ম্ম পথে বিচরণই তাঁর কার্য্য। তাঁর হরি নামোচ্চারিত পবিত্র মুখ থেকে এরূপ অপবিত্র পরুষ বাক্য বার হওয়া কি সম্ভব? কখনই না, আমার বোধ হোচ্ছে, আপনি মায়াবী রাক্ষস, মায়া বলে পিতা জমদগ্নির রূপ ধারণ ক'রে তপোবনে এসে স্ত্রী বধে উদ্যত হ'য়েছেন। যান্, যান্, আমার সম্মুখ থেকে যান্, কেন পুণ্যাশ্রম তপোবন কলুষিত ক'র্‌তে এসেছেন?

জমদগ্নি। এখনও ব'ল্‌ছি উন্মত্তভাব ত্যাগ ক'রে

আমার আদেশ পালনে তুমি সম্মত হ'বে কি না শীঘ্র বল ?

ভৃগুরাম। রাক্ষসের আবার আজ্ঞা পালন কি ?

জমদগ্নি। বৎস ! আমি রাক্ষস নই।

ভৃগুরাম। তবে কি আপনি বহুরূপধারী দুরন্ত দস্যু, পিতা জমদগ্নির রূপ ধারণ ক'রে তপোবনে দস্যুবৃত্তি ক'র্‌তে এসেছেন। ওঃ বুঝেছি, আপনি দস্যুই বটে, তা না হ'লে হত্যা শব্দ আপনার মুখ থেকে বার্ হবে কেন ? মুনি, ঋষি, যোগীদিগের মুখ থেকে ত কখনও এরূপ নিঘৃণ শব্দ বার হয় না। নিশ্চয় আপনি নরঘাতক দুরাচার দস্যু, শান্তিপূর্ণ পবিত্র তপোবনে কেন ? যান্, হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ নিবিড় বনে গিয়ে দস্যুবৃত্তি করুন গে।

জমদগ্নি। উন্মত্ততা ত্যাগ ক'রে আজ্ঞা পালনে সম্মত কি না ?

ভৃগুরাম। আমি এখন উন্মত্ত আপনাকে চিন্‌তে পার্‌ছি না, আপনি কে সত্য ক'রে বলুন ?

জমদগ্নি। আমি তোমার পিতা জমদগ্নি।

ভৃগুরাম। এঁ্যা ! এ ত রাক্ষসও নয়, দস্যুও নয়, পিতা জমদগ্নিই ত বটে, সূর্য্যদেব ! তুমি এখনও অস্ত যাও নি, নিশা-নাথ ! তুমি এখনো রাহু কবলিত হও নি, সপ্তসিন্ধু শুখিয়ে যাও, পৃথিবি ! বিদীর্ণ হও, আকাশ মণ্ডল ! খসে পড়, তপাশ্রম ! ভস্মীভূত হও।

জমদগ্নি। বলি, উন্মত্ততা ত্যাগ ক'রে আমার আজ্ঞা পালনে সম্মত কি না

ভৃগুরাম। পিতঃ! পুত্রকে এরূপ নিষ্ঠুর আজ্ঞা দিতে কি আপনার মনোমধ্যে শোক, দুঃখ, ভয়, ক্ষোভ, ঘৃণা, বিস্ময়ের উদয় হ'লো না। অকথ্য, অশ্রাব্য, ঘৃণিত প্রস্তাব ক'র্‌তে কি আপনার মন একটু মাত্র বিচলিত হ'লো না, আপনি কি হৃদয় পাষাণ দিয়ে বেঁধেছেন? না, লৌহ দিয়ে নির্ম্মাণ ক'রেছেন? না বজ্র দিয়ে গড়িয়েছেন?

জমদগ্নি। আমি যা দিয়ে গড়াইনা কেন, তুমি আমার আজ্ঞা পালন ক'র্‌বে কি না বল?

ভৃগুরাম। পিতঃ! আপনি না ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, তপস্বী, শাক্ত, শৈব,গাণপত্য প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম না আপনার জানা আছে? ন্যায়, দর্শন,স্মৃতি, অষ্টাদশ পুরাণ, উপপুরাণ উপনিষৎ,আগম,নিগম,ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই না আপনি অধ্যয়ন ক'রেছেন? বলুন দেখি আপনি কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন ক'রে এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্যে নিযুক্ত হ'য়েছেন? কোন্ শাস্ত্রের মতে অন্তর্ভেদী, লোমহর্ষণ, হৃদয় বিদারক, হত্যা কার্য্য ক'র্‌তে আদেশ ক'রছেন? কোন্ পুরাণের মতানুসারে স্ত্রীবধে উদ্যত হ'য়েছেন? কোন্ ধর্ম্মে, কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ পুরাণে, পুত্রের মাতৃ হত্যা, পিতা পুত্রকে মাতৃহত্যার আদেশ উল্লিখিত আছে? আমি আপনার পুত্র ব'লে কি আপনি আমাকে পেয়ে ব'সেছেন। যা মনে ক'র্‌বেন তাই ক'র্‌বেন, তা কখনই পা'র্‌বেন না, কখনই পা'র্‌বেন না, এতে আমাকে ত্যাগ ক'র্‌তে হয় করুন, অভিশাপ দিতে হয় দিন, তত্রাচ আমি আপনার ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, শাস্ত্র বিরুদ্ধ আদেশ পালন ক'র্‌তে পা'র্‌বো না, এতে পুণ্যই হ'ক, আর পাপই হ'ক

স্বর্গই হ'ক, আর নরকই হ'ক, আমি কখনই এ কার্য্য ক'র্‌তে পা'র্‌বো না।

জমদগ্নি। শোন রাম, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় আমি অভিসম্পাতে তোমার ভ্রাতৃগণকে জড়ত্ব ক'রেছি।

ভৃগুরাম। পিতৃদেব! বড় ভালই ক'রেছেন। আপনার দেহে যদি এতই দয়া, তবে দয়া ক'রে আমাকেও জড়ত্ব কিম্বা ভস্ম করুন, আমি উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাই।

জমদগ্নি। সেত পরের কথা,পিতার আজ্ঞা পালন পুত্রের ধর্ম্ম ব'লে না স্বীকার ক'রেছ?

ভৃগুরাম। আজ্ঞা হাঁ! তখন ক'রেছিলাম, এখন দেখ্‌ছি যে, আমি আপনার পুত্র নই।

জমদগ্নি। কি সে?

ভৃগুরাম। সেই ত পুত্র, পুন্নাম নরকোদ্ধারক। পুন্নাম নরক হইতে যে পিতাকে উদ্ধার করে সেই ত পুত্র নামে অভিহিত। সেই পুত্র হ'তেই ত পিতৃ পুরুষগণ পিণ্ড প্রাপ্ত হন। আমাতে সে গুণ কই, সে গুণ থাক্‌লে কি আপনি আমাকে মাতৃহত্যার আদেশ দিতেন। যে পিতা পুত্রের দ্বারা হত্যা কার্য্য সম্পন্ন করে সে হত্যাকারী পুত্র, পুত্র নয়, চণ্ডাল, চণ্ডালের আবার পিতৃ আজ্ঞা পালন কি?

জমদগ্নি। এখন ও সব বাজে কথা রাখ, আজ্ঞা পালনে সম্মত কি না বল?

ভৃগুরাম। পিতৃদেব! আমি যদি আপনার বাক্য রাখি, তবে আপনি আমার বাক্য রাখবেন ত?

জমদগ্নি। রাখবার হ'লে অবশ্যই রাখবো।

ভৃগুরাম। মাতৃহত্যা জনিত যে পাপ হ'বে, সে পাপের ভাগী আপনি হ'বেন ত?

জমদগ্নি। তোমার কর্ম্মফলে মাতৃহত্যা পাপ তোমাকে অধিকার ক'র্‌ছে, আমি কেন সে পাপের ভাগী হ'তে যাব?

শোন ভৃগুরাম!
মায়াময় সংসার মাঝারে
দারা পুত্র পরিজন সকলি অসার।
মায়াপাশে বদ্ধ জীবগণ,
শিব ভুলি
দিবানিশি পাপবৃত্তি করে আচরণ।
আমি কার কে আমার ভবে,
ছুদিনের তরে
জলবিম্ব প্রায় ফুটিয়ে ধরায়,
আমার আমার করি অনিত্য সংসারে
নিত্যধন হারানু হেলায়,
সঁপিনু যৌবন কাল কুকার্য্য সেবায়।
কুনীতি সঙ্গত আচরণ,
কুসঙ্গে কুপথে সদা করিনু ভ্রমণ,
অনন্তপাতকে মোর দেহ তরী ভারি,
সঙ্কট সংসার সিন্ধু নয়নে নেহারি,
তরিবার না দেখি উপায়।
এসংসারে আছে কি এমন জন,
আমার পাপের অংশ করিতে গ্রহণ,

আত্মপাপ ভরে অবসন্ন কলেবর,
অন্যের পাপের ভার ধরিব কেমনে।

ভৃগুরাম। আপনি তবে নাম মাত্র পিতা—আমার কেহই নন, আমিই বা কেন আপনার আজ্ঞা পালন ক'র্‌ব।

জমদগ্নি। তুমি কেন ক'র্‌বে? তোমাকে ক'র্‌তে হ'বে কর্ম্মফল তোমাকে করাবে, কর্ম্মফলই প্রধান আমি কেবল উপলক্ষ মাত্র।

ভৃগুরাম। উপলক্ষ কি পাপের ভাগী হয় না?

জমদগ্নি! উপলক্ষ পাপের ভাগী হ'বে কেন? অপরাধীকে দণ্ড দিলে দণ্ডদাতা কি সে পাপের ভাগী হ'তে পারে?

ভৃগুরাম! মার অপরাধ?

জমদগ্নি। অপরাধ শুন্‌বার তোমার অধিকার? তোমার অধিকার আজ্ঞা পালন মাত্র।

ভৃগুরাম। (সজল নয়নে কাতরস্বরে) পিতৃদেব! হত্যাকালে জননী যখন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে নয়নজলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে কাতরস্বরে আমাকে অপরাধের কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন, তখন তাঁকে কি উত্তর দোব। দেব আমার এই অতুল কীর্ত্তি যখন দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত ক'র্‌বে, দেহাবসানে যখন সেই সূক্ষ্মদর্শী ধর্ম্মরাজ সন্নিধানে আমার জন্য অনন্তকাল সহস্র সহস্র কৃমিসঙ্কুল ঘোর নরকের ব্যবস্থা হবে, সেইখানেই বা কি ব'ল্‌বো? পিতৃদেব! পায়ে ধরি পদাশ্রিত দাসকে ক্ষমা করুন, আপনার শ্রীচরণে জ্ঞানকৃত

কখন কোন অপরাধ করি নি, তবে কেন আমার মস্তকে চিরদিনের জন্য দুরপনেয় কলঙ্ক ভার চাপিয়ে দিচ্ছেন? আমা ভিন্ন এমন পাষণ্ড জগতে কি আর কেহ নাই যে, আপনার এ আজ্ঞা পালন করে? আর আপনি নিজেও ত একার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌তে পারেন? তবে কি অপরাধে আমার নরকের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছেন?

গীত।

শুনে শেল সম নিদারুণ বচন।
হোল অমেঘে অশনি পতন॥
আমার হৃদয় হয় বিদারণ,
(ও আমার প্রাণ যায়, তোমার বাক্যবাণে গো)
দেখ নয়ন জলে ভাসিছে বদন।
তুমি হইয়ে সদয়, কেন নিদয়, আজ আমায় হোলে গো।
আমি তোমার আদেশে,
অনলে পশিতে, সাগরে ডুবিতে পারি গো,
ভয় নাহি করি ধরি বিষধরী,
বিষপান করিতে পারি গো।
কেবল পার্ব্বোনা গো
মাতৃহন্তা হোতে আমি, কেবল পার্ব্বোনা গো।
যদি কোপানলে, এ দেহ অকালে,
দহ তায় নাইকো ক্ষতি গো,
এ হোতে মরণ ভাল, হইব শীতল,
পালিতে না হয় অনুমতি গো,
ভাগ্যে যা হয় হবে, পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘনে,
ভাগ্যে যা হয় হবে, না হয় নরকে হইব পতন,
তবু না বধিব মায়ের জীবন, ওগো পিত! পিত! গো।

জমদগ্নি। বুঝলাম! তুমি আমার আজ্ঞা ও নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে অসমর্থ কেমন এই ত!

ভৃগুরাম। (স্বগতঃ) কোনটা গুরুতর, পিতৃ আজ্ঞা পালন না মাতৃহত্যা। পিতা পরম গুরু, না মাতা পরম গুরু। উভয়ের কে যে গুরুতর গুরুতার কিছুই স্থির ক'র্‌তে পাচ্ছিনা, শুনেছি পিতৃ আজ্ঞা পালনে স্বর্গ হয় (ক্ষণ চিন্তার পর) কাজ নাই আমার স্বর্গে, আমার নরকই ভাল, এ কাজ আমি কখনই পার্‌বো না।

জমদগ্নি। চুপক'রে রইলে যে, পার্‌বে কি না বল?

ভৃগুরাম। (স্বগতঃ) হা নিদারুণ বিধাতঃ! তোর মনে এই ছিল? তুই কি আমার কপালে এই লেখা লিখে ছিলি? মা গো! তুমি কোথায়? তুমি কিছুই জান্‌তে প'র্‌ছ না। (মূর্চ্ছা)

জমদগ্নি। এখন মূর্চ্ছার সময় নয়, আমার আজ্ঞা পালন ক'রে, মূর্চ্ছা যেতে হয় যেও, প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌তে হয় ক'রো।

ভৃগুরাম। (উঠিয়া সজল নয়নে) গুরুদেব! এ কার্য্য কি আর কারো দ্বারা হয় না? এ কার্য্য ত আপনিও ক'র্‌তে পারেন। পিতঃ! আপনার ত পিতা ছিলেন, তিনি আপনাকে এরূপ আজ্ঞা ক'র্‌লে কি আপনি পালন ক'র্‌তেন?

জমদগ্নি। তবে তুমি পার্‌বে না?

ভৃগুরাম। (স্বগতঃ) তাইত কি করি পুনঃ পুনঃ পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করাও পাপ, মাতৃহত্যা করাও পাপ, আমি উভয় সঙ্কটে পড়েছি, এসঙ্কট সাগরের কূলত কিছুই দেখছি না।

যা করেন জগদীশ্বর! (প্রকাশ্যে) পিতৃদেব! কেন পা'র্‌বো না? আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।

জমদগ্নি। বৎস! তোমার পিতৃভক্তি ও সহিষ্ণুতা গুণে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হ'লাম। প্রাণাধিক! অধিক কি ব'ল্‌বো আমার এ আদেশ পালন ক'র্‌লে, আমার আশীর্ব্বাদে তুমি অমরত্ব লাভ ক'রবে। [প্রস্থান।

ভৃগুরাম। (স্বগতঃ) হৃদয়! স্থির হও। সুখ দুঃখ! জন্মের মত আমার নিকট হ'তে বিদায় হও। আজ রামের চক্ষে পৃথিবী শূন্য। হে মৃত্যো! তুমি এ সময় আমাকে গ্রহণ কর। আমি উপস্থিত বিপদ হ'তে মুক্তিলাভ করি। না, হবে না, মৃত্যু হবে না, আমার কপালে মৃত্যু লেখা নাই! আর মৃত্যু হবেই বা কেন? বিধাতা যারে বিমুখ! সে সর্ব্ব-সন্তাপহারী মৃত্যুর আশ্রয় কেমন ক'রে পাবে? মা! সার্থক পুত্র গর্ভে ধারণ ক'রেছিলে! না, না, আমার এ পাপ জিহ্বায় মাতৃনাম উচ্চারণের আর অধিকার নাই! হা বিধাতঃ! তুমি কেন আমাকে সৃষ্টি ক'রেছিলে? হা মাতঃ! তুমি কেন মাতৃঘাতী মহাপাপী পুত্রকে গর্ভে স্থান দিয়েছিলে? স্তন্য দুগ্ধ দিয়ে বৃদ্ধি ক'রেছিলে? ওহো! বিলম্ব হ'য়ে যাচ্চে, আর না, শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন ক'রে ধরাতলে অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করি।

[শতানন্দের প্রবেশ।

শতানন্দ। রাম! কি হয়েছে ভাই? তোমার চক্ষে জল কেন, কি হ'য়েছে?

ভৃগুরাম। কি হ'য়েছে ভাই, কি ব'লবো, বল্‌বার শক্তি নাই! আজ আমি বোবা, বধির, অন্ধ হ'য়েছি, আজ

আমার বাক্শক্তি, শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি, ঘ্রাণ শক্তি প্রভৃতি সকল শক্তিই বিলুপ্ত হ'য়েছে! কোন শক্তিই আর আমার নাই। আজ আমি জগতের সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির শোভা, কিছুই দেখতে পার্ছি না, সমস্তই আজ আমার চক্ষে অন্ধকার। ভাই শতানন্দ! তুমিত ভাই,সকলি দেখতে পাচ্ছ। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, জগতে কি ধর্ম্ম নাই, সনাতন ধর্ম্ম কি জগৎ হ'তে লুপ্ত হ'য়েছে? প্রভাত কি আর প্রভাত হয় না? উষা কি আর দেখা দেয় না? সূর্য্য কি আর উদয় হ'চ্ছে না? দিবা রজনী কি আর সমভাবে চ'লছে না? প্রকৃতি সতী কি বসুমতী ত্যাগ ক'রেছে? বসুন্ধরা কি রসাতলে গমন ক'রেছে? মহাসিন্ধু কি জলশূন্য হ'য়েছে? সিতাংশুর শৈত্যগুণ, বায়ুর কি স্পর্শগুণ নাই? বৃক্ষে কি আর ফল ফলে না? অরবিন্দে কি আর মকরন্দ জন্মায় না? সুরভি পুষ্প সকল কি আর প্রস্ফুটিত হয় না?

শতানন্দ। না ভাই! তাত কিছু দেখ্ছি না, সকলি ত জাজ্বল্যমান র'য়েছে। দিবা রজনী হ'চ্ছে, প্রকৃতী সতী প্রকৃত শোভা ধারণ ক'র্ছেন,সূর্য্যদেব উদয় হ'চ্ছেন জগদীশ্বরের জগত সম্বন্ধে যা কিছু নিয়ম সকলি সুচারুরূপে চ'ল্ছে।

ভৃগুরাম। তবে ধর্ম্ম আছে, তবে আজ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য হয় কেন?

শতানন্দ। আজ কি ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য হ'লো।

ভৃগুরাম। যাক্, তুমি ব'লতে পার স্ত্রীলোকের গর্ভ হয় কেন, পুত্র গর্ভেই মরে না কেন, বিধাতা স্ত্রীজাতিকে কেন সৃষ্টি ক'রেছেন?

শতানন্দ। ও কিও, কি হ'য়েছে, তোমার কি হ'য়েছে ?

ভৃগুরাম। কি আর হবে! আজ আমি অসাধারণ লোক, জগতে কেউ যা কখন করেনি, জগতে কেউ যা কখন কল্পনা ক'র্‌তে পারেনি,, জগতে কেউ যে ক'র্‌তে পার্‌বে তারও আশা নাই, আমার কঠোর তপশ্চর্য্যার ফলে আমার অদৃষ্টে আজ তাই ঘ'টেছে, আজ আমি মাতৃহত্যা ক'রবো।

(অধোবদনে অশ্রুত্যাগ।)

শতানন্দ। তুমি কি সত্য সত্যই উন্মত্ত হ'লে নাকি ?

ভৃগুরাম। হাঃ হাঃ হাঃ উন্মত্ত! সেও ত সৌভাগ্যের কথা। ভগবান কেন না আমাকে উন্মত্ত করেন নাই, উন্মত্ত হ'লেত পিতার এই কঠোর আজ্ঞা শুন্‌তে হ'তো না। উন্মত্ত প্রতিজ্ঞা পালনে বাধ্য নয়, উন্মত্ত প্রতিজ্ঞা পালন ধর্ম্ম ব'লে জানে না। আমি উন্মত্ত হ'লে, আমার এ যশের বিপুল ধ্বজা ত উড়্‌ত না। আব্রহ্ম-স্তম্ভ পর্য্যন্ত কে কোথায় আছ সকলে দেখে যাও, যা কেউ কখন দেখতে পা'বে না, আজ তাই দেখ্‌বে এস। ওহো! তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে বেলা গেল। যাই স্বকার্য্যে যাই, জীবনের সার কার্য্য সম্পাদন ক'রে আসি। শতানন্দ! এমন ভাগ্যবান পুরুষ আর কোথায় দেখেছ কি ?

[দ্রুত প্রস্থান।

শতানন্দ। দাঁড়াও দাঁড়াও কোথায় যাও, একি হ'ল।

[রামের অনুগমন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মাহেশ্মতী পুরী—রাজ ভবন।

মনোরমা ও সখী পত্রলেখার প্রবেশ।

মনোরমা। না পত্রলেখা, সে ভাবনা আমার নাই। রাজা যুদ্ধে পরাস্ত হ'বেন, আমি কখন মনে ভাবিনে, বর্ত্তমান কালে লোক মুখে শুনেছি, পুরাণেও শুনেছি, এমন বিক্রমশালী রাজা কেহ কখন পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে নাই। রাজার শরীরে সব গুণ, দোষের মধ্যে একটু রাগ বেশী।

পত্রলেখা। দেবি! এত যার ঐশ্বর্য্য, এত যার বাহু বিক্রম- তার একটু গর্ব্ব হয় বই কি? আর পুরুষের রাগই লক্ষণ।

মনোরমা। তা সত্যি, কিন্তু রাগে না বুঝ্‌তে পেরে সময়ে সময়ে অনেক মন্দ কাজ ক'রে ফেলেন। লঘু গুরু জ্ঞান থাকে না সেইটে দোষের কিনা?

পত্রলেখা। তা আবার দোষ কি, মহারাজের দোষ কি আর দোষ।

মনোরমা। এমনও কথা, অকারণ মনপীড়া দিলে, রাজাই হ'ক, প্রজাই হ'ক, দেবতাই হ'ক, তার ফল ভুগতে হবে, যে মনে ব্যথা পায়, তার দীর্ঘনিশ্বাস নিশ্চয়ই ফলে।

পত্রলেখা। তা ঠিক, সেদিন আমাদের সুম[illegible] একটা কথা বোলেছিলাম। তারপরেই পুকুরে ঘাটের ঘাটে পড়ে গিয়েছিলাম। পায়ে তিন দিন ব্যথা ছিল।

মনোরমা। আমি তাই ভাব্‌ছি, অকারণ সময় সময় রাগ ক'রে লোকের মনঃপীড়া দেন, আমি তাই সময়ে সময়ে ভাবি, কিসে কি হবে তা ব'ল্‌তে পারিনে।

পত্রলেখা। ও সকল অলক্ষণের কথা ব'লো না, তোমার আবার কে কি ক'র্‌বে।

মনোরমা। তা বটে, সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর আমার পতি, প্রতিপদের চন্দ্রের ন্যায় আমার পুত্র সকল, সমস্ত প্রজা, গর্ভধারিণীর মত আমাকে সম্মান করে, আমার সঙ্গীনীগণ,আমার সুখ দুঃখের ভাগী, জগতে স্ত্রীলোকে যাহা কামনা করে, আমার তার কিছুরই অভাব নাই। আমি স্ত্রীলোকের কামনার আদর্শ, সকলি বোধ হয় এই কামনা করে যেন মনোরমার মত হই। কিন্তু এর জন্য আমার মনে সদা ভয় সদা উদ্বেগ, বুঝিবা এক কথায় এক মুহূর্ত্তেই সব ফুরিয়ে যায়, প্রাণেশ্বর কখন কার নিশ্বাসে প'ড়্‌বেন, তা হ'লেই সকল সুখ শেষ হবে।

পত্রলেখা। দেবি! ও কথা কি মুখে আনতে আছে?

মনোরমা। মুখে আন্‌তে নাই সত্য কিন্তু মনে যে সর্ব্বদা আস্‌ছে।

পত্রলেখা। মহারাজকে বুঝিয়ে দুটো কথা ব'ল্‌তে [illegible]র না?

মনোরমা। আমি তাঁকে বোঝাব সে শক্তি আমার আছে

[illegible] অভিমান ক'রে কথারছিলে তুই এক কথা বলি, [illegible]ন বেশ অনুমোদন করেন, ক্ষণেক পরে রোগ হ'তেই [illegible]লে যান, বিধাতা একধারে সব গুণ দেন না, যা লোকে বলে [illegible] সত্য, আবার যখন রাগে অন্ধ হন, তখনি সব বিস্মৃত হন। এই দেখ সে দিন যে জন্য তোমাকে গোপনে পাঠিয়ে ছিলাম, সেই শ্বেতদ্বীপের দূতটাকে কারারুদ্ধও ক'র্লেন প্রাণ দণ্ডেরও আজ্ঞা দিলেন, আবার তখনি আমি ব'ল্তেই তার কারা মুক্তির আদেশ [illegible]লেন ; কিন্তু কে জানে, কিসে আবার রাগ হ'লো, শ্বেতদ্বীপে মহিষীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রায় প্রস্তুত হ'লেন, কত অনুনয় বিনয় ক'র্লাম, কিছুতেই ফিরাইতে পাল্লাম না।

পত্রলেখা। আহা! তাদের হয়তো এতদিনে সর্ব্বনাশ হ'য়ে গিয়েছে।

মনোরমা। তাই ভাব্ছি, আহা! সেদিন বিধবা হ'য়েছে সসত্ত্বা অনাথিনী অবস্থায় সে যে কি ক'রেছে কিছুই ভেবে স্থির ক'র্তে পারছি নে, হয় ত অকূল শোক সাগরে পোড়ে সকাতরে হা অনাথ নাথ! হা দিনবন্ধু! ব'লে ডাক্ছে, আর চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাচ্ছে, তার সেই ঘন ঘন সুদীর্ঘ নিশ্বাসপাতে আমার যে কি সর্ব্বনাশ হবে তা মনে ক'র্লে আমার জ্ঞান থাকে না।

পত্রলেখা। তাতে আর কি হবে, শত্রু জয়ই রাজার ধর্ম্ম।

মনোরমা। সব সত্য কিন্তু ভেবে কোন কূল কিনারা পাই নে।

(সুসেনের প্রবেশ।)

সুরসেন। জননি! প্রণাম হই। (প্রণাম) মা! আজ আচার্য্য মহাশয় বড় সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন।

মনোরমা। কি উপদেশ বাবা?

সুরসেন। পিতা মাতাই জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁদের সামান্য উপকারের জন্য পুত্রের প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দেওয়া কর্ত্তব্য।

মনোরমা। (স্বগতঃ) কেন বুক কেঁপে উঠ্‌লো।

সুরসেন। কেমন্ না, মা?

মনোরা। বাবা! বেলা হ'য়েছে, স্নান ক'র্‌বে চল।

(প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্বেতদ্বীপ রণস্থল।

(কার্ত্তবীর্য্য ও দামোদরের প্রবেশ।)

দামোদর। দোহাই মহারাজ! আর না ঢের হ'য়েছে, আমায় ছেড়ে দিন আমি এদিক ওদিক করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি, বামুনের ছেলে চিরকালটা লেখা পড়া ক'রেই এসেছি, যুদ্ধ ফুদ্ধ ত তটতা আসে না, আর এসব দেখে শুনে প্রাণটা যেন ধড়ফড ক'রে উঠে।

কার্ত্তবীর্য্য। আহা! তোমার ভয় কি? তুমি আমার পেছনে আছ, আমি জীবিত থাক্‌তে তোমার গায়ে আঁচটি পর্য্যন্ত লাগবে না।

দামোদর। আহা! সে ভয়ের কথা হোচ্ছে না, প্রাণের ভয় আমি ততটা রাখিনা, না হ'লে যুদ্ধ যাত্রায় নিশ্চয় মৃত্যু জেনেও কেন আপনার সঙ্গে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আস্‌বো বলুন তবে কিনা—

কার্ত্তবীর্য্য। তবে আবার ভয় কি?

দামোদর। আজ্ঞে না ভয় না, ভয় আবার কি (স্বগতঃ) ব্যাটা ফ্যাসাদে ফেল্লে আর কি দেখ্‌ছি কোন খান থেকে এসে একটা তীরের খোঁচা ফোঁচা লেগে প্রাণটা না যাক, চোক্‌টা যাবে আর কি, কি উপায়ে সরে পড়ি।

কার্ত্তবীর্য্য। কি ভাব্‌ছ?

দামোদর। ভাব্‌বো আর কি তবে কি জানেন ব্রাহ্মণী যাত্রাকালে ব'লে দিয়েছিলেন যে যুদ্ধে কদাচ থেকো না, কি জানি কি কর্‌তে কি হ'য়ে পোড়বে, তখন আমাদের দশা কি হবে।

কার্ত্তবীর্য্য। কেন মিছে ভাব্‌চো, আমি বেঁচে থাক্‌তে তো তোমার প্রাণের আশঙ্কা নাই।

দামোদর। তাতো নাই কিন্তু ব্রাহ্মণী ব'লে দিয়েছেন যে জীব হিংসা কখন চক্ষে দেখনা।

কার্ত্তবীর্য্য। বুঝেছি, তুমি নিতান্ত ভীরু।

দামোদর। আজ্ঞে সে কথাটা একেবারেই ঠিক, তবে অনুমতি হয় এখন আসি——(স্বগতঃ) বাবা ঘাম দিয়ে

জ্বর ছাড়্ল, এখন পালাতে পাল্লে বাঁচি। ক্ষত্রিয় ব্যাটাদের যদি কিছু মাত্র বুদ্ধি থাকে, প্রাণটীকে ট্যাক্ হ'তে বার ক'রে আঙ্গুলের ডগায় রেখে তবে যুদ্ধে আস্‌তে হয়, যদি বাঁচ-লেম ত সে পূর্ব্ব পুরুষদের বিশেষ পুণ্যের জোর। এখানে কি বুদ্ধি মানে আসে, পালা পালা।

(প্রস্থান।

কার্ত্তবীর্য,। (স্বগতঃ) স্ত্রীলোকের এত সাহস, এত বিক্রম, এত সৈন্য, আজ পাঁচদিন পুরী অবরোধ ক'রে আছি, শত শত সৈন্য প্রত্যহ ম'র্‌ছে তবুত কিছুমাত্র নিস্তেজ হ'তে দেখ্‌ছি নে! শ্বেতকেতু রাজার সঙ্গে যখন যুদ্ধ হয় তখন ত এতটা হয় নি। আমারও দিন দিন বিস্তর সৈন্য ক্ষয় হ'চ্ছে এখন ত আর ফির্‌বার উপায় নাই, সন্ধির প্রস্তাবও ক'রে পাঠাতে পারি না, দেখি আরও দুই এক দিন, তারপর অগত্যা সন্ধির প্রস্তাবই ক'রে পাঠাতে হবে, কিন্তু সামান্য শ্বেতদ্বীপে আর কত সৈন্য থাক্‌তে পারে, প্রায় সমস্তইত নিকেশ হ'য়েছে, দেখি কি হয়, বিস্তর যুদ্ধ ক'রেছি বিস্তর দেশ জয় ক'রেছি, এমন ত কখন হয় নি, দেখি সৈন্যেরা কি ক'র্‌ছে,।

(প্রস্থান।

(মন্ত্রী সহ যোদ্ধ বেশে মহাশ্বেতার প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মা! এখনও ফের, ধন রত্ন যা কিছু আছে, সংগ্রহ ক'রে নিয়ে স্থানান্তরে পলায়ন ক'রে. কোনরূপে জীবন রক্ষণ করি।

মহাশ্বেতা। তোমার প্রাণের ভয় থাকে, তুমি যেতে পার।

মন্ত্রী। মা! আপনাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে আমি কোথায় যাব!

মহশ্বেতা। আমি অসহায়, স্বর্গগত স্বামিই আমার সহায়, ধর্ম্মই আমার সহায়, আমার জীবনের জন্য ভেবনা, আমার মৃত্যুর বিস্তর বিলম্ব অছে।

মন্ত্রী। মা! মৃত্যুর কথা ভাব্‌চি না, সেত প্রার্থনীয়, মৃত্যু হ'লেত ভাল, সকল দুঃখের সকল কষ্টের অবসান হয়, আমার ভয়, পাছে দুরাত্মা কার্ত্তবীর্য্য আপনার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে।

মহাশ্বেতা। মন্ত্রী! তুমি ক্ষত্রকন্যার বিক্রম জান না, যার পতি পদে মন অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিলীন থাকে, সে কি কখ সামান্য পশুর ভয়ে কাতর হয়। কার্ত্তবীর্য্যের কি সাধ্য যে আমার ছায়া স্পর্শ করে, সূর্য্যকান্ত-মণি স্বভাবতঃ অতি শীতল অতি মনোহর কিন্তু অন্য তেজোময় পদার্থ দেখ্‌লে, আত্ম তেজ উদ্গীরণ ক'র্‌তে থাকে, আর কার্ত্তবীর্য্যও ক্ষত্রকন্যার গর্ভজাত সহস্র দোষ তার শরীরে থা'ক্‌তে পারে, কিন্তু ক্ষত্রিয় রমণীর প্রতি অত্যাচার ক'রতে সে কখনই সাহসী হবে না, সে জন্য তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তবে এক ভয়, কি ক'রে গর্ভস্থ সন্তান, স্বামীর শেষ চিহ্ন, স্বামীর বংশধরকে রক্ষা ক'রব।

গীত।

বিফল জীবন আমার, পতি বিহনে।
এ দেহ অসার, পতি হারা যে দিন হ'তে,

সে দিন হইতে ধারাবহে নয়নেতে,
চিতানল সম চিতা জ্বলে অবিরাম॥
আমি পতিব্রতা সতী, পতি পদে আছে মতি,
নাশিব আজি অরাতী, নহিক সংশয়,
কিন্তু মনে এই বড় ভয়, পাছে গর্ভ বিনাশ হয় গো,
তা হ'লে রাজবংশ লয় হবে একেবারে॥

মন্ত্রী। মা! তাই ব'লছি পলায়ন ক'রে কোনরূপে ীবন রক্ষা ক'রতে পার্‌লে সব রক্ষা হয়।

মহাশ্বেতা। মন্ত্রী। যুদ্ধ যাত্রাকালে পুত্রাধিক সৈন্য গকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত ক'রেছি, যে কদাচ পলায়ন 'রো না, তারা আমার সেই কথায় দৃঢ় ভক্তি ক'রে নায়াসে যুদ্ধ মুখে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে। পলায়ন ক'র্‌লে নায়াসে জীবন রক্ষা ক'র্‌তে পারতো, আমার কথাতেই রা পলায়ন করেনি, হৃষ্টচিত্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে, আমার থায় আমার শত শত পুত্র প্রাণ ত্যাগ ক'র্‌লে আর আমি কটী পুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য সেই কথার অন্যথা ক'রবো, র্ম আমার সহায়, স্বর্গগত পতি আমার সহায়।

মন্ত্রী। মা, সত্যই কি যুদ্ধ ভূমিতে প্রাণ বিসর্জ্জন বেন?

মহাশ্বেতা। কেন? প্রাণ বিসর্জ্জন দেব কেন, কার সাধ্য মাকে হত্যা করে? আমার অদৃষ্টে ত মৃত্যু নাই, এখনও নক সুখ ভোগ বাকি আছে, এখনও ধনরত্ন আছে, সে গুলি হৃত হওয়া বাকি, এখনও লোকে দেখলে সম্মান করে, া ও ভক্তি করে, সেটুকু যাওয়া বাকি, এখনও অন্নবস্ত্রের

অভাব হয় নি, তা হওয়া বাকি, আর যে দুরাত্মা আমার এই সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে, যে রাজরাণীকে পথের ভিখারিণী ক'র্‌লে তার অধঃপাত, তার বংশ নাশ, তার সর্ব্বনাশ দেখা বাকি আছে, এ সকল সুখ দুঃখ ভোগ না করেত আমি ম'র্‌তে পা'রবো না, মৃত্যুর সাধ্য কি আমায় অধিকার করে, তুমি এখন কোনরূপে পলায়ন ক'রে আত্মরক্ষা কর।

মন্ত্রী! মা! আপনি এইরূপ অবস্থায় থাক্‌বেন, আর আমি তুচ্ছ প্রাণের জন্য আপনাকে পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন কর্‌বো, এ কিরূপ অনুমতি ক'র্‌ছেন মা!

মহাশ্বেতা। যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি থাক্‌লে তোমার মৃত্যু নিশ্চয়ই; কিন্তু তুমি বেঁচে থাক্‌লে আমার লাভ আছে আমার সাধের শ্বেতদ্বীপের একটা প্রাণিও বেঁচে আছে একথা মনে উদয় হ'লে আমার প্রাণে কতক শান্তি হবে, তুমি পলায়ন কর।

মন্ত্রী। মা! আমায় ক্ষমা ক'রুন, আমি যাব না।

মহাশ্বেতা। বুঝেছি, আমার আজ্ঞাপালনে আর তোমার প্রবৃত্তি নাই; কিন্তু জান এখনও আমি তোমার প্রভু। যাও, এখনও অবাধ্য হ'য়ো না, এই আমার শেষ আজ্ঞা আর কখন কোন আজ্ঞা তোমায় ক'র্‌বো না। ক'র্‌তেও হবে না।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে, আমার অদৃষ্টে যে এতছিল জানিনা আরও কি কপালে আছে।

(প্রস্থান।

(কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ।)

কার্ত্তবীর্য্য। (স্বগতঃ) একি! এ যে ভীষণ মূর্ত্তি! এই কি সেই শ্বেতকেতুর বিধবা পত্নী (প্রকাশ্যে) কে তুমি?

মহাশ্বেতা। তুমি যার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সমস্ত উৎসন্ন দিয়েছ, অকাতরে যার সর্ব্বস্ব অপহরণ করে যাকে প্রাণে বধ করেও তোমার পৈশাচিক বৃদ্ধি পরিতৃপ্ত হয় নি, আমি সেই দেব সম স্ব... গত ক্ষত্রিয়কুলশিরোমণি মহারাজ শ্বেতকেতুর বিধবা পত্নী।

কার্ত্তবীর্য্য। ওহো! আমি তা চিন্‌তে পারি নি, আমার অধীনস্থ রাজা শ্বেতকেতুর পত্নী?

মহাশ্বেতা। কি ব'ল্‌লে; তোমার অধীনস্থ, মহারাজ শ্বেতকেতু এমন বংশে জন্ম গ্রহণ করেন নি, যে কাহারও অধীনতা স্বীকার করেন, আর অধীনতা স্বীকার কর্‌লেও তোমার মত পিশাচের কর কবলিত হতেন না।

কার্ত্তবীর্য্য। কেন আপনার মৃত্যু আপনি ডেকে আন্‌ছ অসহায়া স্ত্রীলোক যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা দেখে আমার একটু দয়া হয়েছিল, হয়ত তোমার তাতে মঙ্গলই হতো বা হয়ত তোমার জীবন দান, তোমার নষ্ট রাজ্য পুনঃ প্রদান করতেও পারতাম, এখনও সাবধান হও কেন অকালে প্রাণ হারাবে, সব নষ্ট ক'রবে।

মহাশ্বেতা। ক্ষত্রিয়ানী কারো নিকট জীবন ভিক্ষা করেনা বিধবার আবার বাঁচ্‌বার সাধ কি? আর নষ্ট রাজ্যের পুণ্যপ্রাপ্তি কোথায় রাজ্য, কিসের রাজ্য, আমার প্রজাবর্গ, সৈন্য, সামন্ত সকলেই বীরমাতার বীর পুত্র, সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করে হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে স্বর্গে গিয়েছে। এ রাজ্যে কেবল একা আমি আছি, শ্বেতদ্বীপে এক বিন্দু ক্ষত্রিয় শোণিত থাক্‌তে তোমার কিছুতেই জয়ের সম্ভবনা নাই; ধর—অস্ত্র ধর, অনেক হত্যা ক'রেছ, অনেক যুদ্ধ ক'রেছ, কিন্তু এমন যুদ্ধ কখন কর নাই

অনেক কীর্ত্তি বিস্তার ক'রেছ, আমাকে হত্যা করে জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন কর। কোন রাজা স্ত্রী হত্যা করে নি, তুমি আজ তাই কর।

কার্ত্তবীর্য্য। তোমার রাজ্যে যদি কেহ জীবিত না থাকে তবে কেন যুদ্ধে এসেছ, আমি অভয় দান করছি, স্বয়ং সঙ্গে লয়ে যুদ্ধ ভুমির বাইরে রেখে আসছি, তুমি নির্ভয় চিত্তে যথেচ্ছা যেতে পার।

মহাশ্বেতা। আবার ঐ কথা তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয় কুল কলঙ্কের নিকট ক্ষত্রিয়ানী কি কখন জীবন ভিক্ষা করে, ধর অস্ত্র ধর।

কার্ত্তবীর্য্য। আমি এতদিন সমস্ত পৃথিবী জয় করে যে যশ সঞ্চয় কর্‌লাম, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু বরুণ প্রভৃতি দিকপাল-গণ আমার ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত, সেই আমি আজ তোমার ন্যায় অনাথা বিধবা রমণীর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কি সেই ত্রিলোক ব্যাপি যশরাশি কলুষিত ক'র্‌বো, ? ক্ষত্রিয়সমাজ আমায় কি ব'লবে ? নীতিশাস্ত্রে কি বলে,আমি স্ত্রীলোকের ? বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রবো না, তুমি সচ্ছন্দে গমন কর।

মহাশ্বেতা। শ্বেতদ্বীপের দূতকে বন্দীক'রে তার প্রাণ নাশের আজ্ঞা দিয়ে তুমিত যশের সৌরভ খুব বিস্তৃত করেছ নীতিশাস্ত্রের মর্য্যাদাত যথেষ্ট রক্ষা করেছ, তুমি ঘৃণীত পশু, তোমার ধর্ম্ম জ্ঞান নীতিজ্ঞান কোথায়।

কার্ত্তবীর্য্য। চুপকর্‌ পিশাচি, রাক্ষসি, এখনও সাবধান।

মহাশ্বেতা। চুপকর্‌ নর পিশাচ রাক্ষস, সাবধান হ অস্ত্রধরে যুদ্ধ কর।

কার্ত্তবীর্য্য। মৃত্যু যার সম্মুখে, শনি যার রন্ধ্রগত, কে তাকে রক্ষা ক'র্‌বে? তোকে অস্ত্রঘাত ক'রে বা তোর সঙ্গে যুদ্ধ করে আমার অস্ত্র কলুষিত ক'র্‌বো না। তোকে হত্যা ক'রে কেন আমি স্ত্রীহত্যা পাপ সঞ্চয় কর্‌বো (পদাঘাত) দূর হ'!

[প্রস্থান।

(মহাশ্বেতার পতন)

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। যা ভে'বেছি তাই হ'য়েছে, এখন এঁকে নিয়ে পালাতে পারি। (বিশেষ পরীক্ষাকরণ) এখনও দেখ্‌ছি প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই।

মহাশ্বেতা। (মৃদুস্বরে) কেও মন্ত্রীবর, আমায় ধর কোনরূপে যদি পার রণভূমির বাইরে নিয়ে যাও, আমার বড় কষ্ট হোচ্ছে।

মন্ত্রী। মা! আমার কাঁদে হাত দিয়ে ভাল ক'রে ধর।

(তথাকরণ ও প্রস্থান॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন...আশ্রমের সম্মুখ।

(রেনুকা ও সখী তরলিকার প্রবেশ।)

রেণুকা। সখি! আজ সমস্ত দিন মেঘেতে আকাশ কো রে'খেছে, সূর্য্যদেবের দর্শনত একবারও হ'লো না, অসময়ে এরূপ দুর্দ্দিন শুভ লক্ষণ নয়।

তরলিকা। নাও কোথাকার কথা কোথায় এল, হ'ল আকাশে মেঘ তাথেকে তোমার আবার অশুভ লক্ষণ কোথা থেকে এল।

রেণুকা। তুমি জান না সখি! স্বভাবের কার্য্য সকল সময়ে মানুষের হৃদয়ের অনুকরণ করে, যেদিন দেখিবে আকাশ নির্ম্মল, সূর্য্যদেব প্রভাতে রক্তবর্ণ ধারণ ক'রে উঠেছেন, সেইদিন দেখ মানুষ প্রফুল্লচিত্তে আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত আছে। আর যে দিন দেখাবে পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায় মেঘমণ্ডল এসে আকাশমণ্ডলকে আবৃত করেছে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতালোক ও মেঘ গর্জ্জনে পশুপক্ষীর মনে ভয়ের সঞ্চার ক'রে দিচ্ছে, সেইদিন নিশ্চয় জা'নবে কোথাও না কোথাও অস্বাভাবিক অমানুসিক অশ্রুত পূর্ব্ব অদৃষ্টচর একটা ঘটনা ঘট্‌বেই, ঠিক মানুষের মনও স্বভাবের গতির বৈচিত্র ভাব পরিবর্ত্তন করে। আপন মনে আপনি বুঝে দেখ এখন যেমন তোমার মন অপ্রসন্ন, যে রকম স্ফূর্ত্তিহীন রয়ে'ছে যদি একটু পরে মেঘগুলি সরে যায়, সূর্য্যদেব সহস্র কিরণ বিস্তার করেন, যদি অন্ধকার বিনাশ করেন তখই দেখ্‌বে তোমার সেই অপ্রসন্ন মুখ ঐ যথেচ্ছাচারিণী হরিণী ন্যায় প্রফুল্ল ও হৃষ্ট হবে। আমার বোধ হয় আজ কোথায় না কোথায় একটা ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হ'বে।

গীত।

কি অশুভ করি দরশন!
এ নহে সুলক্ষণ, চিত চঞ্চল, নয়নে জল,
বহে অবিরল, না জানি কি হয় ঘটন॥

হইলে আকাশে কাল মেঘ উদয়,
পদে পদে বিপদ ঘটায় গো নিশ্চয়,
জীব জন্তু আদি সব, কেহ নাহি রয়,
অকালে বিশাল বিশ্ব, হয় গো বিনাশন।

তরলিকা। তোমার এক কথা, আজ মেঘ বৃষ্টি, কাল প্রখর রৌদ্রতাপ, আজ গ্রীষ্ম, কাল শীত, জগতের এই রীতি তবে ভীষণ ব্যাপার কি ?

রেণুকা। তুমি ত আমারই কথা ব'ল্‌ছ, এই তপোবন কাল শান্তিময় ছিল, সকলের মুখ প্রফুল্ল, সকলেই আত্মকার্য্য তৎপর, আবার আজ হ'য়ত এমন একটা ঘটনা ঘ'ট্‌বে যে, সকলেই নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বিষণ্ণ মুখে ব'সে থাক্‌বে। রথের চক্র কখন স্থিরভাবে থাকে না, চিরবসন্তও কখন থাকে না।

তরলিকা। তা হ'ক, চল ফুল তুলে নিয়ে আসি, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে।

রেণুকা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ) চল।

তরলিকা। ও কি, অমন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লে যে ?

রেণুকা। না বিশেষ কিছুই না, চল।

(উভয়ের প্রস্থান।

ভৃগুরামের প্রবেশ।

ভৃগুরাম। (স্বগতঃ) বিধাতঃ! নিরন্তর বেদ পাঠে তোমার চিত্ত বিশুদ্ধ, বুদ্ধিবিবেক সম্মার্জ্জিত হ'য়েছে, তবে তুমি কেমন ক'রে আমার অদৃষ্টে এই লিপি সম্বদ্ধ ক'রলে ? সূর্য্যদেব! চন্দ্রমা! পবনদেব! হুতাশন! তোমরাই বা কেমন ক'রে এই জঘন্য ব্যাপার দর্শন ক'র্‌বে ? পৃথিবী! তুমি মাতৃঘাতীকে কেমন ক'রে বহন ক'র্‌বে ? আর বৃথা ভেবেই

বা কি হবে? আজ্ঞা পালন ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রে নদীজলে দেহ বিসর্জ্জ করি, না, না, পিতা যে অমর বর দিয়েছেন। বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টে সব সুখ লিখেছ, মৃত্যুটা লিখ্‌তে পারনি, এই যে স্নেহময়ী জননী এদিকেই আস্‌ছেন। দয়া! তুমি দূর হও মায়া তুমি দূর হও, মাতৃভক্তি! উৎসন্ন যাও, লোকে যেন তোমার নাম পর্য্যন্তও করেনা। মহাতপা জমদগ্নির পুত্র রাম আজ জগতে কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন ক'র্‌বে, যা কেহ কখব মনেও কল্পনা করে নি, পিশাচের হৃদয়েও যে কথা কখন উঠেনি, হিংস্রক যা কখন ক'রতে সাহসী হয় নি, নিঘৃণ চণ্ডালেও যে কার্য্য ক'রতে কুণ্ঠিত, তপস্বীকুল শিরোমণি জমদগ্নি পুত্র আজ সেই কাজ ক'র্‌বে। ইন্দ্র চন্দ্র, বায়ু বরুণ, যম, কুবের, হুতাশন, পৃথি-বীস্থ সমস্ত জীব জন্তুগণ কোথায় আছ, সকলে দেখ্‌বে এস, এমন কাজ কেহ কখন দেখনি, ভবিষ্যতে কেহ কখন দেখ্‌তে পাবেনা আমার মত ক্ষণজন্মা পুরুষ কেহ কখন জগতে জন্মায়নি, জন্মাবে না। আর বিলম্ব না। কোমলতা! দূর হও; হৃদয়! পাষাণ হও; কর্ণ! বধির হও; চক্ষু! অন্ধহও; রামের দক্ষিণ কর! তুমি অনেক দৈবানুষ্ঠান, অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠান, অনেক যাগ যজ্ঞ পূজা ক'রে, প্রচুর পুণ্য সঞ্চয় ক'রেছ, আজ পিতৃ আদেশে মাতৃ হত্যা ক'রে সেই সকল পুণ্যের পরিচয় দাও। করস্থ পরশু! তুমি যে এতদিন ধরে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা ক'রেছ, আজ তোমার সেই শিক্ষিত বিদ্যার প্রথম পরীক্ষা মাতৃহ্যা। আজ আমি তোমার সাহায্যে মাতৃহত্যা ক'রে, ত্রিজগতে মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাব, মাতৃরক্তে তোমাকে অভিষিক্ত ক'রে, মাতৃ-রক্ত তোমাকে পান করাইয়ে, তোমাকে পবিত্র ও তোমার

চির পিপাসা শান্তি ক'র্‌ব। আজ তোমার চাকচিক্য সুতীক্ষ্ণতা রূপ খরধার কাল করালমুখ বিস্তার কর।

(কিঙ্কণ নীরবে থাকিয়া)

কৈ পরশুর উত্তর দিলে না? নীরব হোয়ে রইলে যে? ও বুঝেছি, উত্তর না দেবার কারণ বুঝেছি, আমি মাতৃঘাতী মহাপাপী ব'লে আমার কথায় কর্ণপাত ক'রছ না। সে কথাত মিথ্যা নয়, আমিত মহাপাপী বটে, একাল পর্য্যন্ত তুমি যে কাজ ক'র্‌তে সাহসী হও নি, আমি আজ সেই শোণিত শোষক কার্য্যে প্রবৃত্ত। যদিও জীবে তোমাকে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ব'লে, তোমার নিকটে যেতে ভরসা পায় না, যদিও তোমার চাকচিক্য দেখ্‌লে হৃদয় আতঙ্কে কেঁপে উঠে যদিও তোমার ভীষণ মূর্ত্তি দেখ্‌লে শরীরের শোণিত শুষ্ক হ'তে থাকে, তা'হলেও তুমি আমাপেক্ষা পাষণ্ড নও, তোমাতে অনেক গুণ আছে। অনল সংযোগে তুমি নম্রতাগুণ ধারণ কর, তুমি যার আশ্রয়ে থাক তার যক্ষ, রক্ষ, দৈত্য, দানব, দস্যু ভয় থাকে না, তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল, বিষয় বৈভব রক্ষার তুমি কেবল একমাত্র রক্ষক, একমাত্র পহরী, একমাত্র শাস্ত্রীয়, এভিন্ন তোমাতে আরো অসাধারণ গুণ আছে। তুমি ধরণী জননীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ ক'রে, ভাই, ভগিনী, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি সকলকেই হত্যা ক'রে আস্‌ছো, কিন্তু পর্য্যন্ত মাতৃহত্যা করনি। আজ আমি মাতৃহত্যা ক'র্‌বো। তোমার চেয়ে আমার গুণ, চাকচিক্য, সুতীক্ষ্ণতা খর ধার বেশি কি না বল দেখি? ত্রিলোকবাসীগণ দেখ আজ আমি মাতৃহত্যা ক'র্‌বার জন্য

পরশুময় দেহ ধারণ ক'রে দণ্ডায়মান ;—একি ভয়ঙ্কর কার্য্য! মাতৃহত্যা! যে মা দশমাস দশদিন জঠরে ধারণ ক'রে, কঠোর যন্ত্রণা ভোগ ক'রেছেন। ভূমিষ্ঠ হ'লে যিনি স্তন্যদুগ্ধ দিয়ে জীবন রক্ষা ক'রেছেন, লালন পালন ক'রে বৃদ্ধি ক'রেছেন, স্বহস্তে সেই পুত্রবৎসলা স্নেহময়ী মাকে হত্যা! হৃদয় যে ফেটে যায়, প্রাণ যে বার হ'তে চায়, মর্ম্মগ্রন্থি সকল যে শিথিল হ'তে থাকে, ও কি দুঃখ! কি পরিতাপ।

(রেণুকার প্রবেশ)

রেণুকা। কেন বাবা, তোমার মুখ এত ম্লান কেন? চোক দিয়ে জল প'ড়ছে কেন, কি হ'য়েছে? তোমার পিতা কি তোমাকে কিছু ব'লেছেন?

ভৃগুরাম। (স্বগতঃ) কণ্ঠ! অবরোধ হও! জিহ্বা! শতখণ্ডে বিভক্ত হও, বাক্য! নীরব হও, প্রাণ! বহির্গত হও, দেহ পতন হও, চৈতন্য! অচৈতন্য হও, দর্শন! শক্তিহীন হও, শ্রবণ। বধির হও, জীবাত্মা! বহিস্কৃত হও, আত্মা! পরমাত্মাতে বিলীন হও, হস্তপদ্! ভগ্ন হও, দর্শেন্দ্রিয়! অবশ হও, পঞ্চভূত! পঞ্চভূতে মিলিত হও, আর থেকনা, ক্ষণকাল পরে আমি মাতৃহত্যা পাপ লিপ্ত হ'লে, তোমাদেরও সেই পাপে নিপতিত হ'তে হ'বে সেই জন্যই ব'ল্ছি পূর্ব্বাহ্নেই এ পাপীর পাপদেহ হ'তে, প্রস্থান কর।

রেণুকা। বাবা! কেন, অমন ধারা ক'র্ছো, কি হ'য়েছে বল বাপ?

ভৃগুরাম। মা! না, না, আর মাতৃশব্দ কেন, দেবি! আমি তোমার পুত্র নই।

রেণুকা। সে কি কথা বাবা!

ভৃগুরাম। মা! না, না, দেবি! তোমার সম্মুখে তোমার যম দাঁড়ায়ে, আর কেন পুত্রবোলে সম্বোধন কর।

রেণুকা। আহা, বাছা আমার উন্মাদ হ'য়েছে।

ভৃগুরাম। না, মা! না, দেবি! উন্মাদ নহি, সেত সৌভাগ্যের কথা, উন্মাদে মাতৃহত্যা করে না, উন্মাদের ত বুদ্ধি থাকে না—আমি উন্মাদ নই,—আজ্ঞাবহ দাস।

রেণুকা। কি হ'য়েছে বাবা! স্পষ্ট ক'রে বল?

ভৃগুরাম। কি ব'ল্‌বো, কি শুন্‌বে, যা জগতে কেহ কখন শোনেনি, ত্রিভুবনে যেঘটনা কখন ঘটনাঘটে নি, অন্তঃকালে সেই কথা শোন। পিতার আদেশে তোমার সুপুত্র আজ তোমার মস্তকচ্ছেদ ক'র্‌বে, মা! না, না, দেবি! শুভক্ষণে আমায় প্রসব ক'রেছিলে।

রেণুকা। অ্যাঁঃ! অ্যাঃ! সে কি কথা।

ভৃগুরাম! এই কথা প্রস্তুত হও। মরণকালে একবার পরম পিতার পবিত্র নাম স্মরণ ক'রে নাও। যদি তোমায় আবার জন্ম পরিগ্রহ ক'র্‌তে হয় তা হ'লে তুমি যেন বন্ধ্যা হ'য়ো।

রেণুকা। বাবা!

ভৃগুরাম। না মা, না দেবি! আর অমন স্নেহমাখা সম্বোধন ক'রোনা, দেখ মা, না, না, দেখ দেবি! আমি তোমার পায়ের দিকে চাইতে পার্‌ছি না, কেন আর আমায়

স্নেহমাখা কথা শুনাচ্ছ, যদি আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'র্‌তে না পারি, যদি আমি আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে না পারি,—থাক।

রেণুকা। আচ্ছা আমার অপরাধ ?

ভৃগুরাম। দেবি ! অপরাধের কথা ত জানি না, আমি আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে এসেছি।

রেণুকা। বৎস ! আমি ক্ষত্রিয়া কন্যা মরণের ভয় করি না, কিন্তু আমার এই বড় দুঃখ হোচ্ছে যে পুণ্যের আধার পূজ্য-পাদ পতিদেব আমার অকারণ স্ত্রীহত্যা পাপে লিপ্ত হ'বেন। ভাল তোমার কার্য্য তুমি সম্পন্ন কর। মৃত্যুকালে তোমায় আর কি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বো, তবে তোমাকে আমি এই আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দিগ্বিজয়ী হ'য়ো। একবার ওই দিকে চল, একটু সময় দাও, আমি একবার ভগবান একলিঙ্গকে প্রণাম করে আসি।

ভৃগুরাম। চল।

(উভয়ের প্রস্থান।

(তরলিকার প্রবেশ।)

তরলিকা। এঁরা কোথায় গেলেন এই কথা কোচ্ছিলেন, এর মধ্যে কোথায় গেলেন, চলাফেরা দেখে ভাল ব'লে ত বোধ হ'লো না (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) ওঃ কি কি হ'ল কি সর্ব্বনাশ হ'ল ? (প্রস্থান।

(ভৃগুরামের রক্তাক্ত হস্তে পুনঃ প্রবেশ।)

ভৃগুরাম। (স্বগতঃ) আজ জীবনের প্রধান কার্য্য হ'ল,

প্রতিজ্ঞা রক্ষা হ'ল আর বাকি কি জগত তুমি দেখ,আজ জমদগ্নি পুত্ররাম পিতৃ আদেশে মাতৃহত্যা ক'রে জীবন সার্থক ক'র্‌লে।

(জমদগ্নির প্রবেশ।)

জমদগ্নি। বৎস! ধন্য পুত্র তুমি, ধন্য তোমার জন্ম ধন্য তোমার গর্ভধারিণী।

ভৃগুরাম! পিতঃ শ্রীপদে প্রণত হই (প্রণামান্তর) পিতৃদেব! পিতৃআদেশে মাতৃহত্যা ক'রেছি, আর কারে হত্যা ক'র্‌বো আদেশ করুন।

জমদগ্নি। বৎস! আর কারেও হত্যা ক'র্‌তে হ'বে না, আজ তোমার পিতৃভক্তি গুণে ও অলৌকিক কার্য্য দর্শনে আমি তোমার প্রতি বড় সন্তুষ্ট হয়েছি, এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

ভৃগুরাম। পিতঃ! যদি এ পাতকী পুত্রের প্রতি প্রসন্ন হ'লেন! তবে এই বর প্রদান করুন, যেন জননী আমার পাপ নির্ম্মুক্তা হ'য়ে পুনর্জ্জীবিত হন, ভ্রাতৃগণের জড়ত্ব বিদূরিত হ'য়ে যেন তারা জীবন প্রাপ্ত হয়।

জমদগ্নি। তথাস্তু তাই হ'বে, বৎস! সংসারে মাতৃহত্যা পাপ বড়ই দুষ্কর, বড়ই ভীষণ—দৈবের কারণ সেই পাপ তোমার শরীরে প্রবেশ ক'রেছে, অহঙ্কার শূন্য হ'য়ে অনাহারে থেকে জটাজীর্ণ ধারণ পূর্ব্বক এক বৎসরকাল তীর্থ পর্য্যটন ক'র্‌লেই, তোমার পাপ মোচন হ'বে।

ভৃগুরাম। পিতৃদেব! মাতৃহত্যা পাপ মোচনের উপায়ত ব'ল্‌লে, করস্থ পরশু মোচনের উপায় কি? দুর্ব্বহ পরশু

ভারে যে আমি বড়ই কাতর হ'য়ে পড়েছি, কিছুতেই যে পরশু স্খলিত হোচ্ছে না।

জমদগ্নি। বৎস রাম! তুমি যতই চেষ্টা কর, সকল চেষ্টাই এখন তোমার বিফল হ'বে, এখন তোমার করস্থ পরশু কিছুতেই স্খলিত হ'বে না। আমি যোগবলে জেনেছি তুমি একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় ক'রে, যে দিন ব্রহ্মপুত্রে গিয়ে অবগাহন ক'র্‌বে সেই দিন পরশু স্খলিত হ'বে। বৎস! আর বেশী ব'ল্‌বার কিছুই নাই, বেলা হ'য়েছে অতিথি সৎকারের সময় উপস্থিত, তুমি শতানন্দকে সঙ্গে ক'রে, বন প্রদেশে গিয়ে দেখ কোন অতিথি উপস্থিত হ'য়েছেন কি না, দেখ।

ভৃগুরাম। যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান !

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বন প্রদেশস্থ কুঠীর।

(শ্বেতদ্বীপ মন্ত্রীর প্রবেশ।)

ন্ত্রী। (স্বগতঃ) কি অদৃষ্ট ক'রেই এসেছি, নিজের ব গিয়েছে, অন্নদাতা প্রভুর সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছে, এখন একটা াগল নিয়ে বিব্রত হ'য়ে প'ড়েছি, ফেলে রেখেও যেতে ারিনি, আর যাই বা কোথায়, যেখানে যাব সেইখানেই ার্ত্তবীর্য্যের চর আছে, আহা! যাঁকে এত যত্নকরে যমের খ থেকে ফিরিয়ে আন্‌লাম, কার্ত্তবীর্য্যের পদাঘাতে যখনই র্ভস্রাব হ'ল, তখনই আমি প্রাণপণে সেবা শুশ্রুষা ক'রে াকে বাঁচালাম। রাত্রদিন গ্রাহ্য ক'রিনি, আহার নিদ্রা মনে 'রিনি, আজ কেমন ক'রে সেই মহাশ্বেতাকে উন্মাদ বস্থায় একলা বনের মধ্যে ফেলে রেখে চলে যাব। এখন ুতেও ইচ্ছা হয় না, ওঃ বেলা প্রায় অবসান, যাই দেখি, যদি ছু ফল পাড়্‌তে পারি, যদি কোন রকম ক'রে কিছু ওয়াতে পায়ি, আজ তিনদিন ত পেটে একটু জলও য় নি।

(প্রস্থান।

গান করিতে করিতে পাগলিনীর বেশে
(মহাশ্বেতার প্রবেশ।)

গীত।

ওমা কালী মুণ্ডমালী, দেখবো না তোয় দেখবো না।
ভুলেও কখন আমি, ডাক্‌বোনা তোয় ডাক্‌বোনা॥
পা দিয়ে ভোলার বুকে, বড় বল বেড়েছে বুকে,
তাই বুঝি এলি তুই রুকে, ছোঁব না তোয় ছোঁব না।
দেখে তোর কদর্য্য লীলা, ভুলেছে তোর পাগল ভোলা,
জপে সদা হাড়ের মালা, দেখবে না তোয় দেখবে না॥

মহাশ্বেতা। (স্বগতঃ) বেটীর চেহারা দেখ, যেমন আকৃতি তেমন প্রকৃতি, বুড়ো মাগীর একটু লজ্জা নাই, আবার ডান দিকের উপর হাত খানা উঁচুক'রে র'য়েছে—যা, স'রে যা, তোর ত মুরদ বড়, আবার আশীর্ব্বাদ ক'র্‌তে এসেছে, ওকে ? ও হাতে কার মুণ্ড ? কার্ত্তবীর্য্যের না, (বিকট হাস্য) কেমন হ'য়েছে-প্রতিশোধ হ'য়েছে ত ? প্রতিহিংসা, প্রতি-হিংসা, প্রতিহিংসা। (পতন ও মূর্চ্ছা।)

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। যা ভেবেছি তাই, যাই ধরে নিয়ে আমার কুঠিরে যাই।

মহাশ্বেতা। (হঠাৎ উঠিয়া) কেও কার্ত্তবীর্য্য, এততেও তোমার সাধ মিটিনি। আমার স্বামীকে খুন ক'রেছ, আমার ছেলের মতন প্রজাগণকে হত্যা ক'রেছ, সৈন্যের রক্তে শ্বেত-দ্বীপে নদী বইয়ে দিয়েছ, আমাকে ভিখারিণী ক'রেছ, তাতেও তোমার সাধ মিটিনি ? তাই আমার শ্বশুরের বংশধর আমার

এই ননীর পুতুলটীকে কেড়ে নিতে এ'সেছ? একেও কি খুন ক'র্‌বে নাকি? আমি দোবনা, দোবনা, তুই দূর হ দূর হ।

(পতন ও মূর্চ্ছা।)

মন্ত্রী। মা! কোথায় কার্ত্তবীর্য্য, সেত এখানে নাই, এ যে আমি, তোমার ছেলে গুণসিন্ধু।

মহাশ্বেতা। (উঠিয়া) এখন কি অন্য মতিগতি আছে, এখন মতিগতি কেবল প্রতিহিংসা ঐ দেখ আবার ছেলে কেড়ে নিতে এসেছে, দাঁড়া, আমি রাজার কাছে পালিয়ে যাই। তার কোলে ছেলে দিইগে, তাহ'লে তুইত কেড়ে নিতে পার্‌বিনে, বেশ হ'য়েছে এবার ধর দেকি।

(দ্রুত পলায়ন।)

মন্ত্রী। (স্বগতঃ) দেখি আবার কোথায় যান পাছে জলে ঝাঁপ দেন, হা ভগবান আমার অদৃষ্টে এতও লিখেছিলে।

(প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আশ্রম পার্শ্ব।

(কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ।)

কার্ত্তবীর্য্য। (স্বগতঃ) কেন আজ এ রকমটা হ'চ্ছে? যে দিক্ দেখি সেইদিকেই বিঘ্ন! সৈন্য-সামন্ত যে কোথায় তারত কিছুই সন্ধান পেলাম না, এ সময় বয়স্যকে পেলেও

কথঞ্চিৎ সুস্থ হ'তাম, তার সঙ্গে সরল আলাপ ক'রলেও মনটা কিছু ঠাণ্ডা হ'তো তা সে ব্রাহ্মণ যে কোথায় গেল, তারও কোন সন্ধান পেলাম না, এদিকেও ত বেলাও যায়, চারিদিকে লোক পাঠালেম, কেওত কোন সন্ধান আন্‌তে পাল্লে না, বাঘ ভালুকে খেলে বা ? আহা ! বেচারা ভাল মানুষ, তাকে সঙ্গে না নিয়েই বা বাড়ী যাই কেমন ক'রে। ঐ সরোবর তীরে গিয়ে একটু বসি !

(প্রস্থান।

(শতানন্দ সহ ভৃগুরামর প্রবেশ।)

শতানন্দ। ভাই রাম ! জগতের গতিই এই। নিয়তি চক্র কে অতিক্রম ক'র্‌তে পারে ? বিধাতার চক্র পরিবর্ত্তনে ভগবানকেও বরাহ রূপ ধারণ ক'র্‌তে হ'য়েছিল। তুমি আমি কোন্ ছার, অদৃষ্টে যা ছিল ঘটে গেছে, ভেবে কি ক'র্‌বে বল ? আর তুমিত আত্ম ইচ্ছায় এ কার্য্য কর নি, কেন বৃথা নিরন্তর শোক ক'রে আপনার শরীর নষ্ট কর, যতই ভাব্‌বে ততই মন ব্যাকুল হ'বে।

ভৃগুরাম। দেখ ভাই ! বুঝি সব কিন্তু যখন আমার মার সেই মুখখানি মনে পড়ে ক্রোধে, ক্ষোভে, লজ্জায়, অভিমানে, দুঃখে শুষ্ক মার সেই মুখখানি যখন ভাবি তখন যে প্রাণের ভিতর কি হয় তা যদি পিতা একবার মনেও ভাবতেন, তা হ'লে বোধ হয় আমার এ যন্ত্রণা হ'ত না।

শতানন্দ। তার আর কি ক'র্‌বে বল- উপায়ত নাই ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

রাম। ধৈর্য্য? ধৈর্য্যের বাকি কি, আবার ধৈর্য্য কাকে বলে, সেই জগদ্বিখ্যাত অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব কার্য্য কত দিন হ'ল হ'য়ে গেছে, পুত্রবৎসলা জননীর নাম জগত হ'তে লুপ্ত হ'য়েছে,কিন্তু আমারত কিছু হয় নি। আমি যে রাম সেই রামই আছি, আমার চক্ষেও জল নাই, মুখেও হা হতাশ নাই, আবার আহার কচ্ছি, আবার নিদ্রাও যাচ্ছি, পিতার আদেশ আবার তপস্যাতেনিযুক্ত হোচ্ছি, তবে আবার ধৈর্য্য কার নাম।

শতানন্দ। চল চল স্নান ক'রবে চল, অভিষেকের সময় হ'য়েছে চল।

রাম। যার মাতৃরক্তে অভিষেক হ'য়েছে, তীর্থজলে তার কি হ'বে?

শতানন্দ। আহা স্নান ক'রে কতকটা শরীর ঠাণ্ডা হ'বে এখন।

রাম। স্নান ক'রে বাহিরে ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু ভিতরের ঠাউরাচ্ছ কি, ভেতরে যে পুরে ছাই হ'য়ে গেল। কোথায় সে আগুণ নির্ব্বাণ হ'বে।

শতানন্দ। তাত সত্য এখন চল স্নান ক'র্‌বে!

রাম। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দামোদর সহ দৌবারিকের প্রবেশ।)

দামোদর। বাপু! পোয়াটাক্ ব'লতে সাড়ে সাতাশ পোয়া নিয়ে এসেছ, কি মতলবটা বল দেখি, তোমাদের দেশের পোয়া মাপটা আমাকে দেখাতে পার, আর ক পোয়া আছে তোমার?

দৌবারিক। আজ্ঞে এই এসে প'ড়েছি আর কি ?

দামোদর। সে ত অনেকক্ষণই প'ড়্ছ ত ?

দৌবারিক। আর একটু খানি যে'তে হ'বে।

দামোদর। আর একটু খানি গেলেই যমের বাড়ী পৌছান যায়, তা বাপু, তোমার সখ থাকে তুমিই যাও, আমার যম রাজার সঙ্গে তাদৃশ আলাপ পরিচয় নাই, তোমার গুষ্টিবর্গ সঙ্গে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা কর গিয়ে, আমি ত আর বাপু এক পাও নড়্ছিনা, তোমার এক পোয়াই হ'ক্ আর তিন ছটাক সাত কাঁচ্চাই হ'ক, শর্ম্মা আর নড়ছেন না, ইচ্ছা হয় তোমাদের রাজাকে এখানে ডেকে নিয়ে এস, কেন এই বা কি কথা ? আমি বামুনের ছেলে এতটা পথ তার জন্যে হেটে আ'স্তে পা'র্লাম, আর তিনি এইটু হেঁটে আমার সঙ্গে দেখা ক'র্তে পারেন না, ওঃ রাজচক্রবর্ত্তি আর কি ?

দৌবারিক। আজ্ঞে তিনি চক্রবর্ত্তি নয়ত রাজচক্রবর্ত্তিকে।

দামোদর। রাখ্ তোর রাজচক্রবর্ত্তি, রাজচক্রবর্ত্তি কখন বামন কে খুন ক'রে, ব্রহ্মহত্যা ক'র্তে বসেছেন, আবার চক্রবর্ত্তি, চণ্ডাল, চণ্ডাল,

(কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ।)

কার্ত্তবীর্য্য। কে হে! চণ্ডাল কে হে!

দামোদর। ওঃ বাবা, (জিব কাটিয়া) সামনেই যে, আজ্ঞে মহারাজ! এই আমাদের ঘরোয়া আপোসে দুটো কথা হচ্ছিল।

কার্ত্তবীর্য্য। সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে বড় কষ্ট হ'য়েছে, আছ কেমন।

দামোদর। পরিপাটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, তবে কেবল পায়ের আঙ্গুলকটী গেছে, আর পেটের ভেতরকার নাড়ি ভুঁড়ি গুলো নাই।

কার্ত্তবীর্য্য। আঙ্গুল কটী গেছে কি রকম ?

দামোদর। হেঁটে, হেঁটে, আমার আঙ্গুল কি এ রকম দেখেছিলেন, ভাগ্যবানের আঙ্গুল কি এ রকম ? এই এত বড় ছিল (হস্তের দ্বারা দর্শন) প্রায় বার আনা রকম সাবাড় হ'য়েছে।

কার্ত্তবীর্য্য। কেন আঙ্গুল গুলিত ঠিক আছে।

দামোদর। রাজবুদ্ধিতে ঐ রকম দেখায় বটে, বলি আমার আঙ্গুল আমি জানি না আপনি জানেন। আমার নিজহাতে মাপা একটী একটী আঙ্গুল সওয়া হাত ছিল।

কার্ত্তবীর্য্য। তা যেন ছিল, পেটের নাড়ী ভুড়ির কি হ'লো ?

দামোদর। জঠরানল গ্রাস ক'রেছে।

কার্ত্তবীর্য্য। নাও নাও এখন চল।

দামোদর। কোন চুলোয় যাবো, আর কি ন'ড়্‌বার চ'ড়বার শক্তি আছে।

কার্ত্তবীর্য্য। চল, আহারাদির আয়োজন ত ক'র্‌তে হ'বে।

দামোদর। হাঁ তাতে আমার আপত্তি নাই উঠুন না, চলুন, ও আবার কে দুজন—ও আবার কে দুজন আসে, থামুন, দাঁড়ান, মহারাজ! দুটী ঋষি গোছ দে'খ্‌ছি যে।

(শতানন্দ সহ পরশুরামের প্রবেশ।)

কার্ত্তবীর্য্য। দেব। প্রণমামি। (প্রণাম)

রাম। মনোভিষ্ট সিদ্ধিরস্তু।

শতানন্দ। কে আপ্‌নারা? কি প্রয়োজনে এখানে এসেছেন?

দামোদর। আমার নাম শ্রীমান দামোদর শর্ম্মা, একজন ব্রাহ্মণ, আর ইনি আমারই সহচর হৈহয়বংশ সম্ভূত রাজ-চক্রবর্ত্তী শ্রী কার্ত্তবীর্য্য ক্ষত্রিয় আর কে বু'ঝতে পা'র্‌ছেন না?

রাম। আজ তপোবন পবিত্র হ'লো, আশ্রমবাসীরা কৃতার্থ হ'লো।

দামোদর। আমার পায়ের ধূলায় তা হ'তে পারে।

রাম। অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তপোবনে প্রবেশ ক'রে, অতিথি সৎকার গ্রহণ করুন।

কার্ত্তবীর্য্য। কোন ঋষি পুঙ্গম এই আশ্রম পবিত্র ক'রে আছেন?

রাম। মহা প্রভাবশালী ভগবান জমদগ্নির নাম শ্রবণ ক'রেছেন কি? তিনিই এই আশ্রমের অধিপতি!

কার্ত্তবীর্য্য। চল বয়স্য, মহর্ষির পদ বন্দনা ক'রে জীবন সার্থক ও দেহ পবিত্র ক'রে আসি।

দামোদর। (রামের প্রতি) সৎকারের কথায় কি ব'লছিলেন?

রাম। অতিথি সৎকার তপস্বীর প্রধান ধর্ম্ম, আপনাদের সৎকার না ক'রে ত ছেড়ে দেব না।

দামোদর। ওমহারাজ! সৎকার কি ব'লে, পোড়াবে নাকি?

কার্ত্তবীর্য্য। না না সেবা শুশ্রুষা ক'র্‌বে। সমস্তদিন ক্লান্ত হ'য়েছ আহারাদি করাইয়ে শ্রান্তি দূর ক'র্‌বে।

দামোদর। বটে, বটে, তবে আর বিলম্ব ক'র্‌ছেন কেন? (রামের প্রতি) কি জান ঠাকুর, আমি একটু কাণে খাঁক্‌তি আছি, চলুন চলুন।

রাম। আজ আমাদের ধর্ম্মচর্য্যা সফল হ'লো, এই দিকে আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মাহেশ্বতীপুরী—রাজান্তঃপুর।

(মনোরমা ও পত্রলেখার প্রবেশ।)

পত্রলেখা। দেবি! তুমি কেন এত কাতর হ'য়েছ, দিনের পর আবার রাত্রি আসে, আবার কুমুদিনীর সঙ্গে চন্দ্রের মিলন হয়, যেখানেই বিরহ সেইখানেই মিলন, কেন এত কাতর হও, শীঘ্রই মহারাজ ফিরে আস্‌বেন, অত ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে অত চ'কের জল ফেলে কেন অমঙ্গল ক'র্‌ছ?

মনোরমা। তা নয় পত্রলেখা, তা নয় সতীর স্বামী বিরহে অবশ্য কষ্ট হয় বই কি? সেজন্য আমি এত কাতর হই না, আজ এক ঘটনা দেখে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে।

পত্রলেখা। কি, কি, আজ আবার কি হ'য়েছে ?

মনোরমা। রাজ্যমধ্যে দুঃর্ভিক্ষ হ'য়েছে তাও ত শু'নেছ, মহারাজ দেশান্তরে উল্লাসে যুদ্ধ জয় ক'র্ছেন আর এদিকে প্রজাবর্গ অনাহারে প্রাণত্যাগ ক'র্ছে। আজ প্রজাগণ আমার সাম্নে এসে যে রকম বিলাপ ক'র্তে লা'গ্লো, তাদের যে রকম শরীরের অবস্থা দে'খ্লাম, তাতে আমার বুক ফেটে গেছে, তারাও মানুষ আমিও মানুষ, অন্না-ভাবে কেহ বা পুত্র কন্যা বিক্রি ক'র্ছে, কেহ বা গাছের পাতা খাচ্ছে, কেহ বা অনাহারে মারা প'ড়্ছে, আর তাদের রাজরাণী আমি চব্য চোষ্য আহার ক'র্ছি, আমার সুখ সম্ভোগ ধন সম্পত্তি যা কিছু সব তাদেরই, তাদের কষ্ট কি চ'কে দেখা যায়, মহারাজ বাটী নাই, পুত্রেরা ত আমার রাজকার্য্য বুঝেনা, কাকে একথা ব'ল্বো, কাকে এ দুঃখ জানাব, শোকে দুঃখে মনস্তাপে লজ্জায় আমার মনে যে কি ভাবের উদয় হ'চ্ছে, তা আমি তোমায় কি ব'ল্ব।

পত্রলেখা। এ দুর্ভিক্ষের কথা ত এতদিন শুনিনি।

মনোরমা। কে আমায় ব'ল্বে, শুন্লাম প্রজারা যখনই এসেছে তখনই মহারাজ দেশান্তরে ব'লে, অমাত্যেরা বিদায় ক'রে দি'য়েছে—আজ তারা মানের ভয়, প্রাণের ভয়, পরি-ত্যাগ ক'রে আমার কাছ পর্য্যন্ত এ'সেছিল, তাই সম্বাদ পেলাম।

পত্রলেখা। অন্নপূর্ণা দেখে তাদের অন্নের সংস্থান হ'ল।

মনোরমা। আমি যদি অন্নপূর্ণা হ'ব তাহ'লে আমার সন্তানেরা অন্নাভাবে কষ্ট পায়।

(শুর সেনের প্রবেশ।)

শুরসেন। জননী প্রণাম হই, (প্রণাম) মা! পিতার কোন সম্বাদ এসেছে? তিনি ক'বে আ'স্‌বেন?

মনোরমা। না বাবা, এখনও কোন সম্বাদ পাইনি, কেন একথা আজ জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ?

শুরসেন। মা! একটা সম্বাদ তুমি পেয়েছ কি?

মনোরমা। কি সম্বাদ?

শুরসেন। শু'ন্‌লাম দেশে দুর্ভিক্ষ হ'য়েছে অন্নাভাবে প্রজারা মারা যাচ্ছে, দুর্ভিক্ষ কি, মা?

পত্রলেখা। বৎস! দুঃর্ভিক্ষ কি জান না—আহা তা তোমার জেনে কাজ নাই।

শুরসেন। মা! দুর্ভিক্ষ মানে, না খেতে পাওয়া ত, কৈ আমরা ত বেশ খেতে পাচ্ছি, তবে আমাদের প্রজারা খেতে পাচ্ছে না কেন?

মনোরমা। বাবা! স্থির হও, মহারাজ দেশে ফিরে এ'লেই সব শান্তি হ'বে।

শুরসেন। ততদিন প্রজারা না খেয়ে কেমন ক'রে বাঁচ্‌বে?

মনোরমা। এতদিন সম্বাদ পাই নাই আজ সম্বাদ পেয়ে তার প্রতিবিধান ক'রেছি।

শুরসেন। কি ক'রেছ?

মনোরমা। রাজ ভাণ্ডার খুলে দিইছি, যার যা প্রয়োজন সেইমত আহারীয় দ্রব্য দিতে অনুমতি দিইছি।

শুরসেন। ভাল মা! আমাদের রাজ্যে সহসা এরূপ দুর্ভিক্ষ

হ'ন কেন ? আচার্য্যের মুখে শুনেছিলাম রাজার দোষ হ'লে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হয়—হাঁমা ! পিতার কি কোন দোষ হ'য়েছে।

মনোরমা। বাবা ! এ দেব চরিত, এ কে বু'ঝ্‌বে বল।

শুরসেন। হাঁ বুঝেছি, পিতা আগে রাজ্যে ফিরে আসুন, তারপর সে কথা। [প্রস্থান।

মনোরমা। পত্রলেখা। বাছা আমার রাগ ক'রে গেল, দেখ, কোথায় যায়। [প্রস্থান।

মনোরমা। (স্বগতঃ) জগদীশ্বর ! স্ত্রীলোক বুদ্ধিহীনা, সুতরাং পদে পদে তোমার পদে অপরাধিনী, কিসে কি হয়, জানিনা, বুঝিনা বু'ঝ্‌তেও চাহিনা, মহারাজের ত কোন দোষ নাই, তবে তাঁর রাজ্যে এ উৎপীড়ন কেন ? অনাথবন্ধু ! দীননাথ ! আমার প্রজা সকলকে সুখে রাখ, দুর্ভিক্ষ দমন ক'রে আমার মনে শান্তি দাও। [প্রস্থান।

গীত।

নাহি ভক্তিবল তপোবল সাধন বল।
দীননাথ ওহে দয়াময়, দীন হীনের বন্ধু দিন তারণ হে,
ভরসা পদ কমল।
তোমার কৃপা হ'লে পরে, পঙ্গুলঙ্ঘে গিরি বরে,
শিশুধরে শশধরে জয় করে শমন ;
ভেকেতে সিন্ধু সন্তরে, পাপী তাপী ভব পারে,
অনায়াসে যায় তরে, পায় শ্রীচরণ ;
করি ভিক্ষে কর রক্ষে, দুর্ভিক্ষে প্রজাগণ,
কর শান্তিময়, শান্তিবারি বরিষণে সুশীতল।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

আশ্রম পথ।

(উদ্গার করিতে করিতে সৈন্যদ্বয়ের প্রবেশ।)

প্র সৈন্য। বাপ্‌রে বাপ্‌ কি খাওয়াটাই খাই[illegible] নড়্‌বার চ'ড়্‌বার যো নাই। পেট চড় চড়্‌ ক'রছে, [illegible] উঠেছে।

দ্বি সৈন্য। ওরে, তোর ত গলায় ঠেলে উ[illegible], [illegible] যে নিচে দিয়ে বার হ'বার যোগাড় হ'চ্ছে। এই যে (পেটে হাত দিয়া) বেহদ্দ খেয়ে পেট ফুলে যেন [illegible] জন্মে এমন কখন খায়নি, দেখিনি মুখেও ওঠেনি। [illegible] আগে প্রাণ নিয়ে পৌঁছাতে পা'র্‌লে বাঁচি!

প্র সৈন্য। (উদ্গার) ওরে, তুইত এখনও [illegible] আমি যে গিইছি, এই দেখ আমার মুখ দিয়ে [illegible] চোক দুটো কপালে উঠেছে।

দ্বি সৈন্য। ওঃ পেট ফেটে যাচ্ছে। চোকে সব ধোঁয়া দে'খ্‌ছি, কেবল না'ম্‌ছে আর উ'ঠ্‌ছে।

প্র সৈন্য। নাম্‌ছে উঠ্‌ছে কি? তবে কি বেসামাল হ'য়েছিস?

দ্বি সৈন্য। অনেকক্ষণ।

প্র সৈন্য। কাপড়ে বাহ্যে গিয়াছিস নাকি?

দ্বি সৈন্য। হুঃ।

প্র সৈন্য। হুঃ কিরে।

দ্বি সৈন্য। খেয়েই একবার, তারপর একবার, তারপর একবার, এইবার চার বার, আর একবার হ'লেই শিঙ্গে ফু'ক্‌তে হ'বে।

প্র সৈন্য। ওরে, সুধু তোকে ফু'ক্‌তে হ'বেনা, আমাকেও ফু'ক্‌তে হ'বে হ'বার মধ্যে এই হ'বে বৌর সঙ্গে দেখা হ'বে না।

দ্বি সৈন্য। ওরে, আমি যে হালে বিয়ে ক'রিছি, আমার যে কচী বৌ তার যে আমি বই আর কেও নাই, তার মুখখানি মনে হ'চ্ছে আর দুই চোক দিয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল ঝ'র্‌ছে। (রোদন)

প্র সৈন্য। এখন কাঁদলে কি হ'বে খ্যাটনের সময় বৌকে মনে ক'রে খেতে পারিস্ নি।

দ্বি সৈন্য। সে সময় কি বৌর দিকে মন ছিল, খ্যাটনের দিকেই মন ছিল।

প্র সৈন্য। যা হ'ক যদি এযাত্রায় বাঁচি তাহ'লে একমাস আর কিছু খেতে হ'বে না।

দ্বি সৈন্য। একমাস কি আমার তো দু-তিন মাস খেতে হ'বে না।

প্র সৈন্য। ওঃ এখনও পেট ক'মেনি, যেমন পেট তেমনি।

দ্বি সৈন্য। না'ম্‌বে না কি ?

প্র সৈন্য। সুধু কি আজ না'ম্‌বে, যে পাকমাল বোঝাই ক'রেছি যতদিন বাঁচব তত দিনই না'ম্‌বে, কুকুরের পেটে কি ঘি পাক পায়।

দ্বি সৈন্য। ওরে, খ্যাটন ক'রেত আমাদেত এই দশা

রাজা, মন্ত্রী, বয়স্য, তাদের কি দশা ঘটেছে, কিছুই বু'ঝতে পা'রছিনা।

প্র সৈন্য। তাদেরো এই দশা ঘ'টেছে। তবে বেশী ।ার কম।

দ্বি সৈন্য। বেশী কম কিসে?

প্র সৈন্য। কিসে বলি শোন, রাজারা মধ্যে মধ্যে এ রকম পাকা মাল প্রায়ই খেয়ে থাকে। অভ্যাস থাকায় সহজেই পাক পায়, আমাদের এই হাতে খড়ি, সইবে কেন? সিংহের আহার শৃগালে খেয়ে কি সহ্য ক'র্‌তে পারে? আমাদের পাকামাল খাওয়াই ঝক্‌মারি হ'য়েছে।

দ্বি সৈন্য। ঝক্‌মারি ব'লে ঝক্‌মারি, একশবার, হাজার বার, ল'ক্ষবার।

প্র সৈন্য। ঝক্‌মারি যা হ'বার তাত হ'য়েছেই। এখন একটা কথা বলি শোন, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ এত রকম খাবাড় যোগাড় ক'র্‌লে কোথা থেকে? কুঠিরেত কিছুই দে'খলাম না—দে'খলাম কতকগুলো তিল, কুশ, যব।

দ্বি সৈন্য। তাতো আমিও দেখেছি, টাকা কড়ি যদি নাই তবে এত বড় লম্বা চওড়া কাণ্ডটা কি ক'রে ক'র্‌লে। তন্ত্র, মন্ত্র, না ভোজ বিদ্যা বলে, কাণ্ডটা বড় সহজ কাণ্ড নয়, প্রকাণ্ড কাণ্ড, রাজা রাজড়াও এমন কাণ্ড ক'র্‌তে পারেন না।

প্র সৈন্য। আমি মুনির কাণ্ড কারখানা দেখে ভ্যাবা চ্যাকা হ'য়ে গেছি, ক'র্‌লে কি? ভিক্ষুক হ'য়ে দশ হাজার লোককে খাইয়ে দিলে, খাওয়ান ব'লে খাওয়ান বেহদ্দ খাওয়ান। প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

দ্বি সৈন্য। তা, আমার বোধ হয়, মুনির কিছু গাড়া ধন আছে।

প্র সৈন্য। আছে কি, নিশ্চই আছে। তবে মুনিটে বড় চাপা, তাইতে কেউ টের পায় না।

দ্বি সৈন্য। চাপা-চাপি সবই মিছে, আমি যা বলি শোন, মুনির সেই কপিলা গাইটা দেখিছিস্।

প্র সৈন্য। দেখেছি।

দ্বি সৈন্য। সেইটীই লক্ষ্মী! সেই লক্ষ্মী হ'তেই মুনির যা কিছু সব!

প্র সৈন্য। ঠিক্, ঠিক্, সেটা লক্ষ্মীই ঠিক, লক্ষ্মীর মত চেহারাও ঠিক্, সেইত এই সকল যোগাড় ক'রে খাইয়ে দিয়ে, আমাদেরও খেলে।

দ্বি সৈন্য। খেলে ব'লে খেলে জন্মের মত খেলে, আর আমাদের উটো ধানের পত্তি ক'র্‌তে হবে না!

(শুকনাসের প্রবেশ)

শুকনাস। বলি তোরা এখানে জটলা বেঁধে গোলমাল ক'র্‌ছিস কেন?

প্রসৈন্য। বড় গোলমাল নয় বাবা, পাকামালে পয়মাল ক'রে তুলেছে। (কাচায় হাতদিয়া) এই দেখুন বেসামাল হ'য়ে প'ড়েছি মুখ দিয়ে পোঁদ দিয়ে কেবল বার হ'চ্ছে।

দ্বি সৈন্য। মন্ত্রী মহাশয়! আপনাদের বারটার হ'চ্ছে?

শুকনাস। কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা।

দ্বি সৈন্য। আজ্ঞে আপনার সঙ্গে কি ঠাট্টা ক'র্‌তে পারি; তবে খ্যাট্‌টা খুব হ'য়েছে তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌লাম।

শুকনাস। আচ্ছা, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বল দেখি?

দ্বি সৈন্য। কি বলুন না?

শুকনাস। মুনির আশ্রমে ধনরত্নাদি কিছু আছে দেখেছিস?

দ্বি সৈন্য। আজ্ঞে কই না, সে সব ত কিছুই দেখিনি, তবে দেখ্‌বার মধ্যে একটা বড় আশ্চর্য্য রত্ন দেখেছি।

শুকনাস। কি?

প্র সৈন্য। মুনির যে কপিলা গাইটী আছে দেখেছেন, সেইটীই মুনির অমূল্য রত্ন, সাত রাজার ধন এক মাণিক, সেই মাণিকের সাহায্যেই এতদূর খাবার যোগাড় হ'য়েছে। সেটাকে যত দোহন করে তত রত্ন দেয়। মন্ত্রী মহাশয়! ছলে বলে কলে কৌশলে কপিলাকে যদি রাজবাড়ী নিয়ে যেতে পারেন তাহ'লে রাজভাণ্ডার ধনরত্নে ছেয়ে উঠ্‌বে।

শুকনাস। তোদের কথায় আমার বিশ্বাস হয় না, আমি একবার ভাল ক'রে সন্ধান জেনে যাই।

[প্রস্থান।

সৈন্য দ্বয়। আপনি যান আমরাও ময়দানে গিয়ে গা ঢালি গে।

[প্রস্থান।

(দামোদর সহ কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ।)

দামোদর। (উদ্গার করিয়া) মহারাজ! রাগ ক'র্‌বেন না, সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি, এমন ধারা আহারটা রাজবাড়ীতেও কখনো ঘটে নাই—বাপ্‌রে বাপ্‌ তর বেতর, যে যত চায়, রাজবাড়ীতেও দেখা গেছে, ভাল জিনিষ হ'লেই ঠাকুরের

প্রসাদের কত পাতে একটু ছুঁইয়ে দিয়েই পালায়। এ পরিবেশনি বেটারা পাতের কাছ থেকে নড়ে না, একেবারে ছেকা ভেকা ক'রে ধরে।

কার্ত্তবীর্য্য। তুমি কি ব'ল্‌ছো, তুমি ভিতরের ভাবত বুঝ্‌তে পার্‌ছো না।

দামোদর। আজ্ঞে ভেতরের দরকার কি, উপরেত বেশ বুঝ্‌তে পা'র্‌ছি, হাত পাঁচ ছয় ঠেলে বেরিয়েছে, স্ত্রীলোকের সতর মাস গর্ভতেও এমনটা হয় না, আচ্ছা মহারাজ! মুনিরা ব্রহ্মহত্যায় কি ভয় করে না ?

কার্ত্তবীর্য্য। ও সব কথা থাক্ এখন কাজের কথা ভাব।

দামোদর। ভাব্‌তে হয় আপনি ভাবুন, আমার পেটে ভাব্‌বার যায়গা নাই, লোকে বলে আকণ্ঠা, আমার আঠোঁট ল'য়েছে, যাইহ'ক মহারাজ! মুনির কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হ'য়েগেছি, বলি মহারাজ! আপনি কি সেখানে কোন লোক পাঠায়েছেন ?

কার্ত্তবীর্য্য। পাঠায়েছি মন্ত্রীবরে জানিতে সন্ধান
জমদগ্নির আশ্রমে।
এখনি আসিবে ফিরি সন্ধান লইয়ে।

(শুকনাসের প্রবেশ।)

শুকনাস। মহারাজ! প্রণমি চরণে।
করি নিবেদন, কর অবধান,
গিয়েছিনু মুনির আশ্রমে।
একে একে দেখিনু সকলি,
কিন্তু নাহি ধনরত্ন বসন ভূষণ,

রজত কাঞ্চন বাসন স্বর্ণ অলঙ্কার।
আছে মাত্র আশ্রমেতে বন ফল ফুল,
কোশা কুশী কুশ তিল আতপ তণ্ডুল।
বহ্নি কুণ্ড যজ্ঞ কাষ্ট আছে থরে থরে,
কৃষ্ণ সার চর্ম্ম আছে আশ্রম ভিতরে।
আশ্রম নিবাসী যত মুনি ঋষিগণ,
তরুত্বক জটা তারা করেন ধারণ।
কেবল আশ্চর্য্য এক হেরিনু নয়নে,
নিবেদন করি তাহা তব সন্নিধানে।
আশ্রমের এক দেশে কপিলা সুন্দরী,
বিরাজ করিছে আহা দিক আলো করি,
তেজ পুঞ্জ কলেবরা শশাঙ্ক বরণা
অদৃষ্ট পূর্ব্বিকা রক্তোৎপল বিলোচনা,
পূর্ণচন্দ্র সম আভা, অঙ্গ হ'তে তার,
হইতেছে প্রকাশিত কিবা চমৎকার।
তাহারে হেরিয়ে জ্ঞান করিলাম মনে,
হরিপ্রিয়া সেই ধেনু রয়েছে আশ্রমে,
তাহাতে হ'য়েছে সব দ্রব্যাদি সৃজন,
তারি কৃপাবলে মুনি করান ভোজন।

গীত।

শান্তিময় তপোবনে যা দেখিনু নয়নে।
নিবেদি তব চরণে, শুন হে শুন শ্রবণে,
যোগ অবলম্বনে, যোগী, আছে যোগাসনে॥
অনশনে নিরাসনে, নিমিলিত নয়নে,
কিবা নিরঞ্জন নিত্যধন, নিরূপ রূপ চিন্তনে।

আরো যাহা হেরিনু তাহা কর হে অবধান,
কমলাকান্তী স্বয়ং লক্ষ্মী কামধেনু রতন,
শশাঙ্ক বরৎ তার সুললিত গঠন করেন দোহনে ॥
কিবা রজত কাঞ্চন রত্ন, দান করেন দোহনে ॥

কার্ত্তবীর্য্য। তাই বটে সেই কপিলা হতেই অসাধ্য কার্য্য সাধন হয়েছে, নইলে মুনির সাধ্য কি যে অতি অল্প সময়ে মধ্যে দশ সহস্র লোককে আহার প্রদান করে, যাইহোক, এখন কপিলা হরণে উপায় কি ?

শুকনাস। মহারাজ! উপায় ত কিছুই দেখিনে, ব্রহ্মস্ব হরণ বড় সহজ কথা নয়।

কার্ত্তবীর্য্য। সহজ হ'ক আর নাই হ'ক প্রথমতঃ আমার নাম ক'রে কপিলা প্রার্থনা ক'র্‌বে, তাতে যদি তিনি সম্মত না হ'ন, তাহ'লে জোর পূর্ব্বক হরণ ক'রে ল'য়ে আ'স্‌বে।

শুকনাস। মহারাজ! তা আমি পা'র্‌বো না! সহজে দেন ল'য়ে আ'স্‌বো নচেৎ হরণ ক'রে ল'য়ে আ'স্‌তে পা'র্‌বো না। হরণ ক'র্‌তে গেলেই ব্রহ্মকোপানলে আমাকে ভস্ম হ'তে হ'বে, মহারাজ! ইচ্ছা ক'রে কাল বিষধর বিষরে হস্ত প্রদান ক'র্‌তে পা'র্‌বো না, এতে আপনি রুষ্টই হ'ন আর তুষ্টই হ'ন।

কার্ত্তবীর্য্য। (স্বগতঃ) সে কথা মিথ্যা নয়, ব্রাহ্মণ রা'গ্‌লে আর জ্ঞান থাকে না, অমনি ভস্ম করে ফেলে। (প্রকাশ্যে) মন্ত্রি! কপিলা হরণে যদি নিতান্তই ভীত হও তবে চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

শুকনাস। মহারাজ! আর যে'তে হ'বে না, ঐ দেখুন মহর্ষি জমদগ্নি এই দিকেই আ'স্‌ছেন।

(জমদগ্নির প্রবেশ।)

কার্ত্তবীর্য্য। আ'স্‌তে আজ্ঞে হ'ক্, আ'স্‌তে আজ্ঞে হ'ক্, আসুন্ আসুন্ শ্রীপদে প্রণত হই। (প্রণাম)

জমদগ্নি। জয়স্তু জয় হ'ক্, মহারাজের দর্শন লাভ অল্প পুণ্যে হয় না। আপনি যে অনুগ্রহ ক'রে আমার আতিথ্য গ্রহণ ক'র্‌লেন, তাতে আমি কৃত কৃতার্থ হ'য়েছি, আপনার সৈন্য সামন্ত সকলই ক্লান্ত, যদি অন্য কোন বাধা না থাকে তাহ'লে আর একদিন বিশ্রাম ক'রে গেলে ভাল হয়।

কার্ত্তবীর্য্য। প্রভো! আপনার ভক্তি পরিপূর্ণ আতিথ্য সৎকারে পরম প্রীতিলাভ ক'রেছি, আপনার মত মহাতপা মহর্ষি যখন আমার রাজত্বে বাস ক'র্‌ছেন তখন আমার কিসের অভাব, রাজকুলে আমিই ধন্য, আর আপনি যে কঠোর তপস্যা ব'লে অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য নানাবিধ আহারীয় দ্রব্যাদি আহরণ ক'রেছেন, তজ্জন্য আপনার তপস্যাকেও ধন্য, আপনার তপস্যার ফল অতুল ও অসীম।

জমদগ্নি। না মহারাজ! এ আমার তপস্যার ফল নহে।

কার্ত্তবীর্য্য। (বিস্ময় হইয়া) অ্যাঁ! কি ব'ল্‌লেন তপস্যার ফল নহে? তবে কি আপনার সঞ্চিত ধন, আপনি এত ধন কোথায় পে'লেন?

জমদগ্নি। মহারাজ! তপস্যার ফলও নহে, সঞ্চিত ধনও নহে, কপিলা নামে আমার এক কামধেনু আছে, তার প্রভাবে আমি আপনাদের সৎকার ক'র্‌তে সাহসী হ'য়েছি।

দামোদর। কথাটা কি হ'ল, কামধেনু অ্যাঃ, ছ্যাঃ গোরু! গোরু আমাদের খাওয়ালে?

কার্ত্তবীর্য্য। চুপকর, কামধেনুর প্রভাব কিরূপ?

জমদগ্নি। কামধেনুর প্রভাবে যখন যা চাই, তখন তা পাই, যে স্থানে কামধেনুর বাস, সেই স্থানে দুর্ভিক্ষ, অকাল মৃত্যু, রোগ, শোক, কিছুই থাকে না।

কার্ত্তবীর্য্য। ভগবন্! রাজমুকুট আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ ক'র্‌লাম। রাজচিহ্নস্বরূপ সুতীক্ষ্ণ অসি আপনার পদপ্রান্তে প্রদান ক'র্‌লাম। প্রসন্ন হ'য়ে এ প্রসন্ন পদাশ্রিত দাসকে লক্ষ্মীরূপা কপিলা প্রদান করুন।

জমদগ্নি। মহারাজ! ও কিরূপ আজ্ঞা ক'র্‌ছেন, আমি কীরিটের বিনিময়ে কপিলা বিক্রয় ক'র্‌ব!

কার্ত্তবীর্য্য। ভাল বিক্রয় না করেন দান করুন।

জমদগ্নি। আপনি ত দানের পাত্র নন।

কার্ত্তবীর্য্য। বটে আমার ভুল হ'য়েছে, আমার বয়স্য দামোদর বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ কুলজাত নৈকষ্য কুলিন, দানের যোগ্য পাত্র, একেই না হয় দান করুন।

জমদগ্নি। মহারাজ! কপিলা আমার জননী স্বরূপা আমি অনায়াসে প্রাণ দিতে পারি, তবু প্রাণসমা কপিলাকে দিতে পারি না আমাকে ক্ষমা করুন।

কার্ত্তবীর্য্য। ভক্তাধীন তুমি দেব দয়ার সাগর
দানে তুমি কল্পতরু সর্ব্বগুণাকর।
শুনেছি দধিচী মুনি দেবের কারণ,
দেহ ত্যজি স্বীয় অস্থি করেন অর্পণ,

মূর্ত্তিমান তপ তুমি তপস্যা প্রভাবে
ইচ্ছামত কত ধেনু সৃজন করিবে।
অতএব দয়া করি দাসের উপর
ভিক্ষা দেহ কামদাত্রী কামধেনু বর।

দেব! আপনি জানেন ক্ষত্রিয় সন্তানদের অতিঅল্পকারণেই ক্রোধোদয় হয়, আমি এখনও ব'ল্‌ছি কপিলার পরিবর্ত্তে একলক্ষ ধেনু দিতে প্রস্তুত আছি, আপনি কৃপাক'রে কপিলাকে দিন।

জমদগ্নি। মহারাজ! পুনঃ পুনঃ কেন আমার মর্ম্মে বেদনা দিচ্ছেন, আমি কিছুতেই কপিলাকে দিতে পা'র্‌বো না।

কার্ত্তবীর্য্য। আমি এখনও ব'ল্‌ছি যদি মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাহ'লে কপিলা দিন, সহজে না দেন, বলপূর্ব্বক গ্রহণ ক'র্‌বো।

জমদগ্নি। মহারাজ! দুর্ব্বল রক্ষা করাই রাজধর্ম্ম, আপনি কোথায় রক্ষা ক'র্‌বেন, না আপনি স্বয়ংই হরণ ক'র্‌তে উদ্যত, শুনেছি আপনি পরম বৈষ্ণব, দয়াশীল, হরিভক্তি আপনার মত পুণ্যাত্মা পৃথ্বীপতির ব্রহ্মস্ব হরণ করা কি কর্ত্তব্য?

কার্ত্তবীর্য্য। আমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিনা। আমার শেষ কথা এই, আমায় কপিলা দিয়ে আমার সহিত সখ্যতা স্থাপন করুন। আমি সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর একেশ্বর হৈহয়বংশ সম্ভূত মহারাজাধিরাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন আপনার ন্যায় পর্ণ কুটীরবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণের সহিত সখ্যতা কামনা ক'র্‌ছি, এটা কি আপনার শ্লাঘার বিষয় নয়, সে যাইহ'ক, আমি এখনে আপনাকে কিঞ্চিৎ সময় দিলাম। আপনি বেশ ক'রে বিবেচনা

ক'রে দেখুন, আপনার কি কর্ত্তব্য—আর আপনি এও বেশ জান্‌বেন, যে কোন উপায়ে হ'ক, আমাকে কপিলা লাভ ক'র্‌তেই হ'বে, আপনার মত দরিদ্র ব্রাহ্মণের জন্য কপিলার সৃষ্টি হয় নাই, রাজপ্রাসাদই কপিলার উপযুক্ত স্থান, কাকের বাসায় কোকিলের থাকা কি সম্ভব, রাজমুকুট ধরায় শোভা পায়না, মস্তকেই শোভা পেয়ে থাকে।

জমদগ্নি। মহারাজা! যতই বলুন, জীবন থা'ক্‌তে আমি জীবনরত্ন কপিলাকে দিতে পা'র্‌বো না।

কার্ত্ত্যবীর্য্য। আমার প্রতিজ্ঞা কপিলার জন্য যদি ব্রহ্মহত্যা ক'র্‌তে হয় ক'র্‌বো। তবু কপিলাকে ত্যাগ ক'রে যা'ব না।

জমদগ্নি। (ক্রোধভরে) কি পামর!

কি ধূর্ত্ত দুরাশয় দুর্ম্মতি দুর্জ্জন,
এতদিনে জানিলাম তোর নিশ্চয় মরণ।
ক্ষত্রিয় হ'য়ে যখন ব্রাহ্মণ নিকটে,
প্রতিগ্রহ অভিলাষ ক'রেছিস্ মনে,
তখন শমনের মুখ দেখিবি সত্বর।
গোলকবিহারী হরি সুপ্রসন্ন হ'য়ে
পিতামহে কামধেনু করেন প্রদান।
পিতামহ দেন পুত্র ভৃগুঋষিবরে
ভৃগু হ'তে প্রাপ্ত আমি হইয়াছি পরে।
পৈত্রিক কপিলা সতী সুশান্ত সুমতি
প্রাণ হ'তে সমধিকা প্রিয়তরা অতি,
অতিথি না হতিস্ যদি ওরে নিচাশয়,
করিতাম ভস্মরাশি এখনি নিশ্চয়।

পাষণ্ড! তোর এতবড় স্পর্দ্ধা ব্রহ্মহত্যা পাতকি! আমি কি তপস্যা করিনি, তপস্যায় কি আমার প্রভাব নাই; আমি এখনও ব'ল্‌ছি বুদ্ধি স্থির কর।

কার্ত্তবীর্য্য। ভণ্ড তপস্বি! এই বুদ্ধি স্থির ক'র্‌লাম।

(শরত্যাগ।)

জমদগ্নি। (পতন)

কার্ত্তবীর্য্য। চল বয়স্য! আশ্রম হ'তে কপিলাকে নিয়ে রাজ্যে প্রত্যাগমন করি।

দামোদর। (স্বগতঃ) আজ্ঞে চলুন, অ্যাঁ! ক'র্‌লে কি ব্রহ্মহত্যা, না, আর রক্ষা নাই, শীঘ্রই উৎসন্ন যাবে। আমি আর এ সম্বন্ধে এখন কিছু ব'লবো না, কি জানি যদি আমাকেও হত্যা করে।

[প্রস্থান।

জমদগ্নি। (পতিত অবস্থায়) ওঃ প্রাণ যায়! প্রাণ যায়, কোথায় রাম কোথায় রাম।

(ভৃগুরামের প্রবেশ।)

ভৃগুরাম। একি! পিতঃ! একি!

জমদগ্নি। বৎস রাম! আমি তপস্যা ক'রে তোমা হেন সৎপুত্রের মুখাবোলকন ক'রেছি আমার আজ্ঞায় তুমি মাতৃহত্যা ক'রেছ, আসন্নকালে আমার এই শেষ আজ্ঞা পালন ক'রে পুত্রনামের পরিচয় দিও। পত্নীহত্যা জনিত মহাপাপে অপঘাতে আজ আমার মৃত্যু হ'লো। হৈহায়াধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন আমার এই দশা ঘটিয়াছে, তুমি আমার সুপুত্র—পিতার শেষ আজ্ঞা পালন ক'রে ক্ষত্রিয় নাম যেন

পৃথিবী হ'তে লোপ হয়—সর্ব্বাগ্রে সবংশে কার্ত্তবীর্য্যাকে হত্যা ক'রো আজ হ'তে প্রতিহিংসা যেন তোমার মূল মন্ত্র হয়। তুমি একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় ক'রে ব্রহ্মপুত্রে অবগাহন পূর্ব্বক পবিত্র হ'য়ে মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন ক'র্‌লেই তোমার জননী ও ভ্রাতৃগণকে দেখ্‌তে পাবে, আমি ইহধাম ত্যাগ ক'রে, সেই দেবর্ষিমণ্ডল পরিবেষ্টিত স্থানে চ'ল্‌লাম।——(মৃত্যু)

(গান করিতে করিতে মহাশ্বেতার প্রবেশ।)

গীত।

পাপ্‌ কি গোপন থাকে, গোপন কোরে রাখ্‌লে পরে।
ক্রমশ প্রকাশ, আপন হোতেই হোয়ে পড়ে॥
সতীর পতি বিনাশী, হেসেছো কতো হাসি,
আজ দিলি গলায় ফাঁশি, ভাসিলি পাপ সাগরে।
যতদিন রবে ভূতল, ব্রহ্মবধ পাপানল,
হইয়ে অতি প্রবল, জ্বলিবে হৃদয় মাঝারে॥

মহাশ্বেতা। (স্বগতঃ) প্রতিহিংসা মূল মন্ত্র, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, কার্ত্তবীর্য্য ব্রহ্মহত্যা ক'রেছে, আর এক সিড়ি উঠেছে—আর দেরি নাই, আহা সেদিন ক'বে হ'বে, কবে কার্ত্তবীর্য্য সবংশে ম'র্‌বে। কবে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হ'বে কবে মনোরমা আমার মত পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, (বিকট হাস্য) প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা।

[প্রস্থান।

ভৃগুরাম। (স্বগতঃ) সব ফুরাল, সবশেষ হ'লো যাঁর আজ্ঞা পালনের জন্য ত্রিলোকবিগর্হিত মহাপাপ সঞ্চয় ক'র্‌তে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নি, অম্লানবদনে অক্ষুব্ধচিত্তে গর্ভধারিণীর

শিরোচ্ছেদ ক'রেছি। সেই পিতার আজ তস্কর হস্তে অপঘাতে মৃত্যু, এই বুঝি ধর্ম্মের ফল, কঠোর তপস্যার পরিণাম, এখন শাস্ত্রকারেরা কোথায়, এস একবার দেখে যাও, তোমাদের বচন প্রতিপত্তিতে অক্ষরে অক্ষরে ফ'ল্‌ছে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে পুণ্য সঞ্চয় হয়, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখ; থাক্ থাক্, আর ধর্ম্ম কর্ম্ম কেন, ধর্ম্ম তুমি দূর হও, তপস্যা, তুমি রসাতলে যাও, আমার এই পর্য্যন্ত, ধর্ম্ম, তপস্যা, ব্রত, যাগ, হোম, সন্ধ্যা, আহ্নিক এই পর্য্যন্ত—পিতা স্বর্গ হ'তে শোন, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, কুবের, হুতাশন, শিব, ব্রহ্মা, বাসুকি, স্বর্গে, মর্ত্তে, রসাতলে, গোলকে, ভূলোকে, ভব-লোকে কে কোথায় আছ, আজ সকলে শোন, জমদগ্নি পুত্র রামের প্রতিজ্ঞা শোন, যে দুরাত্মা, আমার জগতের প্রত্যক্ষ দেবতাকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন ক'রে হত্যা ক'র্‌লে, তাকে স্বহস্তে, সবংশে হত্যা ক'র্‌বো, পৃথিবী হ'তে ক্ষত্রনাম লোপ ক'র্‌বো, ক্ষত্রিয় রক্তে পিতৃলোকের তর্পণ ক'র্‌বো, না পারি মিত্রোদ্রোহী, কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, গুরুপত্নীগামীরা যে নরকে যায়। আমার যেন সেই নরকে অনন্ত অসংখ্য অগণ্য কাল বাস হয়।

পিতাস্বর্গ পিতাধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপ
পিতরি প্রতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।

এই শ্লোক এখন আমার মূল মন্ত্র। প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা, প্রতিজিঘাংসা—একমাত্র অবলম্বন। মা! তুমি রত্নগর্ভা সার্থক পুত্র গর্ভে ধারণ ক'রেছিলে। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মাহেশ্বতীপুরী রাজসভা।

(কার্ত্তবীর্য্য ও মন্ত্রী শুকনাসের প্রবেশ।)

কার্ত্তবীর্য্য। মন্ত্রি! কেন বল দেখি, সেইদিন থেকে শান্তি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে, বয়স্যও আমার কাছে বড় একটা আসে না, তার সঙ্গে দুটো কথা কইলেও কতক তৃপ্তি লাভ ক'র্‌তে পার্‌তাম, রাজকার্য্য ক্রমশঃ নিরস হ'য়ে উঠ্‌ছে।

শুকনাস। মহারাজ! শান্তি ত আপনার মনে, মনে ক'র্‌লেই শান্তি আনিতে পারেন, আর একটা কথা হ'চ্ছে আপনার স্বভাব অতিপবিত্র, সামান্য একটা গর্হিতকার্য্য ক'র্‌লে ঘোরতর পাপীরে হৃদয়েও কালক্রমে অনুতাপ হয়, আর আপনি পবিত্র হৃদয় হ'য়ে, যখন এতবড় একটা মহাপাপ ক'রেছেন তখন অনুতাপ হ'বে না?

কার্ত্তবীর্য্য। সে কাজটা বিশেষ গর্হিত ব'লে, আমার বোধ হ'চ্ছেনা, তোমরা সর্ব্বদা ঐ কথা ব'লে থাক; কিন্তু ভেবে দেখ দেখি, যদি গর্হিত কার্য্যই হ'বে, তবে রাজ্য যে

ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হ’য়েছিল,ব্রহ্মহত্যার পরেই একেবারে শান্তি পেলে কেন, মহাপাপ হ’লে, দিন দিন দুর্ভিক্ষ আরও প্রবল হ’য়ে উঠ্‌তো।

শুকনাস। আজ্ঞে সেটা বোধ হয় কামধেনু কপিলার প্রভাবে।

কার্ত্তবীর্য্য। তবে ত আরো ভাল বল্‌লে, দেখ দেখি, যে কামধেনু রাজপুরী প্রবেশ মাত্র দুর্ভিক্ষ শান্তি হয়,সে কামধেনু রাজার অধিকারে থাকে না ত কি সামান্য ফল মূল ভোজী আত্মপরিজন পরিত্যাগী সংসার নির্লিপ্ত যোগীর আশ্রমে থাক্‌বে ? সেখানে থাক্‌লে জগতের কি হিতসাধন হবে ? ও সব যাক্ তুমি বিশ্রাম কর গিয়ে, আর একবার বয়স্যকে ডাকিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

শুকনাস। যে আজ্ঞে মহারাজ, (স্বগত) দিন দিন ক্রমেই মন্দ অবস্থা, পাপ ক’রে যে অনুতাপ করে. তার ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ’য়ে গেল, আর যে পাপ ক’রেও পাপ ব’লে স্বীকার করেনা, তার পরিণাম অতি শোচনীয়।

কার্ত্তবীর্য্য। তোমার কি আর কিছু বল্‌বার আছে ?

শুকনাস। আজ্ঞে না এই চল্‌লাম।

(প্রস্থান।

কার্ত্তবীর্য্য। (স্বগতঃ) চিন্তা! চিন্তা! চিন্তা! মিথ্যা কথা চিন্তানামে কি কোন পদার্থ জগতে আছে, আর কিসেরই বা চিন্তা—উৎকৃষ্ট পদার্থ যদি রাজার অধিকারে না এল, তাহ’লে রাজার রাজত্বে প্রয়োজন কি ? আমি সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর একেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তি,আর কপিলাও কামধেনু

বা কপিলার তুল্য সাধারণধেনু দূরে থাক, অন্য কামধেনুও ত্রিজগতে নাই, সেই কপিলাই যদি আমি অধিকার ক'র্‌তে না পার্‌লাম, তবে আর আমার রাজচক্রবর্ত্তি নাম ধারণ করায় ফল কি? উৎকৃষ্ট রত্ন, আমার মত রাজার অধিকারে থাকাই ন্যায় সঙ্গত, তাতে অপহরণ কি? কৈ! দিগ্বিজয় ক'র্‌তে গিয়ে যখনক্রমে ক্রমে সমস্ত রাজ্য ধন ও রত্নাদি অধিকার ভুক্ত ক'রেছিলাম, তখন ত অপহরণের কথা কেও একবার মুখেও আনেনি, আর এক কথা ব্রহ্মহত্যা, হত্যা ত সবই সমান তার আর ব্রাহ্মণ শূদ্র কি? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র এ সমস্তই ত মনুষ্যের কল্পনা—সমদর্শী বিধাতা কখনই মনুষ্যকে পৃথক পৃথক ভাবে বিভক্ত করেন নাই, তবে গুণাধিক্য বশতঃ ব্রহ্মণাদি আখ্যা প্রদান ক'র্‌ছে, ব্রহ্মহত্যা কথাই নাই। ব্রহ্মহত্যাও যা, চণ্ডাল হত্যাও তাই। যদি ব্রহ্মহত্যা ক'রে কপিলাকে গ্রহণ না ক'র্‌তাম তা'হলে সম্পূর্ণ কাপুরুষের পরিচয় দেওয়া হ'তো। কেহই আমাকে গ্রাহ্য ক'র্‌তো না আমি বেশ কার্য্য করেছি। হৃদয়ে শান্তি পাই ভাল না পাই তাতেই বা ক্ষতি কি?

(সুরসেনের প্রবেশ।)

কার্ত্তবীর্য্য। কেন সুরসেন! তুমি এখন কেন এসেছ ওকিতোমার চক্ষে জল কেন? কি হ'য়েছে বল, কেহ কি তোমায় কোন রূঢ় কথা ব'লেছে।

সুরসেন। না পিতা! কেহই আমায় কিছু বলেনি।

কার্ত্তবীর্য্য। তবে কাঁদচো কেন?

সুরসেন। আজ আচার্য্য মহাশয় পড়াচ্ছিলেন, ব্রহ্মহত্যা

পাপে নাকি অনন্তকাল নরকে বাস ক'র্‌তে হয়—অপহরণ না কি মহাপাপ। পিতঃ! একথা কি সত্য, ত'াহলে আপনার কি হ'বে?

কার্ত্তবীর্য্য। তুমি বালক ও সকল কথা তোমার শুনে কায নাই, ও সকল সামান্য লোকের পক্ষে, যারা রাজাধিরাজ সমস্ত পৃথিবীর ভার যাদের হস্তে তাদের ওসকল শাস্ত্রের শাসন মান্‌তে গেলে রাজ্য রক্ষা হয় না, যাক্ তুমি এখন তোমার প্রসূতীর কাছে যাও।

সুরসেন। আচ্ছা পিতা আমাদের ত অনেক গাভী আছে, কপিলাকে কেন ফিরিয়ে দিন, তা হ'লে ত অপহরণ পাপে লিপ্ত হ'তে হ'বে না। আপনাকে কেহ কিছু ব'ল্‌তেও পা'র্‌বে না।

কার্ত্তবীর্য্য। রাজার আবার অপহরণ কি? বল পূর্ব্বক গ্রহণই রাজধর্ম্ম, তুমি বালক এখনো কিছু বুঝতে পার্‌বে না, বয়স হ'লে সমস্তই জান্‌তে পার্‌বে, যাও তোমার প্রসূতীর কাছে যাও।

(সুরসেনের প্রস্থান।

কার্ত্তবীর্য্য। (স্বগতঃ) সুরসেনও ঐ কথা বলে, সকলের মুখে ঐ এক কথা, সকলেই শাস্ত্রের কথা কয়, যুক্তিত কেহই দেখে না! সকলেই আমারই অন্যায় দেখে, আর সেই ব্রাহ্মণ যে আমার অবাধ্য হ'লো, আমার বিরুদ্ধাচারণ ক'রলে, আমার বিদ্রোহী হ'ল, তা কেও দেখে না! রাজবিদ্রোহীর দণ্ড যে প্রাণবধ, তা কেহই বুঝে না, কি আশ্চর্য্য। একটা সামান্য কথা আমি কাকেও বুঝিয়ে উঠতে পার্‌ছিনে,

সময়ে সময়ে আমার মনকেও বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারি না। অপর লোকত পরের কথা, কুসংস্কার একবার বদ্ধমুল হ'লে সহজে তারে উৎপাটিত করা দুসাধ্য, যাক্। বুঝি আজ একটু নিদ্রা হবে, যাই শয়ন করিগে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দামোদরের গৃহ।

(চণ্ডী চামুণ্ডা সহ দামোদরের প্রবেশ।)

চণ্ডী। পোড়ার মুখো—ঘরে বসে ব'সে ভাব্‌বিত গিল্‌বি কি? আজ একমাসের ভিতর একবার রাজবাটীর দিকে মাড়ালি নি, কি তোর মতলবটা বল্ দেখি? তোর কি তালুক মুলুক আছে যে পার উপর পা দিয়ে ব'সে খাবি তোর যদি কোন মুরদই নাই তবে দুটো বিয়ে ক'রেছিস্ কেন?

দামোদর। দুটো বিয়ে কি সাধ ক'রে ক'রেছিলাম; ছেলে হয় না, বংশ রক্ষা হয় না, পিতৃলোকের পিণ্ড লোপ হয়। তাই ক'রেছিলাম।

চামণ্ডা। ওরে আমার বংশ রক্ষে, তোর মত লোক ত নির্ব্বংশ হ'লেইত দেশের মঙ্গল, পৃথিবীর মঙ্গল, তোর আবার বংশ রক্ষে—যে উপায়ক'রে খেতে পারে না তার আবার বংশ।

চণ্ডী। তা কৈ, দুটোতেও ত হ'লো না, আর একটার চেষ্টা দেখ্‌ব নাকি, আমার ত ওতে আর দুঃখ নাই। একটা সতীন হ'য়েছে, না, হয় আর একটা হ'য়ে যাক্।

চামুণ্ডা। ক'রুক না—একবার দেখি, ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব না।

চণ্ডী। ঝগড়া ক'র্‌লেত আর পেট ভ'র্‌বে না, রাজবাড়ী যাওয়া আসায় আর ত লোকসান ছিল না! যা হক এক রকম ক'রে ত শাক্‌ ভাতও জুট্‌ছিলো যাওয়া আসাও বন্দ ক'র্‌লে, এদিকে হাঁড়িও সিকেয় উঠ্‌লো, আমরা মরুক গে মেয়ে মানুষ না খেয়ে ও দুদিন চলে।

চামুণ্ডা। তোমার চলে চলুক আমার ত চলে না। আর চল্‌লেই বা চালাব কেন, ভাল খাব ভাল পর্‌ব বলেইত আমার বাবা দোজবরের সঙ্গে এই মুখ পোড়া ঘাটের মড়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন।

চণ্ডী। সে যাহা হ'ক, আমাদের উপস ক'রেও দুদিন চলে, কিন্তু তোমার শরীরটে যে না খেয়ে না খেয়ে যেতে ব'সেছে, সহজেই তুমি খাউন্তে মানুষ।

দামোদর। মিছে নয় চেহারাটা বিগরে গেছে বটে—কিন্তু বিগড়ুক আর যাই হ'ক ঠাট্‌টাত বজায় আছে, খাবার চেস্টা না কর্‌লে আর তাও থাক্‌বে না।

চামুণ্ডা। তোমার কি মরণ আছে? তুমি যে যমের অরুচি।

দামোদর। না! গো না, সে সাহসটা এখন বড় নেই এখন সদাই ভয়।

চামুণ্ডা। মর মুখপোড়া ভয়! যেন পেঁচোয় পেয়েছে। তোর আবার কিসের ভয়।

দামোদর। দেখ প্রেয়সি! সেইদিন থেকে-প্রাণের ভিতর কেমন একটা আশঙ্কা হ'য়েছে।

চণ্ডী। কোন্ দিন থেকে, কোন্ দিন থেকে গা?

দামোদর। সেই থেকে, যেদিন মহারাজ জমদগ্নিকে হত্যা ক'রে কামধেনুটীকে নিয়ে এসেছে। সেইদিন থেকে রাজার কাছে যেতে আর বড় একটা সাহস হয় না। আমিও ত ব্রাহ্মণের ছেলে, কি জানি কোন্‌দিন একটা কাণ্ড ক'রে ব'স্‌বে!

(গান করিতে করিতে ভিখারিণী মহাশ্বেতার প্রবেশ।)

গীত।

ছিলাম রাজার রাণী, অতি সুখিনী।
হোলাম কপাল দোষে আমি, জনম দুখিনী।
বড় সাধ ছিল মনে, প্রাণনাথ সনে,
রব প্রেম আলাপনে, দিবস রজনী।
করিলে নিদয় বিধাত, সে সুখে বঞ্চিত,
এখন কাঁদি আমি অবিরত, হ'য়ে ভিখারিণী।

ভিখারিণী। মা দুটী ভিক্ষা দাওগো।

চামুণ্ডা। না, না, এ বাড়ী ভিক্ষা পাবে না, ফিরে দেখ।

ভিখারিণী। আচ্ছা মা।

চণ্ডী। নানা, দাঁড়াগো দিচ্ছি।

ভিখারিণী। আচ্ছা মা!

[চণ্ডীর প্রস্থান।

দামোদর। (স্বগতঃ) এ ভিখারিণীকে যেন কোথাও দেখেছি। (প্রকাশ্যে) তোমার বাড়ী কোথায় গা?

ভিখারিণী। ভিখারীর আবার বাড়ী কোথায় বাছা।

চামুণ্ডা। তুই মাগী ভিক্ষা করে বেড়াস্ কেন? মহারাজের অতিথি শালায় যা না, সেখানে আদর ক'রে খেতে দেবে এখন।

ভিখারিণী। এটা কোন রাজার দেশ মা?

চামুণ্ডা। ওমা, বেটী তাও জানিস্‌নে, আ মরণ আর কি

দামোদর। এটা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের রাজধানী।

ভিখারিণী। অ্যাঁ, কি বল্‌লে কার্ত্তবীর্য্য—

(দ্রুত প্রস্থান।

দামোদর। ওযে চলে গেল।

(চণ্ডীর প্রবেশ।)

চণ্ডী। ওরে বাছা! ভিক্ষে নিয়ে যা, ভিক্ষে নিয়ে যা।

দামোদর। উহু কথাটা বেয়াড়া দাঁড়াচ্ছে, মাগীকে যেন কোথা না কোথাও দেখিছি দেখেছি ব'লে বোধ হ'চ্ছে সেই কি—না, হাঁ, সেইত না, হাঁ,

চামুণ্ডা। সে কে সে আবার কে এল?

দামোদর। স্ত্রীলোকের কাছে সকল কথা ভাঙ্‌তে নাই।

চামুণ্ডা। তা কাজ নেই তোমার ভেঙ্গে, এখন পেট চল্‌বে কিসে?

চণ্ডী। রাজবাড়ী না যাও তবে না হয় আর কোন রাজার দেশে গিয়ে চাক্‌রী বাক্‌রীর চেষ্টা দেখ—তিন্ তিনটে পেট চল্‌বে কেমন ক'রে।

দামোদর। ব্রাহ্মণি! তা আমি পা'র্‌বো না। আমি যে এরাজত্ব ছেড়ে আর কোথাও যাব তা আমা হ'তে হ'বে না।

চামুণ্ডা। তা নয়, এ নয়, তবে ঘরে ব'সে ব'সে উপোস ক'রে মর।

(নেপথ্যে) দামোদর মহাশয়! ঘরে আছেন?

দামোদর। কেহে তুমি?

(নেপথ্যে) আজ্ঞে আমি রৈবতক।

দামোদর। রৈবতক, এস, এস, যাও গো! তোমরা বাড়ীর ভেতর যাও।

চামুণ্ডা। বুঝি ডাক্‌তে এসেছে? দেখ যেন ভিট্—কিরিমি ক'রে যাব না ব'লে ব'সে থেকনা।

দামোদর। আমি পুরুষ মানুষ, আমার বুদ্ধি তোমাদের বুদ্ধির চেয়ে একটু খরতর, তাকি বু'ঝ্‌তে পার না?

চামুণ্ডা। আহা! কি খরতর যেন ক্ষুরের ধার।

(চণ্ডী ও চামুণ্ডার প্রস্থান।

(রৈবতকের প্রবেশ।

রৈবতক। প্রণাম।

দামোদর। এস বাপু এস, কি খবর বাপু?

রৈবকক। আজ্ঞে, মহারাজ আপনাকে স্মরণ ক'রেছেন।

দামোদর। কেন হে বাপু, ব'ল্‌তে পার?

রৈবতক। আজ্ঞে, তা আমি কেমন ক'রে বল্‌ব।

দামোদর। হাঁ, তা বটে, কখন যেতে হ'বে?

রৈবতক। মন্ত্রী মহাশয় আপনাকে—সঙ্গে করে নিয়ে যেতে ব'লেছেন।

দামোদর। (স্বগতঃ) ও বাবা কথাটা বেয়াড়া দাঁড়ালো, আজ একটা বিভ্রাট ঘ'ট্‌বে দে'খ্‌ছি যেরূপ যমদূত ধরণের চেহারা—এ ব্যাটা ত না সঙ্গে নিয়ে ছা'ড়্‌বে না।

রৈবতক। কি ভা'বছেন ?

দামোদর। নাহে বাপু, কিছু ভাবিনি, রাজবাড়ী যেতে আর ভা'ব্‌বো কি ? তবে যাওয়ার সময় একবার ঠাকুর দেবতার নামটা ক'রে নেব না, চল তবে।

(প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(পাদদেশে ভৃগুরাম দণ্ডায়মান।)

কৈলাস শিখর।

ভৃগুরাম। (স্বগতঃ) পশুপতে! জগতের লোক তোমায় কোন গুণে আশুতোষ ব'লে ডাকে ? কতদিন ধ'রে তোমায় ডা'কৃছি—আমার তপস্যার সাক্ষী বৃক্ষগুলি ফলবান হ'তে চ'ল্‌লো, আর আমার কামনার ফলের কথা দূরে থাক, এখনও অঙ্কুরিত হ'লো না, যাই হ'ক তোমার অনুগ্রহ লাভ যতই দুঃসাধ্য হ'ক না কেন ? তোমার দর্শন লাভের আশা আমি কখনই পরিত্যাগ ক'র্‌বো না। বরং এইস্থানে শরৎ-কালের মেঘের ন্যায় ক্রমে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে বিলীন হ'য়ে যাব, তথাপি তোমার অনুগ্রহের আশা পরিত্যাগ ক'র্‌বো না।

(নেপথ্যে) আশ্রমে কে আছ ?

ভৃগুরাম ! আ'স্‌তে আজ্ঞে হউক, আসুন ! আসুন !

(অতিথির প্রবেশ।)

ভৃগুরাম। দেব ! অভিবাদন করি।

অতিথি। নারায়ণ, নারায়ণ !

ভৃগুরাম। আপনি এই আসনে বসুন, আমি পাদ্যার্ঘ নিয়ে আসি।

অতিথি। আমি অতিশয় পথশ্রান্ত কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি, তারপর পাদ্য অর্ঘ গ্রহণ ক'রবো !

ভৃগুরাম। প্রভো ! এখন কোথা থেকে আশা হ'চ্ছে ?

অতিথি। আমি পরিব্রাজক নানা তীর্থ পর্য্যটন ক'রে সম্প্রতি হরিদ্বার থেকে আ'স্‌ছি, যা হউক,তপস্যার মঙ্গল ত ?

ভৃগুরাম। আজ্ঞে, আপনার ন্যায় মহানুভবের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ আমার তপস্যার সমস্তই মঙ্গল এ পর্য্যন্ত কোন বিঘ্ন ঘটে নাই।

অতিথি। অবশ্য জীব নশ্বর জীবন নিয়ে সংসারক্ষেত্রে এসেছে, মৃত্যু কখন হ'বে, কে ব'ল্‌তে পারে, এ অবস্থায় যত শীঘ্র ঈশ্বরচিন্তায় মননিবিষ্ট করা যায় ততই ভাল—তাতে আমার বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নাই, কিন্তু আর একটা বিশেষ বিস্ময়ের কারণ র'য়েছে।

ভৃগুরাম। আজ্ঞা করুন।

অতিথি। তপস্বীরা ত মোক্ষকামনা ক'রে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়, মো'ক্ষে ত তীর ধনুকের প্রয়োজন নাই—তোমার তীর ধনুক সঙ্গে কেন ?

※

ভৃগুরাম। আজ্ঞে, আমার তপস্যার কামনা মোক্ষ নয়।

অতিথি। তবে কি হিংসা?

ভৃগুরাম। শুন তপোধন! আমি মোক্ষ চাহি না, ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব, চাই না, অধিক কি স্বর্গবাস পর্য্যন্ত আমার কামনা নাই যে নিরপরাধে আমার পিতাকে হত্যা ক'রেছে, সেই দুরাত্মাকে সবংশে নিধন করাই আমার ব্রতের একমাত্র কামনা।

অতিথি। ছি, ছি, অহিংসা পরোমধর্ম্ম, তুমি যোগী হ'য়ে সেই ধর্ম্ম লঙ্ঘন ক'র্‌তে প্রবৃত্ত হোচ্ছ, ধিক্ তোমাকে, ধিক্ তোমার তপস্যায়।

ভৃগুরাম। মহাশয়! আমি আপনার কাছে ধার্ম্মিক ব'লে প্রতিপন্ন হ'তে পারিছনা, ধার্ম্মিক কি কখন গর্ভধারিণীর শির-চ্ছেদ ক'র্‌তে পারে, আর আমার ধর্ম্মোপার্জ্জনেই বা লাভ কি? দেখুন, আমার পিতা নিরন্তর ধর্ম্মোপার্জ্জনেই রত ছিলেন, শরীরকে তৃণজ্ঞান ক'রেছিলনে, শেষটা তার ফল এই হ'লো যে, দুরাত্মা ক্ষত্রিয়ের হস্তে অপঘাতে মৃত্যু, এই ত আপনার ধর্ম্মের ফল। আর দেখুন,আমি অধার্ম্মিক,অধার্ম্মিকতা ফলে নিজের গর্ভধারিণীর শিরচ্ছেদ ক'রেছি, অধার্ম্মিক ব'লেই স্বচক্ষে পিতার অপঘাত মৃত্যু দেখেও অপরাধীর কিছু ক'র্‌তে পারিনি, সেই আমি, সেই অধার্ম্মিক আমি, এখন আবার মৃত্যু কামনা ক'রে তপস্যা ক'রছি, দেখি অধার্ম্মিকতার ফল কি হয়? ভগবান শূলপাণি সন্তুষ্ট হ'য়ে অনুগ্রহ ক'রে বর দেন ভালই, না দেন তাতেই বা ক্ষতি কি? সৎ হ'ক, অসৎ হ'ক যে কোন উপায়ে হ'ক, আমি পিতৃহত্যার পূর্ণ প্রতিশোধ নেব, পূর্ণ প্রতিশোধ নেব।

অতিথি। প্রতিশোধ লওয়া ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে।

ভৃগুরাম। কিসের কর্ত্তব্য, এজগতে কে কর্ত্তব্য পালন ক'রে থাকে, রাজায় প্রজায় আদর্শ স্থল, সেই দুরাত্মা কার্ত্ত-বীর্য্য,ব্রহ্মহত্যা কি তার কর্ত্তব্য কার্য্য,যাক। মহাশয়! আপনার উপদেশ অপাত্রে দান হোচ্ছে, সুতরাং বিফল হ,লো। ক্ষমা ক'র্বেন, আমার শেষ কথা শুনুন, যে ব্যক্তি আমাকে আমার এই জীবনের মুলমন্ত্র হ'তে প্রতিনিবৃত্ত হ'তে অনুরোধ ক'র্বে বা উপদেশ দেবে, আমি তাকে কার্ত্তবীর্য্যের পক্ষ পাতি মনে ক'র্বো।

অতিথি। ক্ষমাই ব্রাহ্মণের সাররত্ন, তুমি কি সে শিক্ষা পাওনি?

ভৃগুরাম। শিক্ষা দূর হ'ক, ক্ষমা উৎসন্ন যাক্, দয়া রসাতলে যাক্, ধর্ম্ম সমুদ্র গর্ভে যাক্, হৃদয় পাষাণ হ'ক্, যান মহাশয়, কাজ নাই, আপনি আপনার কার্য্যে যান, আমি আমার কার্য্য করি।

অতিথি। (সহসা বেশ পরিবর্ত্তন ও শিব মূর্ত্তির প্রকাশ।)

ভৃগুরাম। জয় ভয় ভাবন, সুরধুনী ধারণ,
যজ্ঞ বিনাশন শঙ্কর হে।
জয় বৃষভবাহন, শশাঙ্ক ধারণ,
শশ্মান চারণ ঈশ্বর হে।
জয় বিধিবন্দিত, তাণ্ডব পণ্ডিত,
কপর্দ্দ মণ্ডিত স্মর হর হে।
জয় হরি পূজিত, বিভূতি ভূষিত,
গণপতি সেবিত, ভয় হর হে।

শিব। বৎস! আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হ'য়েছি অভিলষিত বর গ্রহণ কর।

ভৃগুরাম। প্রভো! আমি যেন পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় ক'র্তে পারি, এই বর আমাকে প্রদান করুন।

শিব। তথাস্তু, এই শিব শক্তি শূল গ্রহণ করে এর দ্বারায় তুমি একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় ক'র্বে।

(প্রস্থান।

ভৃগুরাম। (স্বগতঃ) দুরাত্মা কার্ত্তবীর্য্য, ব্রহ্মহত্যা ক'র্বে? কপিলা হরণ ক'র্বে? দেখ, তার পরিণাম ফল। হর হর শঙ্কর।

(প্রস্থান।

সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মাহেশ্বতীপুরী কক্ষ।

(কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ।)

কার্ত্তবীর্য্য। (স্বগতঃ) এ সংসারে সব আছে কিন্তু কৈ এ পর্য্যন্ত কারো অভাব ঘু'চ্‌লো না, কারোর পুত্রের অভাব, কারোর পত্নীর অভাব, কারোর ধনের অভাব, কারোর বা এসব থাক্‌তেও সে বুঝ্‌তে পারে না ? যে তার কিসের অভাব অথচ তারি জন্য তার দিবানিশি আহার নিদ্রা ত্যাগ। আমারো তাই ঠিক হ'য়েছে, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, হস্তী, অশ্ব, ধন, রত্ন, বিভব পরিজন, পত্নী, পুত্র জগতে এমন কারো নাই, এ সকল বিষয়ে আমি সকলের আদর্শের স্থল। এমন কোন বস্তু জগতে নাই যা আমার নাই, তবে কেন যে আমার মনে যেন একটী কিসের অভাব নিরন্তর বিরাজ ক'র্‌ছে কিছু বুঝে উ'ঠ্‌তে পারি না। আমার মনত এমন ছিল না, কপিলা হরণ জন্যই বা এরকম হয়, আচ্ছা জমদগ্নির ছেলেকে ডেকে তাকে কপিলা ফিরে দিলে কি মনের শান্তি হয় ? একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌লে হয়। না ? না, তাহ'লে লোকে আমারে যে ভীরু

ব'ল্‌বে। কি ব'লে ক্ষত্রিয়সমাজে বীর ব'লে দর্প ক'র্‌বো ওঃ, তা হ'তেই পারে না। কিসের অভাব, কিসের শাহি কিসের চিন্তা, পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে যুদ্ধে পরাজয় ক'র্‌লাম আর নিজের মনকে শাসন ক'র্‌তে পার্‌লাম না, ধিব আমাকে, ভা'ববো না মনে করি তবু এ সব কি?

(দামোদরের প্রবেশ।)

কার্ত্তবীর্য্য। বয়স্য! তোমায় অনেক দিন দেখিনি, কো অসুখ হয় নি ত?

দামোদর। আজ্ঞে অসুখ কিছুই হয় নি, গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে আমাদের আবার অসুখ কি হবে।

কার্ত্তবীর্য্য। তবে এসনি কেন?

দামোদর। আজ্ঞে? হাঁ, আসিনি বটে, কেন আসিনি সেটা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। দুবেলা দুই ব্রাহ্মণীতে অর্দ্ধচন্দ্র কেন পূর্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত দিচ্ছেন, তবু কে জানে কেন আসিনি? হাঁ ভাল মনে পড়েছে, মহারাজ! আজ একটা বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে এলাম।

কার্ত্তবীর্য্য। তুমি সবই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে থাক, আজ আবার কি দেখ্‌লে বল শুনি। কয়েক দিন থেকে আমার মনটা ভাল নয়, তাই ভাব্‌লাম তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে একটু তৃপ্তিলাভ করি সেই জন্য তোমাকে ডাকিয়েছি।

দামোদর। আজ্ঞে, এটা বড় তৃপ্তির কথা নয়।

কার্ত্তবীর্য্য। কি? কি? বল দেখি?

দামোদর। আজ যখন রাজবাড়ীতে আসি, তারি একটু পূর্ব্বে একটা মাগী ভিক্ষে ক'র্‌তে এসেছিল।

কার্ত্তবীর্য্য। ভিখারী ভিক্ষে ক'র্‌তে এসেছিল তার আবার আশ্চর্য্য কি ?

দামোদর। শুনুন, আগে চিরপ্রচলিত প্রথামত কনিষ্ঠা ব্রাহ্মণীত তাকে ছেলে হ'য়েছে ব'লে বিদায় ক'রে দেওয়ার চেষ্টায় ছিলেন, বড় ব্রাহ্মণী আমার সহধর্ম্মিণী কি না তাই তাঁর শরীরে একটু দয়া আছে,একমুটো চাল আন্‌তে গেলেন।

কার্ত্তবীর্য্য। আশ্চর্য্য ত কিছু দেখ্‌লাম না।

দামোদর। আহা ! আগে শুনুন মাঝখানে রসভঙ্গ করেন কেন ?

কার্ত্তবীর্য্য। তারপর মহারাজ, মাগীটের দিকে চেয়ে দেখি, যেন মাগীটে আমার চেনো চেনো গোছ,আমার প্রাণটা অম্‌নি গুড়্ গুড়্ দুড়্ দুড়্ কি রকম একটা ক'রে উঠ্‌লো।

কার্ত্তবীর্য্য। তারপর ?

দামোদর। তারপর আর কি।

কার্ত্তবীর্য্য। আচ্ছা তুমি পিছু পিছু গিয়ে তাকে ধ'র্‌লে না কেন ?

দামোদর। তাও তো বটে—ওটা ভুলে গিয়েছিলাম, আর নানা কাজে ব্যস্ত, সব সময় কি সকল জুগিয়ে উঠে।

কার্ত্তবীর্য্য। না তা নয়, অতটা সাহস হ'লো না, কেমন না ?

দামোদর। আজ্ঞে এইজন্যই লোকে রাজবুদ্ধি বলে ঐ যে ভয়ের কথা ব'ল্‌লেন ঐটেই ঠিক।

কার্ত্তবীর্য্য। আচ্ছা, তুমি এখন যাও আবার কাল দেখা ক'রো।

দামোদর। তার আর সন্দেহ আছে।—চল্‌লাম তবে, জয়স্তু।

[প্রস্থান।

কার্ত্তবীর্য্য। (স্বগতঃ) কত ভাব্‌বো, আর ভাব্‌তে পারি না ; যা হ'বার তাই হ'বে, একটু শয়ন করি। (শয়ন)

(মনোরমার প্রবেশ।)

মনোরমা। একি মহারাজ! এই খানেই শুয়েছেন? হৈহয়কুলদেবি! একি, কি ক'র্‌লে? সব দিয়ে একের জন্য যে সব যায়! মহারাজের সব থাক্‌তে, এক হৃদয়ের জন্য যে সব যায়! তোমার চরণে কি অপরাধ ক'রেছি মা! কি দোষে এ শাস্তি দিচ্ছ, কিসে আবার সেই শান্তি আসে, কুলদেবি! কুল রক্ষা কর মা! রাজার হৃদয়ে আবার শান্তি এনে দাও মা!

[প্রস্থান।

কার্ত্তবীর্য্য। (হঠাৎ উঠিয়া) অ্যা! একি! আমি কি এখনো নিদ্রিত, না এইত সব স্পষ্ট দে'খ্‌ছি. স্পষ্ট বু'ঝ্‌ছি, তবে কি জেগেও স্বপ্ন দেখে! ও কিছু না! তাই বা কেমন ক'রে বলি, ঐ না, সেই তপোধনের মুর্ত্তি, রক্তাক্ত কলেবরে ভ্রুকুটী ভঙ্গিতে আমায় তর্জ্জন গর্জ্জন ক'র্‌ছে! (গদ গদ ভাবে) ব্রাহ্মণ! আমায় ক্ষমা কর, তোমার কামধেনু হরণ ক'রে, তোমাকে হত্যা ক'রে, ভাল করিনি ; আমার বুদ্ধির দোষ হ'য়েছিল, ব্রাহ্মণ দয়ার আধার, ক্ষমাই ব্রাহ্মণের ভূষণ, কৈ নিবৃত্ত হ'লোনা ত! তর্জ্জন গর্জ্জন ক'রে অগ্রসর হ'চ্ছে যে! দেখ, মনের ভ্রম দেখ, ব্রহ্মাণ্ড জয় ক'রে কি না, ফল-মূলাশী, বৃক্ষতলবাসী, তপস্যায় ক্ষীণ শরীর একটা ব্রাহ্মণের

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্‌ছি। কেন আমার মন এরূপ নীচ হ'লো! আবার সেই মূর্ত্তি, দূর—হ, দূর—হ! আমি পৃথিবী পতি রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন আমাকে দেখেও কি তোর্ ভয় হ'চ্ছে না, ও আমাকে চিন্‌তে পারিনি; না হ'লে পরিচয় দেওয়া মাত্র পালিয়ে য'াবে কেন? ও কে! ও আবার কে! ওর্ ছেলে না? সেই রাম না? ওর্ হাতে কিও! ও কি কুঠার! কুঠার কেন? কে আছ! কে আছ! রক্ষা কর! ব্রাহ্মণ! তোমার পিতাকে হত্যা ক'রেছি; তাই তার প্রতিশোধ নিতে এসেছো? স'রে যাও! তুমিত জান, আমি ব্রহ্মহত্যায় ভয় পাইনা, আমার অবাধ্য হ'লে তোমাকেও তোমার পিতার অনুগামী ক'র্‌বো; যাক্ ঐ পালিয়েছে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমই, কৈ ঘুমত আসে না! যাক্ ও আবার কি মূর্ত্তি, ও যে স্ত্রীলোক! কোথায় দেখেছি ব'লে বোধ হ'চ্ছে না! মুর্ত্তি যেন চেনা চেনা, না—তবে এমন অবস্থা হ'বে কেন? সেই না! সেইত! এতো সেই শ্বেতকেতুর বিধবা পত্নী, ঐ ত আমার দিকে তর্জ্জন গর্জ্জন ক'রে আ'স্‌ছে; আমি কি এত লোকের সর্ব্বনাশ ক'রেছি? তোমার এ দশা কে ক'র্‌লে?

(গান করিতে করিতে পাগলিনীবেশে মহাশ্বেতার প্রবেশ।)

গীত।

আমিরে পাগল প্রাণে, ভ্রমিতেছি বনে বনে,
নিরখি নয়নে যত বনের বাহার।
বিজন মাঝারে দেখি তমাল হিন্তাল তাল,
মরি কিবা শোভে নিরন্তর,
তমালে বসিয়ে গায় কোকিল বিহঙ্গ, করে সুমধুর কত রঙ্গ,

কেতকী কমল ফুল, ফুটেছে আর বকুল,
বকুলে ব্যাকুল অলিকুল,
মল্লিকা, মাধবী, মালতী, আর জুঁতি,
রসালেতে ধরেছে মুকুল,
কিন্তু সুখ নাহি মনে, পুড়ি মনাগুণে, কাঁদি অনিবার।

মহাশ্বেতা। তুমি জান না? আজও যে বেশীদিন হয় নি, আমার স্বামীকে হত্যা ক'রেছ, আমার রাজ্য ছার্‌খারে দিয়েছ, আমার গর্ব্বস্থ পুত্রকে অপঘাতে মেরেছ, তুমি ভু'ল্‌তে পার, কিন্তু আমি কেমন ক'রে ভু'ল্‌বো? ক্ষত্রিয়া রমণী হ'য়ে সে অপমান কেমন ক'রে ভুলে যা'ব? আগে তোমার হত্যা দেখি, আমার মত তোমার রাণীর অবস্থা দেখি, আমার মত তোমার রাণী পুত্রশোকে কেঁদে বেড়াক্ দেখি! তারপর—তারপর যদি ভু'ল্‌তে পারি। প্রতিহিংসা,—প্রতিহিংসা,—প্রতিহিংসা,—হাঃ—হাঃ—হাঃ—কি মধুর,—কি মধুর!

[প্রস্থান।

কার্ত্তবীর্য্য। এও কি স্বপ্ন! কে ও? কে আছ!

(দৌবারিকের প্রবেশ।)

দৌবারিক। আজ্ঞে করুন।

কার্ত্তবীর্য্য। দৌবারিক! একটা স্ত্রীলোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দেখেছ?

দৌবারিক। কৈ মহারাজ!

কার্ত্তবীর্য্য। দেখ! দেখ! (দৌবারিকের প্রস্থানোদ্যত) শোন শোন, কোন ব্রাহ্মণকে আস্‌তে দেখেছ?

দৌবারিক। আজ্ঞে, কৈ না।

কার্ত্তবীর্য্য। দেখ দেখি।

[প্রস্থান।

কার্ত্তবীর্য্য। (বিহ্বল ও বিস্মৃত হইয়া স্বগতঃ) এ আবার কি ? সেই ব্রাহ্মণ না,—সেই রাম,—সেই কুঠার হস্তে কাকে হত্যা ক'র্‌ছে, আমার পুত্র সকলকে না ? অ্যাঁ,—অ্যাঁ—ভয় নাই,—ভয় নাই !

(অকস্মাৎ কম্পন ও রাজমুকুট মস্তকচ্যুত হইয়া ভূতলে পতন।)

একি ! একি !
আচম্বিতে মুকুট পড়িল খসি,
ঘন ঘন শরীর কম্পিত হয় মম,
ঘন ঘন টলিতেছে রাজসিংহাসন !
কারণ বুঝিতে নারি কিছু !
মহা মহা রণে যম সম রথীবৃন্দ সনে
করিয়াছি ভীষণ সমর,
কেশাগ্রও কাঁপেনি কখন !
দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ ভূচর খেচর,
যার নামে কাঁপে নিরন্তর,
যার পদভরে বাতাহত কদলী পত্রের মত
ধরা কাঁপে থর থরি ! তার হিয়া আজ,
কম্পিত কাহার দাপে বুঝিতে না পারি !
কেন মোর মুকুট খসিল অকস্মাৎ ?
যে নয়নে বারিবিন্দু ঝরেনি কখন।
আজ তাহে অবিরল ধারে,
অশ্রুবারি ঝর্ ঝর্ ঝরে,
অন্তরের অন্তর মাঝারে,
মর্ম্ম ব্যথা যেন কি ভীষণ।

একি, একি, অকস্মাৎ
বিনামেঘে কোটি বজ্রাঘাত
বিস্ফুলিঙ্গ ছোটে ব্রহ্ম ডিম্ব ফোটে,
ধরা বুঝি পশে রসাতলে।
একি হোল প্রাণের মাঝারে,
হতাশ প্রবল বায়ু ঝঞ্চাকারে বয়ে যায়, হায়!
একি, একি! যথা তথা গণ্ডোগোল,
যেন ঘোর প্রলয়ের রোল,
উঠিতেছে চারি ভিতে,
ঘোর ঘন মেদিনী কম্পন;
ভাঙ্গে গৃহ চুড়া,
চুর্ণ বিচুর্ণিত হ'য়ে,
মিশে যায় বালুকার সনে।
কাঁপে জল স্থল কাঁপে গৃহতল,
কাঁপে সিংহাসন,
কাঁপে রাজ্য প্রাসাদ প্রাচীর সহ।
অগ্নি হোত্র গৃহে কি কঠোর
ফেরুপাল ফুকারে সঘনে।
বায়স কর্কশ স্বরে কাঁপায় ধরণী।
দেখ দেখ হুঙ্কারি জলধি,
বিশাল তরঙ্গ তুলি শিরে,
আসে পুরী গ্রাসিবারে।
আরে আরে দুরাচার,
কার বলে এত অহঙ্কার,

উন্মত্তের প্রায় কার সনে দন্দ্বের বাসনা।
হে শুকনাস আন ত্বরা শর শরাসন,
বাণে বাণে জলধিরে শোষিব এখনি,
কিম্বা বাস্পাকারে উড়াইব আকাশ মণ্ডলে।
আন আন বাণ,
কাটিব ব্রহ্মাণ্ড করি খান খান,
গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র মণ্ডলি
চূর্ণ করি বাড়াইব ধূলি।
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল মাঝে,
কেবা হেন প্রবল হ'য়েছে,
যার্ তেজে কার্ত্তবীর্য্যের মান দূরে যায়।
ভূলোকে দ্যুলোকে,
লোকাতীত বল হেন ধরে,
কার্ত্তবীর্য্যেরে শঙ্কা নাহি করে,
কে এমন কত বলবান ?
দেখিব দেখিব তারে।

একি ! কিছুইত নয়, আজ কেন আমার মুহুর্মুহু বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘ'টছে ! ব্রহ্মহত্যা ক'রে কি আমি উন্মত্ত হ'লাম ? মহাপাপ কি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ ক'রে আমাকে নানাবিধ বিভীষিকা দেখাচ্ছে ? ওঃ, আমি ঘোর পাতকী !—ভগবান হরি যে ব্রহ্মণের পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ ক'রেছেন, ব্রাহ্মণের পদরজ মস্তকে ধারণ ক'রে যিনি ভগবাননামে বিখ্যাত,ব্রাহ্মণের দেহ মন্দিরে যাঁর্ অধিষ্ঠান,সেই সর্ব্বলোকপূজ্য ভগবান বন্দিত ভূদেব ব্রাহ্মণকে আমি হত্যা ক'রেছি আমার গতি কি হবে ?

গীত।

ক্রমে অঙ্গ অবশাঙ্গ হোলো আশা ভঙ্গ হে।
নাচিছে বামাঙ্গ হে ॥
বাড়িছে পাপ তরঙ্গ, আজ হবে বুঝি সাঙ্গ ভবের খেলা হে।
বিভীষিকাময় দেখি অখিল সংসার, সবাকার হেরি শবাকার,
আর ঘোর অন্ধকার হে—
মম ঘন হয় হৃদয় কম্পন, স্পন্দিত বাম নয়ন,
শয়নে স্বপনে, গমনে ভোজনে সুখী নহে দেহ মন,
এত নয় হে সুলক্ষণ, যাবে (এবার) রাজ্যধন পরিজন,
হবে বিনাশ সারথি রথী যত মাতঙ্গ চতুরঙ্গ হে।
বর্ণশ্রেষ্ঠ দ্বিজ জাতি বেদে নিরূপণ,
চন্দ্র সূর্য্যরূপে দ্বিজ ভ্রমিছেন ভুবনে হে।
বিরিঞ্চি বাসবভব করেন বন্দন, দ্বিজপদরজ হৃদে ধরেন নারায়ণ,
ভক্তিভাবে যেজন করে দ্বিজ সেবন,
অকালে না নিধন জয় করে যমে,
যায় মোক্ষধামে পায় শ্রীহরির চরণ (যাইহে)
আমি বিনাশি দ্বিজবরে, ওহে ডুবিলাম নরক নীরে,
(যাই হে) আমায় কে তরাবে সে দুস্তরে,
সদা দংশিবে পাপ ভুজঙ্গ এ অঙ্গ হে।

কার্ত্তবীর্য্য। কোথায় যাব, কে আছে আমার ? কার স্মরণ ল'ব, এ ঘোর নরকদ্বারে কে আমায় উদ্ধার ক'র্‌বে, এ মরুক্ষেত্রে কে করুণার পবিত্র বারি ঢেলে দেবে ? ওহো, হো, হো, জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, ভীষণ নরকানল শতজিহ্বা বিস্তার ক'রে অন্তর বাহির সমান দগ্ধ ক'র্‌ছে। এ আগুণে জল দেয় এমন কেহই নাই।

বল বল কে আছে কোথায় ?
ঘোর অন্ধকার দিশাহারা নয়ন আমার
শূন্য প্রাণে হতাশ সমীর খেলে,
লও তুলে কোলে দয়াময় যদি থাক কেহ।
দীন হীন শিশুর সমান,
পাপভরে অবসন্ন প্রাণ,
চলিতে না পারি, পথ নাহি হেরি,
জ্ঞানাঞ্জন করহ প্রদান।
চক্ষু মোর কর উন্মিলিত (চমকিত হইয়া)
ওই ওই, কে তুমি ? কে তুমি ?
দণ্ড করে ভীম ভয়ঙ্কর,
রক্ত জবা জিনি,
বিঘূর্ণিত নয়ন যুগল,
রোষ বশে আসিছে-ধায়িয়ে ?
ক'রনা প্রহার, রাখহ এবার,
আমি তব চরণে শরণাগত !
মের'না মের'না
ফেল'না ফেল'না ঘোর নরক অর্ণবে।
একে জ্বলে মরি পাপানলে,
তাহে ঐ ভ্রুকুটী ভীষণ—
হেরে কাঁপে প্রাণ,
রক্ষাকর ! রক্ষাকর ! রক্ষাকর !
(প্রকৃতিস্থ হইয়া) একি ?
বিভীষিকাময় আজি সমস্ত সংসার।

ক্ষুদ্রাপি ক্ষুদ্র পরিমাণু,
সেও আজ ভীষণ আমার চক্ষে।
পশু পক্ষী পতঙ্গ নিচয়
তরু গুল্ম-লতা মমতা বিহীন সমুদয়।
কোকিলের কুহুরব পাপিয়ার মধুর ঝঙ্কার
অশনি হুঙ্কার সম পশিছে শ্রবণে।
(চমকিত হইয়া) ওহো, হো, হো, অনল অনল।
অনন্ত প্রবল বিশ্বগ্রাসি কাল হুতাশন,
পোড়াইল পোড়াইল চারিদিক ঘেরি,
ঊর্দ্ধে, অধোভাগে, পশ্চাতে, সম্মুখে,
দক্ষিণে ও বামে,
অবিরাম জ্বলিছে অনল শিখা।
জ্বলিবে জ্বলিবে অনন্ত অনন্ত কাল।
সপ্তসিন্ধু বারি ঢালিবারে যদি পারি,
তবু কভু হবেনা শীতল।
একি অকস্মাৎ নিবিল অনল,
মৃদুমন্দ সুশীতল বায়,
জুড়ালো উতপ্ত-কায়।
চলে যাই চলে যাই!
কাজ নাই হেথায় রহিয়ে,
যাব? পথ কৈ?
গহ্বরের পরে অনন্ত গহ্বর,
ধরাতলে গহ্বর কেবল।
একি হায় টেনে ফেলে—তাহার মাঝারে?

স্থান নাই কোথায় দাঁড়াই !
পড়ে যাই গহ্বর ভিতরে ।
ধর, ধর, (কম্পন)

(মনোরমার প্রবেশ ।)

মনোরমা । (কার্ত্তবীর্য্যের হস্ত ধারণ)

কার্ত্তবীর্য্য । সরো সরো ছুঁয়োনা আমায়,
পাপঅঙ্গ পরশিলে,
অপবিত্র হ'বে তব দেহ ।
সরো সরো সরো কে তুমি ?

মনোরমা । আমি দাসী তব !
স্থির হও নাথ ।

কার্ত্তবীর্য্য । স্থির ! অচঞ্চল আছি আমি,
দেখ দেখ ঘন ঘন মেদিনী কম্পন,
চলিতে চরণ টলে,
ধরা বুঝি পশে রসাতলে,
পলে পলে বাড়িছে কম্পন বেগ ।
হের হের একি অকস্মাৎ,
ঘোর ঘন গগন মণ্ডলে,
ঢাকিল ধরণী, ঘোর্ প্রবল আঁধারে ।
ঝলসি নয়নে ক্ষণপ্রভা খেলে ক্ষণে ক্ষণে,
পুন আবরিছে ঘোর অন্ধকার রাশি,
একি ? একি ভয়ঙ্কর,
নিবিড় জলদ ঠিক হ'তে
উতপ্ত শোণিত ধারা বহিছে কেবল ।

অস্থি রাশি করকারে,
বিক্ষিপ্ত হ'তেছে চারিধারে,
তদুপরি ঘন ঘন অশনি সম্পাৎ,
কড়্ কড়্ করে কঠোর কুলিশ নাদ,
ফেটে গেল শ্রবণ বিবর,
ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়ে,
প্রাণ পাখি পলায়ে যায়।
না দেখি উপায় কে আছ কোথায়?
রাখ রাখ ঘোর দায়ে জীবন আমার।

মনোরমা। একি? একি নাথ!
কৈ কোথায় কুলিশ নাদ?
নির্ম্মল আকাশ মেঘ কই?
দিবা ভাগে
তপন কিরণে আলোকিত সমস্ত সংসার।
আঁধার কোথায় নাথ?
ধৈর্য্যধর শান্ত কর মন,
হওনা চঞ্চল হেন,।

কার্ত্তবীর্য্য। ওই, ওই, আবার আবার,
ভীষণ কল্লোল খরতর শোণিতের নদী
বয়ে যায় তর্‌তর ধায়।
পাপীকুল আকুল হৃদয়ে!
সাঁতারিয়া পর পারে যেতে চায়।
কিন্তু হায় ভীষণ আবর্ত্তে পরি হাবু ডুবু খায়,
কৃমি কীটে দংশিছে নিয়ত,

বিগলিত শবদেহ হ'তে
উঠিতেছে দুর্গন্ধ দারুণ।
এই, এই, এই, সেই নরক নিলয়!
নাসারন্ধ্র জ্বলে গেল?
দণ্ডধারী কে পিশাচ?
নদী গর্ভে ফেলে দিল!
অহো! কি যাতনা সহেনা, সহেনা,
রক্তপায়ী কীট রাশী রাশী
বিন্দু বিন্দু করি শোষে শোণিত মম,
দুটী কৃমি কি কঠিন দংশন তাদের,
চক্ষু মোর করিয়াছে আক্রমণ,
গেল গেল অন্ধ হ'লো নয়ন যুগল।
আহা, সব অন্ধকার।
এ দুর্গমে না দেখি উপায় তরিবার,
এস এস বন্ধু সখা কে আছ আমার?
রক্ষা কর আমায় এবার।
আর আমি পাপে লিপ্ত হ'বোনা কখন।
ভ্রুকুটী কুটিল নেত্রে কে তুমি সুন্দরী?
দেখাইছ অঙ্গুলি হেলায়ে।
দণ্ড দিতে কহিছ শমন দূতে মোরে।
ক্ষম দেবি! ক্ষম অপরাধ,
না বুঝে ক'রেছি পাপ,
পদাঘাত ক'রেছি তোমারে,
বিনাশ ক'রেছি তোমার পতি রত্ন ধনে!

তুমি মহাদেবী আমি ক্ষুদ্র কীট,
ত্যজ রোষ ক্ষম অপরাধ মম।
কোথা শব, কোথায় সে নদী,
কোথা গেল দুর্গন্ধ দারুণ
মরি পদ্ম গন্ধে পুরিল ভবন।
না দেখি সে দণ্ডধারী ভীষণ পুরুষে,
প্রতিহিংসা পরায়না রক্তিম নয়না,
শূন্য পথে যমদূত সাতে—
না দেখি সে ললনারে আর।

ওঃ! আবার একি দেখি, সেইরাম, সেই কুঠার হস্তে, আমার শুরসেন প্রভৃতি পুত্র সকলকে হত্যা ক'র্‌ছে—ভয় নাই, ভয় নাই, বৎস সকল! ভয় নাই, ভয় নাই।

মনোরমা। কেন মহারাজ! বৎস সকলকে ডাক্‌ছেন।

কার্ত্তবী। মহিষি! আমায় মনের গতি কি হ'য়েছে জানিনা, আজ এত দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছি কেন—সপ্নই ব'লবো কেমন ক'রে, আমি ঘুমইনি।

মনোরমা। কি দুঃস্বপন মহারাজ?

কার্ত্তবীর্য্য। না, না, তা ব'ল্‌তে পার্‌বোনা, তা মনে কর্‌লেও শরীর শিহরে উঠে, হৃদয় আতঙ্কে অধীর হয়।

(দ্রুতবেগে পত্রলেখার প্রবেশ।)

পত্রলেখা। মহারাজ! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

কার্ত্তবীর্যা। কি, কি?

পত্রলেখা। কে একজন ব্রাহ্মণ কুঠার হাতে ক'রে একাই আমাদের সৈন্য সামন্ত যেখানে যাকে পেয়েছে—হত্যা

ক'রেছে। দ্বাররক্ষকদিগকে হত্যা ক'রে বলপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌তে আস্‌ছে।

কার্ত্তবীর্য্য। অ্যা! এত বড় স্পর্দ্ধা।

[অসি হস্তে দ্রুত প্রস্থান।

মনোরমা। পত্রলেখা! ব্রাহ্মণে হত্যা ক'র্‌লে, একা, ব্রাহ্মণ, আর আমাদের এত সৈন্য সামন্ত দ্বাররক্ষক কেহই নিবারণ ক'র্‌তে পার্‌লে না?

পত্রলেখা। দেবি! সে মূর্ত্তি মনে ক'র্‌লে ভয় হয় যেন সাক্ষাৎ যম।

মনোরমা। পত্রলেখা! তোর কথা শুনে আমার প্রাণের ভিতর কেমন কোচ্ছে,শরীর ক্রমশ অবশ হ'য়ে আসছে প্রাণ বড় ব্যাকুল হোচ্ছে, মহারাজ যুদ্ধে যাত্রা ক'র্‌লেত কখনো এমন হ'তো না। চল সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে গিয়ে মহারাজের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করিগে।

পত্রলেখা। চল দেবি কিন্তু আজ্‌কের ব্যাপার ভাল বোধ হোচ্ছেনা।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(গান করিতে করিতে ভিখারিণী বেশে মহাশ্বেতায় প্রবেশ।)

গীত।

কিবা ধর্ম্মের গতি, যাদের হয় ধর্ম্মে মতি,
না হয় তাদের দুর্গতিরে।
ধর্ম্মপথে যে জন, করে সদা গমন,
পায় দর্শন গোলক পতিরে।
অধর্ম্মে থাকিলে মন, সুখী না হয় কখন,
নরকে হয় নিমগনরে।
ক'রে অধর্ম্মাচরণ, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জন রাজন,
পেতেছে মনে কত বেদন রে।

মহাশ্বেতা। হ'য়েছে, হ'য়েছে আর দেরি নাই, মরুক আর না মরুক, মরে বেঁচে আছে, কেমন রাজ্য জয় কর! ক্ষত্রিয়ানীকে বিধবা কর, ভ্রূণহত্যা কর, কেমন হোচ্ছে, হাঃ হাঃ হাঃ ক'বে তোর মহিষীকে আমার অবস্থায় আ'স্‌তে দে'খ্‌বো। ক'বে সে আমার মত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়াবে? ধর্ম্ম আছে।

(দামোদরের প্রবেশ।)

দামোদর। (স্বগতঃ) এত সেই ভিখারী বেটী, রসো বাবা, একটা প্রাণের ধোকা ভেঙ্গে নিই। (প্রকাশ্যে) হাঁগা, তুমি কে গা?

মহাশ্বেতা। তোমার সে কথায় দরকার কি গা।

দামোদর। একটু আছে বৈ কি, না-থাক্‌লে কি আর জিজ্ঞাসা করি।

মহাশ্বেতা। তোমার কি বোধ হয়।

দামোদর। চেহারা দেখে ত বোধ হয় তুমি ভিখারিণীর মেয়ে।

মহাশ্বেতা। আমি ভিখারীর মেয়ে নই, ভিখারী বটে,

দামোদর। রাজ রাজেশ্বরের মেয়ে কি কখন কেও ভিক্ষা করে?

মহাশ্বেতা। ঠাট্টা নয়, আমি রাজ রাজেশ্বরেরই মেয়ে।

দামোদর! ঠিক ব'ল্‌ছো আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, ভিক্ষে করে খাবে, তবে অত লম্বা পরিচয় না দিলে কি ভিক্ষা জোটে না।

মহাশ্বেতা। ভিখারী মিথ্যা কয় না!

দামোদর। না, তাই কথাটী ঠিক্ ব'লেছ, যাক্ আমার একটা খট্‌কা আছে তাই জিজ্ঞাসা ক'রছি, তুমি আমায় চেন?

মহাশ্বেতা। চিনি বইকি।

দামোদর। কিসে চেন, আমি কে বল দেখি?

মহাশ্বেতা। তুমি একটা মানুষ।

দামোদর। এটা নূত কথা। জ্ঞান হ'য়ে পর্য্যন্ত এ কথা আমায় কেও বলেনি, ঘরে বাহিরে বিধাতার সৃষ্ট সমস্ত পশুর নাম দিয়ে আমায় ডাকে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মানুষ ব'লে কেও ডাকেনি, তোমায় কি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ব বল।

মহাশ্বেতা। আমায় আর্ কি আশীর্ব্বাদ ক'রবে, বল আর্ কিছু দিন বেঁচে থাকি।

দামোদর। ও বাবা, ভিখিরী ভিক্ষে ক'রে খান, তবু বাঁচ্‌বার কামনা আছে,আচ্ছা বল দেখি, কেন বাঁচ্‌বার কামনা ক'র্‌লে?

মহাশ্বেতা। শোন আমি সেই শ্বেতকেতু রাজার বিধবা পত্নী, তুমি আমায় চেন না, কিন্তু আমি এখন তোমায় চিন্তে পার্‌ছি, যখন দুরাত্মা কার্ত্তবীর্য্য আমার পেটে পদাঘাত ক'রে আমার গর্ভস্থ পুত্রকে হত্যা ক'রে, তারপর তোমাকে দেখে ছিলাম, আমার স্বামীর বংশ লোপ ক'রেছে, রাজ্য উৎসন্ন দিয়েছে। আমি এখন পথের ভিখারী, আর কিছুদিন বাঁচ্‌তে চাই কেন জান? একবার প্রতিশোধটা নিতে চাই, আমি দেখ্‌তে চাই, কবে কার্ত্তবীর্য্যের পত্নী আমার মত পতিপুত্র, শোকে পাগল হ'য়ে দ্বারেদ্বারে ভিক্ষা ক'রে বেড়াবে, বু'ঝেছ?

[প্রস্থান।

দামোদর। ও বাবা একি কথা, এই মাগীই সে দিন আমার বাড়ীতে ভিক্ষে ক'র্‌তে গিয়ে মহারাজের নাম শুনে ছুটে পালিয়েছিল। উঃ হুঃ প্রাণের ভিতর, খট্‌কা লাগলো বাবা, না বাড়ী যাওয়া হ'ল না। রাজবাড়ী গিয়ে খবর দিতে হ'লো (দূরে কোলাহল শুনিয়া) কিসের গোলমাল এ যে একপাল লোক আস্‌ছে, ছুটে—আস্‌ছে কেন? কি হে বাপু! তোমাদের কি হ'য়েছে?

(একদল লোকের প্রবেশ।)

১ম। কেও দামোদর ঠাকুর

দামোদর। কি হ'য়েছে?

১ম। সর্ব্বনাশ হ'লো তুমি কিছু জাননা?

দামোদর। না, কি ব্যাপার কি?

১ম। বেশ, একটা কে বামুন একটা কুঠার হাতে করে নগরে প্রবেশ ক'রে সব খুন ক'র্‌ছে, রাজার সঙ্গে লড়াই বেধেছে, পালাও ঠাকুর পালাও।

২য়। ও ছোট—খুড়ো, সে ডাবাটা—

১ম। আর ডাবাটা, প্রাণটা এখন বাঁচা পালা—পালা দেশ ছেড়ে পালা।

[সকলের প্রস্থান।

দামোদর। এ আবার কি? তবে ত আজ বাড়ী যাওয়া হয় না, রাজবাড়ীর দিকেই যাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

অন্তঃপুর প্রাঙ্গন।

(পরশুরামের প্রবেশ।)

রাম। কোথায় দুরাত্মা, তুই না ক্ষত্রিয়-চূড়ামণি, তুই না একা সমস্ত পৃথিবী জয় ক'রেছিস্, তাই—আজ বনবাসী তাপসের ভয়ে, অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রীর অঞ্চল ধ'রে ব'সে আছিস্, কোথায় পালিয়ে তোর্ হীন প্রাণ রক্ষা কর্‌বি? আজ যদি তুই স্বর্গ, মর্ত্ত, তল, অতল, সুতল, তলাতল, রসাতলে আত্ম গোপন ক'রে রাখিস্ তা'হলেও আমার হস্তে আজ তোর কিছুতেই নিস্তার নাই। সমস্ত দেবদেবী একত্রিত হ'য়েও আজ তোকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না। রে ক্ষত্রিয়-কুলাঙ্গার কার্ত্তবীর্য্য, আজ তুই একবার্ ভাল ক'রে প্রাণ-ভোরে ব্রহ্মহত্যার ফল দর্শন কর। ইহলোকের স্বকৃত দুষ্কৃতের ফল ইহলোকেই ভোগ কর।

(কার্ত্তবীর্য্যের প্রবেশ।

কার্ত্তবীর্য্য। কে তুই ভণ্ড তপস্বী ?

রাম। আমায় চেন না তুমি যাকে হত্যা ক'রে জগতে যশের ধ্বজা উড়িয়েছ, আমি সেই জমদগ্নির পুত্র রাম, আজ আমি তোমার যম, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছি, কিন্তু আমি তোমার ন্যায় নিরস্ত্রকে হত্যা করি না।

কার্ত্তবীর্য্য। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) বালক, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কামনা, আমায় চেন না ?

রাম। খুব্ চিনি তুমি ক্ষত্রিয়-কুল-কলঙ্ক দস্যু, ব্রহ্মহত্যায় ভয় পাও না, চৌর্য্যবৃত্তি তোমার ব্যবসা।

কার্ত্তবীর্য্য। সাবধান! আমার ক্রোধ হ'লে তোমার রক্ষা থাক্‌বে না।

রাম। তোমার ক্রোধের ভয় থাক্‌লে এতদূর আস্‌তাম না। আমি বৃদ্ধ তপস্বী নই।

কার্ত্তবীর্য্য। কি বাতুল, যে সসাগরা সদ্বীপা পৃথীবীর একেশ্বর, তার সঙ্গে যুদ্ধ কামনা পিপীলিকার সিংহ পরাজয়ে বাসনা।

রাম। আমি পিপীলিকাই হই, আর সিংহই হই, বাক্-যুদ্ধের প্রয়োজন কি? অস্ত্রধর।

কার্ত্তবীর্য্য। আমি তোমার মত হীনবল বা একক নহি, আমি কেন যুদ্ধ ক'র্‌বো, আমার সৈন্য সামন্ত আছে, তাহাদের সহিত আগে যুদ্ধ কর!

তুমি। তুমি না রাজা ব'লে পরিচয় দিচ্ছিলে, সে সম্বাদ এখনো পর্য্যন্ত পাওনি? শোন, যারা পথ রোধ ক'রেছিল, তাদের হত্যা ক'রেছি, অনেকে রণেভঙ্গ দিয়ে পলায়ন ক'রেছে, কেহবা লজ্জাভয়ে ধর্ম্মভয়ে ব্রাহ্মণের শরীরে অস্ত্রক্ষেপ ক'র্‌তে সাহস করেনি।

কার্ত্তবীর্য্য। আমারও ত লজ্জাভয় ধর্ম্মভয় আছে।

রাম। হাঃ হাঃ হাঃ লজ্জা থাক্‌লে কি ভিক্ষা কর্‌তে যাও, ধর্ম্মভয় থাক্‌লে কি ব্রহ্মহত্যা কর?

কার্ত্তবীর্য্য। যে রাজার অবাধ্য, যে রাজার বিদ্রোহী, সে ত বধ্য, তার আবার ব্রাহ্মণ শূদ্র কি? যে স্ত্রীহত্যা

ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হয়্‌না, সে ত চণ্ডাল, সে আবার কিসের ব্রাহ্মণ।

রাম। থাক্‌ থাক্‌ আমি অত কথার ঘটা জানি না, জানি পিতৃ আজ্ঞা পালন, জানি প্রতিশোধই ধর্ম্ম, অস্ত্র লও।

কার্ত্তবীর্য্য। না, আর উপরোধ চলে না।

নাহিক নিস্তার তোর্ শোনরে দুর্ম্মতি !

রাম। ভেক দেখে কি ভয় করে সর্পখলমতি ॥

কার্ত্তবীর্য্য। ভুজঙ্গ হ'য়ে আজ দংশিব দুরাচার।

রাম। সাধ্য কি শিখণ্ড আমি ক্ষত্র-কুলাঙ্গার ॥

কার্ত্তবীর্য্য। বাঁশের সেভুতে পার হ'তে চাস্‌ সাগর।

রাম। ব্রহ্মতেজ বলে কি না হয় রে পামর ॥

কার্ত্তবীর্য্য। তুচ্ছ তৃণে বাঁধ্‌তে চাস্‌ প্রমত্ত মাতঙ্গ।

রাম। বিনা তৃণে বাঁধ্‌তে পারি ভীষণ ভুজঙ্গ ॥

কার্ত্তবীর্য্য। সহেনা তোর গর্ব্বিত বচন।

রাম। থাকে শক্তি গর্ব্ব খর্ব্ব কর আনি শরাশন ॥

কার্ত্তবীর্য্য। ব্যাধ জালে মৃগপেলে দেয় কিরে ছেড়ে।

রাম। বঁড়িষে বিদ্ধ হ'লে মৎস্য পলাতে কি পারে ॥

কার্ত্তবীর্য্য। শিকার সম্মুখে পেলে ত্যজে কি শিকারী।

রাম। খাদ্য পেলে ছাড়ে কি রে ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষারী ॥

কার্ত্তবীর্য্য। ওহো বিপদে পড়িলে বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটে।

রাম। ব্রাহ্মণ আমিরে পামর কি ভয় সঙ্কটে ॥

কার্ত্তবীর্য্য। মৃত্যু-কালে মৃত্যু-লক্ষণ-দেখে জীবগণে।

রাম। মৃত্যুঞ্জয় শিষ্য আমি মৃত্যু ভয় করিনে ॥

কার্ত্তবীর্য্য। অসহ্য যন্ত্রণা বাক্য সহ্য নাহি নয়।

রাম! কুমতে কুবাক্যে তোর্ দহিছে হৃদয়॥

কার্ত্তবীর্য্য। ঘুচাব সমর সাধ তোর্ এতদিনে।

রাম। নিঃক্ষত্রিয় ক'র্‌বো ধরা বধি ক্ষত্রগণে।

আর বাকযুদ্ধে প্রয়োজন কি, কার কত বলবীর্য্য দেখা যাক্।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

(গান করিতে করিতে পাগলিনীর বেশে মহাশ্বেতার প্রবেশ।)

গীত।

কোথায় প্রাণনাথ কোথায় একবার এসে দেখনা।
সহেনা সহেনা প্রাণে তোমার বিরহ বেদনা॥
ওহে কান্ত গুণমণি স্বপনে নাহি জানি,
হ'তে হ'বে অনাথিনী হ'য়ে রাজার ললনা।
নাথ তোমার বিহনে, কিবা নিশি কিবা দিনে,
দহে প্রাণ শোকাগুণে, না হয় সান্ত্বনা॥

মহাশ্বেত। কৈ, কৈ হ'য়েছে মহারাজা শ্বেতকেতুর বংশ নির্ম্মূল কর? আমাকে ভিখারিণী কর, দেখি আরও কত বাকি।

(প্রস্থান।

(পরশুরামের প্রবেশ।)

রাম। পিতা! স্বর্গ হ'তে দেখ তোমার প্রথম আজ্ঞা পালন হ'লো।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রণা গৃহ।

(শুকনাস ও দামোদরের প্রবেশ।)

দামোদর। এখন উপায় ?

শুকনাস। যদি রাজার জীবন রক্ষা হয় তা হ'লে ত মঙ্গল, নতুবা কি করি, ব্রাহ্মণের যেরূপ ক্রোধ, তাতে বোধ হয় রাজকুমারদেরও জীবন রক্ষা কঠিন।

দামোদর। সৈন্য সামন্ত নাই ?

শুকনাস। কেও হত হ'য়েছে, কেও পলায়ন করেছে কেও বা ব্রাহ্মণ ব'লে অস্ত্রাঘাত ক'র্‌তে চাই নি !

দামোদর। কি ব'ল্‌বো আমি যুদ্ধ ক'র্‌তে শিখিনি। এখন কি ক'র্‌বে ?

শুকনাস। দেখি, যথাসাধ্য সৈন্য সংগ্রহ করি, রাজকুমারদিগের জীবন রক্ষার চেষ্টা করি।

দামোদর। তবে আর বিলম্ব কে ?

শুকনাস। হাঁ, আমিও চল্‌লাম; কিন্তু তুমি এখন কি ক'র্‌বে ?

দামোদর। আমি আর কি ক'র্‌বো, আমি যা হ'ক একটা ঠাওরাচ্ছি, তুমি বিলম্ব ক'রোনা যাও।

(শুকনাসের প্রস্থান।

দামোদর। হা মহারাজ ! বুড়ো বয়সে এ দুষ্কর্ম্মটা কেন ক'রেছিলে, তোমার ত মতিগতি এমন ছিলনা, কেন

সাধ ক'রে আগুণে হাত দিলে, ইচ্ছা ক'রে কেন সাপের ঘাড়ে পা দিলে।

(পরশুরামের প্রবেশ।)

রাম। কে তুমি ?

দামোদর। তুমি কে ? তুমি বাইরের লোক আগে আপনার পরিচয় দাও ?

রাম। শোন জমদগ্নি পুত্র কার্ত্তবীর্য্য হন্তা, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি—এখনো কিছু বাকি আছে,আমার প্রতিজ্ঞা ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করা, তুমি যদি ক্ষত্রিয় হও, অস্ত্র গ্রহণ কর, আর যদি ব্রাহ্মণ হও, নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করো।

দামোদর। ক্ষত্রিয় কুল নির্ম্মূল ক'র্বে কেন ?

রাম। পিতার আজ্ঞা, আর যে আমার পিতাকে হত্যা ক'রেছে তার বংশে কাউকে না রাখাই আমার ব্রতের সংকল্প। পরকালে যাতে সে এক গণ্ডুষ জল না পায় আমি তাই ক'র্বো। এখন তোমার পরিচয় দাও, নাম ধাম প্রয়োজন নাই, ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় বল ?

দামোদর। আমি ক্ষত্রিয় !

রাম। অস্ত্র গ্রহণ কর, ঠিক ব'ল্ছো ?

দামোদর। তা না হ'লে বাবা, সখ ক'রে কে কাঁচা মাথাটা দেয়।

রাম। না, আমার বিশ্বাস হ'লো না, তুমি নিশ্চয় ব্রাহ্মণ !

দামোদর ! এ বিশ্বাসটা কিসে হ'লো ?

রাম। ক্ষত্রিয়ের কখনো এত মনের তেজ হয় না, জীবন

অনিত্য জেনেও তারা ভোগ বিলাস থেকে বিরত হ'তে পারে না, কে তুমি আত্ম পরিচয় দাও ?

দামোদর। এক প্রতিজ্ঞা কর।

রাম। কি প্রতিজ্ঞা বল ? মনুষ্য সাধ্য হ'লে অবশ্য ক'রবো।

দামোদর। আমি যেখানে ব'ল্‌বো সেখানে রেখে এস।

রাম। যদি মনুষ্য সেখানে যেতে পারে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি তোমায় সেখানে রেখে আস্‌বো, এখন পরিচয় দাও।

দামোদর। শোন আমার নাম দামোদর শর্ম্মা, আমি মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের সহচর, মহারাজের বিরহ আমি সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বো না; তুমি আমাকে তাঁর কাছে রেখে এস।

রাম। ওঃ। তুমি দুরাত্মা কার্ত্তবীর্য্যের সহচর, কি ব'লবো তুমি ব্রাহ্মণ, যাও যেখানে খুসি চলে যাও।

দামোদর। প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'র্‌লে না তুমি না বড় সত্য প্রতিজ্ঞ ?

রাম। কার্ত্তবীর্য্য যে স্থানে আছে সে স্থান মনুষ্যের গমন নয়।

দামোদর। বাবা! তাহা মিছে কথাটা কইলে মনুষ্যের গম্য নয় ত কার্ত্তবীর্য্য গেল কেমন ক'রে ? কার্ত্তবীর্য্য কি মানুস ছিল না ?

রাম। মানুষ হ'লে কি ব্রহ্মহত্যা করে !

দামোদর। বামুনের ছেলে কি মাতৃহত্যা করে, না প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে ?

রাম। যাও, যাও [প্রস্থান।

দামোদর। ফেলে কোথায় পালাও বাবা? সব প্রতিজ্ঞা পালন ক'র্‌তে পার্‌লে আর্ এই টুকু পার্‌লে না? চল বাবা, তুমি কোথায় যাবে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শয়নাগার।

শুরসেন প্রভৃতি কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণ নিদ্রাভিভূত।

(পত্রলেখা সহ মনোরমার প্রবেশ।)

মনোরমা। এখনো কিছু খবর পেলাম না কেন? কৈ, আরত সৈন্য কোলাহল শু'ন্‌তে পাচ্ছি নে, কই মহারাজের জয় শব্দ আরত শু'ন্‌তে পাচ্ছি নে, তবে কি আমার অদৃষ্টে যা ভেবেছিলাম তাই।

পত্রলেখা। ষাট্ ষাট্ ও কথা কি মুখে আ'ন্‌তে আছে, না মনেও করতে আছে, রাজার কি কখন যুদ্ধ বিক্রমের কথা শোন নি? কত শত প্রবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজাকে পরাস্ত ক'রেছেন। এত একজন সামান্য তপস্বী বইত নয়, কামারের কুমার বৃত্তি আর তপস্বীর যুদ্ধ দুইই সমান।

মনোরমা। না, পত্রলেখা তা নয় শুনেছি তপস্বীর মা ক্ষত্রকন্যা।

পত্রলেখা। হ'লেই বা ক্ষত্রকন্যা, ক্ষত্রিয়ের মেয়ের ছেলে হ'লেই বীর হ'লো না কি? যে দিন রাত কেবল কুশ কেটেছে আর শালগ্রাম পূজা ক'রেছে, উপস ক'রে ক'রে যার শরীরের অস্থি চর্ম্ম সার হ'য়েছে, সে কি আমাদের মহারাজের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে পারে? তবে হাঁ। সেপাইটা শাস্ত্রিটা সে আলাদা কথা, শ্বেতকেতু রাজার বিক্রমের কথা ত শুনেছ? তত বড় রাবণ রাজার নাম ত শুনেছ? কলিঙ্গদেশের রাজা বীরসেনের নাম ত শুনেছ? এরা এক্ একজন এক্ একটা দিক্‌পাল বিশেষ, আর দিক্‌পাল বিশেষ কি? একা রাবণইত সমস্ত দিক্‌পাল পরাজয় ক'রেছিলো? সেই রাবণ, শ্বেতকেতু, বীরসেন এদের দশাত সব শুনেছ?

মনোরমা। না, পত্রলেখা তা নয়, তুমি বুঝছ না, রাবণও জানি, শ্বেতকেতুও জানি, বীরসেনকেও জানি, আর মহারাজকেও জানি, তপোবনবাসী যে ঋষি ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করে তাকেও জানি, তবে যখন মন আমার এমন ক'র্‌ছে, তখন অবশ্যই এর্ ভিতর কি একটা আছে, নিশ্চয় আজ আমার সর্ব্বনাশ হ'বে।

গীত।

অবোধ মন প্রবোধ মানে কি তব বচনে।
হবে সর্ব্বনাশ, সব বিনাশ, বুঝিলাম এতদিনে॥
যখন ব্রহ্মকোপানল, হ'য়েছে অতি প্রবল,
হ'বেনা আর শীতল, বিনারাজ্য বিনাশন।

শুনেছি আমি শ্রবণে, ব্রহ্মঘাতী পাপী জনের,
মুক্তি নাইকে নিদানে, শাস্ত্রের লিখন,
যতদিন থাকিবে তপন, পাপের আর নাই তার মোচন,
জ্বলিবে পাপ হুতাশন, কিবা নিশি কিবা দিনে ॥

পত্রলেখা। সর্ব্বনাশ আবার কি হ'বে? রাজা যুদ্ধে গিয়েছেন, তাই মন্‌টা কেমন্ কেমন্ ক'র্‌ছে, রাজা ফিরে এলেই মন্‌টা সেরে যাবে।

মনোরমা। দেখ, পত্রলেখা, এতদিন কিছু বলিনি, স্বামি নিন্দা, গুরুনিন্দা মহাপাপ, তাই বলিনি, যেদিন এরাজ্যে, পাপ ঢুকেছে সেইদিন থেকেই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হ'য়েছে, এক্ ব্রহ্মহত্যা থেকে মহারাজের, আহার গিয়েছে, হৃদয়ের সুখ গিয়েছে, বল গিয়েছে, বিক্রম গিয়েছে, সবই গিয়েছে! মহারাজ ত এখন নামে মাত্র মহারাজ, আর কি বাকি আছে, আছে কেবল প্রাণটুকু।

(ভিখারিণী বেশে মহাশ্বেতার প্রবেশ।)

মহাশ্বেতা। তা নয়, বাকি আছে বংশ।

মনোরমা। কে তুমি?

মহাশ্বেতা। আমি, আমায় চিন্‌তে পারো না? আমায় তুমি জান না? এখন পরিচয়ের দরকার নাই, জগদীশ্বরের কাছে এতদিন প্রার্থনা ক'রে আস্‌ছি, তুমি আমার মতন হও, এতদিনে ভগবান আমার কথা শুনেছেন, এখন যাই, যখন আমার মত হবে, তখন পরিচয় পাবে, বুঝেছ?

[প্রস্থান।

পত্রলেখা। কেরে হতচ্ছাড়া মাগী, দূরহ, দূরহ, মুখে আগুণ, মাগীর বাক্যির শ্রী দেখ—ঝাঁটার বাড়ি মার।

মনোরমা। পত্রলেখা! একি, এ কে? কি বোলে গেল? একে কখন দেখেছিস্?

পত্রলেখা। আগে কখন দেখিনি, এই দিন কতক দেখ্তে পাচ্ছি, পাগলী মাগী দোরে দোরে ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়।

মনোরমা। না, পাগল নয়, ভিখারিণীও নয়, দেখি জগদীশ্বরের মনে কি আছে।

(দ্রুতবেগে শুকনাসের প্রবেশ।)

শুকনাস। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

মনোরমা। অঁ্যা, কি? কি? কি হয়েছে?

শুকনাস। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, মা! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, যা অসম্ভব তাই হ'য়েছে, যা অঘটন তাই ঘটেছে।

মনোরমা। ওঃ, কি সর্ব্বনাশ! (পতন ও মূর্চ্ছা)

পত্রলেখা। ওমা একি হ'লো!

শুকনাস! উঠ মা, এখন মূর্চ্ছার সময় নয়।

মনোরমা! (সংজ্ঞালাভান্তে) হা মহারাজ! (রোদন)

শুকনা। মা! এখন শোকের সময় নয়, শোকত অনন্তকাল ক'র্বেন, এখন কার্য্যের সময়, ক্ষণকালের জন্য ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, আমার কথা শুনুন, এখনো বিশেষ কার্য্য বাকি।

মনোরমা। হাঁঃ, বিশেষ কার্য্য বাকি আছে বই কি? চিতা প্রস্তুত করো,সহগমনের আয়োজন করে দাও, তা'হলেই আমার জীবনের কার্য্য হ'বে। মন্ত্রি! তুমি ভাল কথা ব'লেছ এখন আমার ধৈর্য্যাবলম্বনের সময়ই বটে।

শুকনাস। না, মা, আমি সে কথা ব'ল্‌তে আসিনি, বীরপত্নী বীরপতি সহগমন ক'র্‌বে, তার উপদেশও দিতে হয় না, নিষেধ ক'র্‌তেও হয় না, কিন্তু মা! এখন সহমরণের সময় নয়, আপনার জীবনের কার্য্য এখনোত শেষ হয় নি।

মনোরমা। এ সংসারেতে আমার আর কোন কার্য্য নাই।

শুকনাস। শোন মা! জমদগ্নির প্রতিজ্ঞা মহারাজকে সবংশে ধ্বংশ ক'র্‌বে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল ক'র্‌বে।

মনোরমা। অ্যাঁ! আমার পুত্রগণ!

শুকনাস। সর্ব্বনাশ হ'লো দেখ্‌ছি, পত্রলেখা, তুমি শীঘ্র যাও সেনাপতিকে বলো তোরণদ্বারে উপস্থিত হয়, তুমি স্ত্রীলোক, তোমায় কেও কিছু ব'ল্‌বেনা।

[পত্রলেখার প্রস্থান।

শুকনাস। মা! আমার কথা শোন, ক্রমেই বিলম্ব হ'য়ে যাচ্ছে, এরপর সমস্ত ব্যর্থ হ'বে এখনো কোন উপায়ে রাজকুমারদের জীবন রক্ষার উপায় কর।

মনোরমা। কি উপায় ক'র্‌বো?

শুকনাস! আমি বলি কি, এই সময় আমি রাজকুমারদের হরণ ক'রে নিয়ে যাই।

মনোরমা। মন্ত্রি! দেখে শুনেও তোমার চৈতন্য হ'লো না? এক অপহরণের জন্য ধর্ম্ম, সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্য্য, শেষ প্রাণ পর্য্যন্ত গেল, আবার সেই অপহরণের কথা মুখে আন্‌ছো? যা অদৃষ্টে আছে হোক, তিনি ব্রাহ্মণ অবশ্যই তাঁর হৃদয়ে দয়া আছে, আমি ক্ষত্রিয়-রমণী অনাথা বিধবা, তাঁর পায়ে পোড়ে

পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা ক'রে নেব। তুমি যাও, সাবধান আর যেন কেহ ব্রাহ্মণের গায়ে অস্ত্র না তোলে।

শুকনাস। মা! সে তপস্বী নয়, অস্ত্রধারী যোদ্ধৃ পুরুষ।

মনোরমা। যেই হ'ক, সেওত করুনানিধান জগদীশ্বরের স্বষ্ট,তাঁর হৃদয়ে অবশ্যই দয়া আছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক,আমি পুত্রদের প্রাণরক্ষা ক'র্‌বো।

শুকনাস। ঐ বুঝি আস্‌ছে মা! আমি চল্লাম।

মনোরমা। আসুক তুমি যাও।

(মন্ত্রীর প্রস্থান।

মনোরমা। স্বগতঃ) হায়! হায়! আজ কার্ত্তবীর্য্যের মহিষী হ'য়ে আমায় ভিক্ষা ক'র্‌তে হ'লো। মহারাজ! তোমার অভাবে এখনো জীবিত থেকে—তোমার চরণে অপরাধিনী হোচ্ছি, তারির বুঝি এই প্রায়শ্চিত্ত।

(পরশুরামের প্রবেশ।)

রাম। কোথায়! বংশের দুলাল সকল কোথায়?

মনোরমা। দেব! কাদের কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন? কে আপনি?

রাম। আমায় জাননা, দুরাত্মা কার্ত্তবীর্য্য যে মহাতেজা জমদগ্নিকে নিরপরাধে হত্যা ক'রে ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ সঞ্চয় ক'রেছিল, আমি তাঁরি পুত্র। আমি খুঁজি সেই দুরাত্মার পুত্র সকলকে, তুমি কে?

মনোরমা। আমি সেই ত্রিভুবনের একমাত্র ধনুর্দ্ধর মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যের পত্নী, আর ঐ শয্যায় শয়ন ক'রে যারা নিদ্রা যাচ্ছে, তারা আমার পুত্র।

রাম। ভয় নাই, আমিও তোমার পুত্র সকলকে মহানিদ্রা যাওয়াবার জন্য এসেছি।

মনোরমা। চুপ্ কর বাতুল, মার্ সমক্ষে পুত্রের অমঙ্গলের কথা, লজ্জা হ'লো না?

রাম। (হাস্য করিয়া) লজ্জা, কোথায় শিখ্‌লে, ভাল জিজ্ঞাসা করি, যখন তোমার স্বামী মহাশয় সেই দুরাত্মা কার্ত্তবীর্য্য—তেজঃপুঞ্জ কলেবর আমার পিতাকে হত্যা করে, তখন তার লজ্জা কোথায় ছিল? একথাটা কি তাকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে? কোন্ ধর্ম্মমতে সে ব্রহ্মহত্যা ক'রেছিল?

মনোরমা। তুমি কোন্ ধর্ম্মমতে ব্রাহ্মণ হ'য়ে তপস্যা পরিত্যাগ ক'রে অস্ত্র গ্রহণ ক'রেছ?

রাম। সে পরিচয় পরে দেবো, আপাততঃ পথ ছাড়ো, তোমার পুত্র সকলকে হত্যা ক'রে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি। পিতার অক্ষয় স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করি, ওরে পামরেরা উঠ, আর ঘুমুতে হ'বে না।

মনোরমা। (পরশুরামের পদ ধরিয়া) প্রভো! আমি মনের আবেগে আপনাকে কি ব'ল্‌তে কি ব'লে ফেলেছি, আমায় ক্ষমা করুন, আপনার এই ক্ষমার কথা চিরকাল জগতে ঘোষিত হ'বে। দেব! পিতার অপরাধে পুত্রের শাস্তি কেন?

রাম। পুত্রেত পিতার অনুগামী হয়, দুরাত্মার পুত্র আজ না করুক, দুদিন পরেওত আবার ব্রহ্মহত্যা ক'র্‌তে পারে? প্রথমেই নির্ম্মূল করাই ভাল, গাছ বড় হ'লে তাকে উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে বড় কষ্ট পেতে হয়।

মনোরমা। ভাল, যদি আপনার হৃদয়ে ক্ষমা না থাকে, যদি আপনার জ্ঞান না থাকে, আপনিত ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব, আপনার হৃদয়েত একবিন্দুও দয়া আছে—সে দয়া প্রকাশের এমন উপযুক্ত সময় আর পাবেন না, পায়ে ধরি মিনতি করি রক্ষা করুন। একটা রাজবংশ বজায় রাখুন। আমার পুত্রদের প্রতি সেই দয়াটুকু দেখান।

রাম। (বিকট হাস্য করিয়া) দয়া, দয়ার কথা ব'ল্‌ছো এ জগতে কে কাকে দয়া দেখিয়েছে—শুন্‌তে পাই, পিতা মাতা ও রাজার চেয়ে দয়া আর কারো হয় না,তা আমার প্রতি তিন জনেই সমান দয়া দেখিয়েছেন। দয়ার কথা মুখে এন না, আমি তোমার কোন কথা শু'ন্‌তে চাইনে পথ ছাড়ো।

মনোরমা। আমি বেঁচে থাকৃতে আমার পুত্র সকলকে হত্যা ক'র্‌তে পাবেন না, আগে আমাকে হত্যা করুন, তারপর যা কর্ত্তব্য হয় ক'র্‌বেন, এই আমি আপনার পদতলে পতিত হ'লাম। দেখি, কেমন ক'রে আপনি আমার পুত্রদের হত্যা করেন!

রাম। (হাস্য করিয়া) আমায় স্ত্রীহত্যার ভয় দেখাচ্ছ, তুমি জান, আমি ব্রাহ্মণের পুত্রবটে কিন্তু ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভে আমার জন্ম, আগে আমি গর্ভধারিণীকে হত্যা ক'রে এই অস্ত্রধারণ ব্রত আরম্ভ ক'রেছি, যে আপনার গর্ভধারিণীকে হত্যা ক'র্‌তে পারে, তার শত্রু স্ত্রী বধে ভয় কি?

(পুত্রগণের নিদ্রাভঙ্গ।)

শুরসেন। অ্যাঁ—কি এ! মা! একে?

রাম। আমার কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছো, আমার নাম

জামদগ্ন, কার্য্য শু'ন্‌তে চাও ? আমি যুদ্ধে এইমাত্র তোমাদের পিতাকে হত্যা ক'রে এসেছি—এইবার তোমাদের হত্যা ক'র্‌বো।

পুত্রগণ। অঁ্যা, পিতানাই ! (সকলের পতন ও মূর্চ্ছা)

মনোরমা। হায় ! কি হ'লো, কি সর্ব্বনাশ !

রাম। হ'বে আর কি ? একটু পরে [illegible] তায়ই সূত্রপাত আরম্ভ হোচ্ছে ওঠ, ওঠ

মনোরমা। বাপ সকল ! ওঠ—আর তোমাদের এ দশা চক্ষে দে'খ্‌তে পারি না।

রাম। হাঁ, শীঘ্র শীঘ্র ওঠ, আমার ঢের কাজ, তোমাদের হত্যাক'রে তার্‌পর্‌ আমায় অনেক কাজ কর্‌তে হ'বে, অনেক ক্ষত্রনাশ ক'র্‌তে হ'বে।

শুরসেন। কেন আমাদের হত্যা ক'র্‌বেন ? আমাদের অপরাধ ?

রাম। তোমাদের অপরাধ, তোমরা দুরাত্মা ব্রহ্মঘাতী কার্ত্তবীর্য্যের পুত্র—বংশ নির্ম্মূল না হ'লে ব্রহ্মঘাতীর প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

শুরসেন। প্রায়শ্চিত্ত, ভালো, আমাদের হত্যা ক'র্‌লে পিতার ব্রহ্মহত্যার পাপ ক্ষয় হ'বে ?

রাম। সে শাস্ত্রের উপদেশ পরে হ'বে, আমিত আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি।

শুরসেন। আহা ধন্য আমরা যে আমাদের রক্তে পিতার ব্রহ্মহত্যা পাপ ক্ষয়হ'বে। প্রভো ! কেন আর বিলম্ব ক'র্‌ছেন্‌ ? কেন আর পিতাকে কষ্ট দিচ্ছেন ? শীঘ্র শীঘ্র আমাদের হত্যা

ক'রে পিতাকে ব্রহ্মহত্যা পাপ হ'তে শীঘ্র মুক্ত করুন।

রাম। অস্ত্র গ্রহণ কর।

শুরসেন। কেন?

রাম। আমার সহিত যুদ্ধ ক'র্‌বে।

শুরসেন। কেন? আত্মপ্রাণ রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের শরীরে অস্ত্রাঘাত, আবার ব্রহ্মহত্যা—দেব! আমাদের ত পুত্র নাই, কে আমাদিগকে ব্রহ্মহত্যা থেকে মুক্ত ক'র্‌বে?

রাম। তোমাদের পিতার এ বুদ্ধি হয়নি কেন?

শুরসেন। প্রভো! পরিহাসের সময় নয় যা ক'র্‌তে এসেছেন করুন, আপনি আমাদের প্রতি বড়ই সুপ্রসন্ন তাই পিতাকে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে উদ্ধার ক'র্‌তে এসেছেন। কেন কথার প্রসঙ্গে আমাদের ক্রোধ উদ্দীপনের চেষ্টা ক'র্‌ছেন?

রাম। আমার উদ্দেশ্যই তাই, যাতে তোমাদের ক্রোধ হয়, আমি নিরস্ত্রকে হত্যা করি না।

শুরসেন। তা আপনি যাই বলুন, আমরা প্রাণান্তেও ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'র্‌বো না।

রাম। আর অত করুণায় কাজ কি? এইমাত্র তোমাদের পিতা কোপ প্রদর্শন ক'রে যা ক'রেছে—তাতো শুনেছ তোমরা না হয় আর একটু ক'র্‌লে।

শুরসেন। পিতা যদি ব্রহ্মহত্যা পাপে জর্জ্জরিত হ'তেন তাহ'লে বুঝতেন কার্ত্তবীর্য্যের বাহুতে কত বল ছিল, বুঝতেন হৈহয়বংশের কত তেজ। অপনাকে এত

আস্‌তেও হ'তো না। যাক্ উত্তর প্রত্যুত্তরের প্রয়োজন নাই, অস্ত্র গ্রহণ কর। মা! জন্মের মত বিদায় দাও, আমরা বড় পুণ্যবান, সার্থক আমাদের জীবন ধারণ, আর তুমিও বড় পুণ্যবতী যে আমাদিগকে গর্ভে ধারণ ক'রেছিলে! আমাদের রক্তে আমাদের অকাল মৃত্যুতে—আমাদের পিতার ব্রহ্মহত্যা পাপ ক্ষয় হ'বে।

গীত।

কাজ কি আর এ জীবনে।
এ জীবন সমর্পণ, আজ করিব দ্বিজ চরণে॥
জলবিম্ব প্রায় জীবের জীবন, এই আছে মাগো এই নাই কথন,
যাবে এ জীবন, (একদিন)
সে দিন সব পোড়ে রবে, সঙ্গে নাহি যাবে,
নীরবেতে রবে, দেবে গো শ্মশানে।
তাই মা তোমারে করি নিবেদন, দ্বিজ করে যদি হই গো নিধন,
পিতৃ ঋণ শোধন, (হবে)
সেই ভূদেব বিনাশি, পিতার পাপ রাশি,
হবে ভস্মরাশি, শোণিত তর্পনে॥

মনোরমা। বৎস শূরসেন! কি বলিস্ তোর কথা ব্রাহ্মণ শু'ন্‌লেন, তুই বল, আগে আমাকে হত্যা করুন, ওর স্ত্রীহত্যায় ভয় নাই, প্রথমেই মাতৃহত্যা ক'রেছেন।

রাম। আর বিলম্ব ক'র্‌তে পারি না, রাজমহিষি! স্থানান্তরে যাও।

শূরসেন। মা! ব্রাহ্মণ ভাল কথাই ব'ল্‌ছেন, তোমার সমক্ষে আমাদের হত্যা হ'য়ে কাজ নাই তুমি স্থানান্তরে যাও।

মনোরমা। (রামের পদ ধরিয়া) ঠাকুর! আমার পুত্রদের প্রাণ ভিক্ষা দিন।

রাম। কিছুতেই না।

মনোরমা। রাজ্য ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বস্ব গ্রহণ করুন, আমার পুত্রদের প্রাণ ভিক্ষা দিন।

রাম। আমি কিছুই চাই না, রাজ্য উৎসন্ন যাক্ ঐশ্বর্য্য অতল জলে নিমগ্ন হ'ক, আমার কিছুরই প্রয়োজন নাই,—প্রয়োজন কেবল তোমার পুত্রদের প্রাণনাশ,ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংশ।

মনোরমা। তবে কিছুতেই আমার পুত্রদের প্রাণরক্ষা হ'বে না। প্রাণরক্ষার কোন উপায় নাই।

রাম। না, না,।

মনোরমা। আচ্ছা, আমার সমক্ষেই পুত্রদের হত্যা কর।

শুরসেন। না মা! এখানে থেকে কাজ নাই, আমাদের হত্যা দেখ্‌লে তুমি বড় কাতর হবে, স্থানান্তরে যাও।

মনোরমা। কিসের কাতর, আমায় কাতর, বজ্র কি এর চেয়েও কঠিন—দেখি জীবনের সাধ পূরিয়ে নিই, যা কারো হয় নি, তাই হ'ক ক্ষত্রিয়াণী রাজমহিষী সম্মুখে পুত্র হত্যা দেখুক, জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত জগতে রেখে যাই।

শুরসেন। হরি! যিনি জগতের প্রতক্ষ্য, যাঁর কৃপায় এ জগৎ দেখেছি, মরণকালে তোমার চরণে আমাদের এই প্রার্থনা আমাদের দেহাবসানে যেন সেই পূজ্যপাদ পিতার ব্রহ্মহত্যা পাপ বিমোচন হয়, ঠাকুর! আমাদের জীবনের কার্য্য শেষ হ'য়েছে, কেন আর বিলম্ব ক'র্‌ছেন।

রাম! (স্বগতঃ) হায়! হায়! কেন এ ঘৃণিত প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলাম, এই নির্দ্দোষী বালকদিগকেও হত্যা ক'র্‌তে হ'বে। পিতা! পিতা হ'য়ে পুত্রকে কি অপরাধে এত শাস্তি

দিচ্ছ ? (ক্ষণচিন্তার পর) ছিঃ ! ছিঃ ! মূঢ় জামদগ্ন ! পিতার সে মুখ কি বিস্মৃত হয়েছিস, পিতার অবস্থা কি তোর হৃদয় থেকে তিরোহিত হ'য়েছে ! না, না, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা।

(শূরসেন প্রভৃতি রাজকুমারগণকে নিহত করিয়া)

রাম। এইত আমার পিতৃ আদেশ পালন হ'লো, এখন একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় ক'রে পিতার আদেশে ব্রহ্মপুত্র হ্রদে অবগাহন পূর্ব্বক তর্পনাদি ক'রে মহেন্দ্র পর্ব্বতে পিতার নিকট গমন করি।

[প্রস্থান।

(গান করিতে করিতে পাগলিনীর বেশে মহাশ্বেতার প্রবেশ।)

গীত।

হাঃ জীবেতেশ্বর জীবন সম্বল।
এ দাসীরে ভুলে, কোথায় আছো বল ॥
তোমার অদর্শনে, সুখ নাহি মনে,
অসুখ দহনে দহি অবিরল ॥
তোমার অন্বেষণে ভ্রমি নানা বনে, না দেখি নয়নে,
তোমারে নাথ, পুনঃ দেখিবারে, অতি সকাতরে,
উঠি তরুপরে, হইয়ে ব্যাকুল।
কখন উঠি হে নাথ অচলো পরে, অতি বিনয় ক'রে,
জিজ্ঞাসিলে তারে, না বলে আমারে, তোমার কুশল,
তোমার বিহনে, পশুপক্ষীগণে,
আমারে নাহি মানে, দেখিয়ে পাগল ॥

মহাশ্বেতা। কেমন রাজরাণী হ'য়েছ, আমার মত হ'য়েছ, সতীর অভিসম্পাৎ ফ'লেছে।

[সকলের প্রস্থান।

ক্রোড় অঙ্ক।

মহেন্দ্র পর্ব্বত।

(জমদগ্নি, রেণুকা, রুমোম্বান, সুষেণ, বসু, বিশ্ববসু সমাসীন।)

রেণুকা। নাথ! এখনো কি ক্ষত্রকুল নির্ম্মূল হ'তে বাকী আছে? আমি যে অনেকদিন রামের চাঁদমুখখানি দেখিনি? দেখ্‌বার জন্য মন বড়ই ব্যাকুল হ'য়েছে।

জমদগ্নি। প্রিয়ে! আর বেশী দেরি নাই, ব্রহ্মঘাতী দুরাত্মা কার্ত্তবীর্য্য বংশ ধ্বংশ ক'রে, একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় ক'রেছে—আমি এ সমস্তই যোগবলে দেখ্‌তে পাচ্ছি।

রেণুকা। এখন রাম কোথায়?

জমদগ্নি। ব্রহ্মপুত্র হ্রদে অবগাহন পূর্ব্বক পাপ হ'তে মুক্ত হ'য়েছে—আর বেশি বিলম্ব নাই, এল বোলে!

(পরশুরামের প্রবেশ।)

রাম। পিতঃ! আপনার পদ-প্রসাদে কার্ত্তবীর্য্যবংশ ধ্বংশ হ'য়েছে, একবিংশতিবার ধরণী নিঃক্ষত্রিয় ক'রে, আপনার আদেশ মত ব্রহ্মপুত্রে অবগাহনান্তর মাতৃহত্যা মহাপাপ হ'তে মুক্ত হয়ে পিতামাতার চরণ দর্শন ক'র্‌তে এলাম।

জমদগ্নি। ধন্য পুত্র তুমি, তোমার এই কীর্ত্তি অক্ষয় হ'য়ে জগতে বিরাজ ক'র্‌বে।

রেণুকা। বৎস রাম! অনেকদিন তোর চাঁদমুখ দেখিনি, অনেকদিন তোর চাঁদমুখের মা কথা শুনিনি, ওরে কোলের নিধি মধুর স্বরে মা ব'লে আমার কোলে আয়!

গীত।

একবার কোলে আয় কোলের ধন।
অনেকক্ষণ শুনি নাইরে বাপ্‌ তোর চাঁদমুখের মা সম্ভাষণ।
তোরে না হেরে, নয়নের মনি,
মণিহারা যেন ফণী,
কেঁদেছি দিবা রজনী, ভেসেছেরে দুনয়ন।
দেখে বাপ্‌ তোর বিধুবদন,
মৃত দেহে পেলাম জীবন,
জুড়াল তাপিত জীবন, জীবন সর্ব্বস্বধন॥

—সম্পূর্ণ—

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১১১ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত এবং [illegible]
তম পুস্তকের তালিকা।

১।	সংসার তরু বা শান্তিকুঞ্জ	১॥০
২।	সংসার সর্ব্বরী বা ভবসংসারের গুপ্তকথা	১।০
৩।	সেনাপতির গুপ্ত রহস্য	১॥০
৪।	প্রেমের বিকাশ	১॥০
৫।	প্রবাল-দ্বীপ বা অভিশপ্ত বংশাবলী	১॥০
৬।	হেমচন্দ্র (মৃণালিনীর উপসংহার)	১।০
৭।	আয়েসা (দুর্গেশনন্দিনীর উপসংহার)	৸০
৮।	গুপ্তচিঠি বা দম্পতীর পত্রালাপ	৸০
৯।	বিজয় বিনোদিনী	১৲
১০।	গুপ্তপ্রেম পরিণাম	৸০
১১।	প্রভাত কুমারী	৸০
১২।	প্রেম উন্মাদিনী	৸০
১৩।	দুই সতীন	১৲
১৪।	সুধাংশুবালা	৸৵০
১৫।	গোপন চুম্বন	৸০
১৬।	পেত্নীর প্রেম	১।০
১৭।	পারুল (বা সেই কি তুমি)	১৲
১৮।	দলিয়া বিবি	৸০
১৯।	ঘুমন্ত ছবি (হিপ্‌নটিক উপন্যাস)	৸০
২০।	সরমা (গার্হস্থ উপন্যাস)	৸০
২১।	বেশ্যার ছেলের অন্নপ্রাশন	৶০
২২।	রাঙ্গা বৌ (বা) শিক্ষিতামহিলা	।০
২৩।	বৌবাবু	।০
২৪।	গুলির পিণ্ডী	৵০
২৫।	তিন খুন (বিলাতী বাঁধাই)	১।০
২৬।	সুন্দরী সংযোগ (বিলাতী বাঁধাই)	১।০
২৭।	খুন বা অখুন	॥৵০
২৮।	মহারাজা ও শয়তানী (বিলাতী বাঁধাই)	১॥০
২৯।	[illegible]	৸০
৩০।	[illegible]	৸০
৩১।	[illegible]তি	৸০
৩২।	[illegible]	৸০
৩৩।	কাটামুণ্ড	
৩৪।	চিঠিতে খুন	
৩৫।	ডাকাত দাদা	
৩৬।	মুণ্ডুচুরি	
৩৭।	দুই দারোগা	
৩৮।	মরামেম	
৩৯।	বিপন্ন ব্যারিষ্টার	
৪০।	বিশ্বনাথ	
৪১।	জেলেখা	
৪২।	ডাকিনী	
৪৩।	জাল গোয়েন্দা	
৪৪।	রেশম কুঠী (বা রহস্যময় হত্যাকাণ্ড	
৪৫।	জাল মেয়ে	
৪৬।	শোণিত লেখা	
৪৭।	জাল নোট	
৪৮।	দস্যু দুহিতা	
৪৯।	পিশাচ সহোদর	
৫০।	জাল ছেলে	
৫১।	হীরকহার	
৫২।	সর্ব্বনেশে দল	
৫৩।	দুর্বৃত্ত দমন	
৫৪।	পারিজাত হরণ	
৫৫।	অনুধ্বজের হরিসাধনা	
৫৬।	বেদবতী (বা) সতীর পতিভক্তি	
৫৭।	শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ	
৫৮।	দক্ষযজ্ঞ	
৫৯।	কর্ণের দান পরীক্ষা বা দাতাকর্ণ	
৬০।	সগরবংশ উদ্ধার (বা) ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন	
৬১।	পরশুরামের মাতৃহত্যা (বা) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন বধ	
৬২।	চন্দ্রহাস	

[illegible]

ম্যানেজার—শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী।